ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের
কথামৃতের যৌগিকরূপ

প্রথম ভাগ

তৃতীয় সংস্করণ

৭ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৭ সাল। ইংরাজি ২১শে মে, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ।

প্রকাশক—
কবিরাজ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়
ভিষগ্‌রত্ন, এল, এ, এম্, এস্
দুর্গামোহন আয়ুর্বেদ ভবন
৭০, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর—
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মূল্য—৪৲ টাকা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

১। **মহেশ লাইব্রেরী**
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার) কলিঃ-১২

২। **সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার**
৩৮, বিধান সরণী,
(কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) কলিঃ-৬

৩। **ডি. এম. লাইব্রেরী**
৪২, বিধান সরণী,
(কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) কলিঃ-৬

৪। **ইণ্ডিয়ান বুক ডিস্‌ট্রিবিউটি[illegible] কোম্পানি**
৬৫-২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

পরাবিদ্যা পরিচয়

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
    ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
    স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

কঠ ১।২।২৩

●

"ঐ একটা আলো আসচে, কিন্তু কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারছি না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)।

●

"এই মানুষের প্রাণশক্তি বা কুণ্ডলিনী রাজযোগের মাধ্যমে সহস্রারে ব্রহ্মত্ব লাভ করে। ('অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোঽসি') আর হাজার হাজার নরনারী-শিশুবৃদ্ধ তাঁকে তাদের অন্তরে দেখে সেই কথার প্রমাণ জগতে স্থাপন করে। ধর্ম জগতের সর্বজনীন প্রমাণ এই। ব্যষ্টির প্রমাণ হ'ল—বিশ্বাস; আর এই সর্বজনীন প্রমাণ হ'ল—বাস্তব (Reality)।

—মাণিক।

●

অথ য এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়
পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে
এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতম্ অভয়ম্
এতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।

ছান্দোগ্য—৮।৩।৪

●

'অহং ব্রহ্মাস্মি' —বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০

●

'আন্-উল-হক্' (AN-UL-HUQ—"I AM THE TRUTH")

(—মনসুর, বোগদাদ)

●

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' —চণ্ডীদাস।

●

"Mankind ought to be taught that religions are but the varied expressions of **THE RELIGION,** which is Oneness"

—Swami Vivekananda.

(Letter No. CXLII written to Mohammed Sarfaraz Hussin of Nainital).

●

........"Therefore Vedanta formulates not universal brotherhood but Universal Oneness."

"The hour comes when great men shall arise and cast off these kindergartens of religions and shall make vivid and powerful the true religion, the worship of the Spirit by the Spirit."

—Swami Vivekananda.

(Complete Works of Swami Vivekananda, Mayavati Memorial Edition, Vol. VIII—'Is Vedanta the Future Religion?'—Delivered in San Francisco in April, 1900).

●

"So far it is all right theoretically, but is there any way of practically working out this harmony in religions? We find that this recognition that all the various views of religion are true has been very old. Hundreds of attempts have been made in India, in Alexandria, in Europe, in China, in Japan, in Tibet and lastly in America, to formulate a harmonious religious creed, to make all religions come together in love. They have all failed, because they did not adopt any practical plan. Many have admitted that all the religions of the world are right, but they show no practical way of bringing them together, so as to enable each of them to maintain its own individuality in the conflux. That plan alone is practical, which does not destroy the individuality of any man in religion and at the same time shows him a point of union with all others."

—Swami Vivekananda
'The Ideal of a Universal Religion'
(Complete Works, Mayavati Memorial Edition. Volume II. Page No. 384)

●

"সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ—যে হেতু ভগবান সর্বগত, সকলকে নিয়ে আছেন, সেই জন্যই তিনি শিব। সমগ্রের মধ্যেই শিব, শিব ঐক্যবন্ধনে।........স্বলক্ষণন্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। আত্মার লক্ষণকে যে জানে সেই মুনি, সেই শ্রেষ্ঠ। আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।"

—রবীন্দ্রনাথ
(মানুষের ধর্ম)

নিবেদন

বার বছর চার মাস বয়সের এক বালক। ধর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণা তখন ছিল না। একদিন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উদয় হলেন তাঁর দেহে। রাত্রে শুয়ে ছিলেন তিনি। ঘুম থেকে জেগে উঠলে যেমন হয়—ঠাকুর ঠিক তেমনিভাবে উঠে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন তাঁর সঙ্গে। একদিন নয়,—পর পর দুদিন রাত্রে ঠাকুর দেখা দিলেন তাঁকে। অথচ যাঁকে দেখলেন তিনি যে কে—তাই তাঁর জানা ছিল না। তের বছর আট মাস বয়সে তিনি দেখলেন স্বামিজীকে (স্বামী বিবেকানন্দকে), অবশ্য তাঁকেও তিনি তখন জানতেন না। সারারাত শিয়রে বসে শিক্ষা দিলেন স্বামিজী। ভোর হ'লে সে মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল ; মাথার মধ্যে একটা ধ্বনি ফুটে উঠল—"রাজযোগ!" 'রাজযোগ' কথাটির সঙ্গে সেই তাঁর প্রথম পরিচয়। পনের বছর বয়সে তিনি প্রথম দেখলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি ; বিস্মিতনেত্রে তাকিয়ে রইলেন ছবির দিকে আর ভাবলেন—'ইনিই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি মাঝে মাঝে আমায় দর্শন দেন ?'

তারপর শুরু হ'ল দর্শন আর অনুভূতির বৈচিত্র্যময় অধ্যায়। বার বছর চার মাস বয়স থেকে শুরু আর এখন উনসত্তর বছর বয়স ; এখনও চলেছে এই অধ্যায়ের নিত্য নূতন সংযোজন। কতই মৌলিক অনুভূতি হয়েছে তাঁর ! সে সব অনুভূতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না কোন ধর্মগ্রন্থে অথচ কিছুই করতে হয়নি তাঁকে ; স্বয়ম্ভূ আত্মার স্বয়ংপ্রকাশ হয়েছে তাঁর মধ্যে। সাধন ভজনের কোন কথা কখনও তাঁর মনে উদয় হয়নি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীতে আমরা পাই—ঠাকুর মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছেন, কাঁদছেন আর বলছেন—"রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলি, মা, আমায় দেখা দিবি নে ?" কিন্তু শ্রীভগবানকে যে দেখা যায়, শ্রীভগবানকে দেখার জন্য যে কাঁদতে হয় তাই তাঁর জানা ছিল না। জীবনে পূজা করেন নি কখনও,—একটা মন্ত্রও জানা নেই তাঁর। যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া জীবনে আর কিছু তিনি জানতেন না সেই ঠাকুরের চরণে কখনও একটা ফুল অর্পণ করেন নি,—ভোগরাগ, জপতপ তো দূরের কথা। সাধারণ মানুষের মতই দৈনন্দিন জীবন যাপন করতেন আর দেখতেন—আপনা হ'তে অনুভূতি হয়ে চলেছে।

চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন—কি গভীর উপলব্ধি হয়েছে তাঁর ; সাধন জগতের কত অজ্ঞাত রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে তাঁর জীবনে। তাঁরই উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আছে—এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা। কিন্তু তবুও ব্যষ্টির সাধনকে তিনি গ্রহণ করেন নি, ব্যষ্টির সাধনকেই মনুষ্যজাতির পক্ষে চরম সত্য বলে মেনে সেখানেই থেমে যান নি।

তিনি ত' জানতেন না যে শ্রীভগবানকে দেখা যায়,—তবে দেখলেন কেমন করে ? তিনি বলেন যে মানুষ জন্মায় অসংখ্য সংস্কার নিয়ে। তার পরিবারের

সংস্কার—গোষ্ঠির সংস্কার—দেশের সংস্কার—সব সংস্কার থাকে তার মধ্যে। শুধু তাই নয় ;—পৃথিবীতে আবহমানকাল ধরে যা কিছু হয়েছে সব কিছুর সংস্কার থাকে তার মধ্যে। জন্মগতভাবে সেই সংস্কার প্রকাশ পায় ব্যষ্টির সাধনে। তাই যিনি ভগবান-দর্শন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তিনিও দেখেন শ্রীভগবানকে। অতীতের ভগবান-দর্শনের সংস্কার অজ্ঞাতভাবেই ফুটে ওঠে তাঁর মধ্যে। তাই দ্রষ্টার পক্ষে, সাধকের পক্ষে সত্য হ'লেও, যা সর্বজনীন নয়, যার'কোন প্রমাণ দেখান যাবেনা মানুষকে, তাকে তিনি গ্রহণ করতে রাজী নন।

এইভাবে 'নেতি' 'নেতি' করেই চলে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু যেখানে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে সেটি হ'ল—তাঁকে কেন্দ্র করে সমষ্টিগত সাধনের এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। তাঁর রূপ ফুটে ওঠে হাজার হাজার মানুষের অন্তরে। তাঁকে স্বপ্নে, ধ্যানে, জাগ্রত অবস্থায়, Tranceএ দেখে আবালবৃদ্ধবনিতা। তাঁকে দেখে হিন্দু, দেখে মুসলমান, দেখে খৃষ্টান, দেখে পার্শী, দেখে ইহুদি, দেখে ভারতবাসী, আবার বিদেশী। এঁদের মধ্যে কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ বা নিরক্ষর। তাঁর কাছে আসার পর যেমন লোকে তাঁকে দেখতে শুরু করে তেমনি আবার তাঁকে না দেখে, তাঁকে না জেনে, তাঁর কথা না শুনেও বহু লোক তাঁকে দেখেছে ; আর তাদের সংখ্যাই হ'ল বেশী। পরে ঘটনাচক্রে তারা এসেছে তাঁর কাছে—কথাপ্রসঙ্গে নিবেদন করেছে তাদের পূর্ব দর্শনের কথা। তাঁর কাছে মেয়েদের আসতে দেওয়া হয় না। তবুও তারা ঘরে থেকেই তাঁকে দেখে। বাড়ীর কোন একজন লোক তাঁর কাছে এল ; সে লোকটি তাঁকে স্বপ্ন দেখতে সুরু করল। ধীরে ধীরে তাঁকে দেখা সুরু হয়ে গেল সে বাড়ীতে। আবার কখনও কখনও বাড়ীর কর্তা যিনি তাঁর কাছে এসেছেন তিনি দেখেন পরে, বাড়ীর মায়েরা ঘরে বসেই তাঁকে দেখেন আগে। বাপ, মা, ভাই, বোন, স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে—সকলেই তাঁকে দেখতে থাকে,—দাস-দাসীরাও বাদ পড়ে না। পিতামহ দেখেন, পিতা দেখেন, পৌত্রও দেখে তাঁকে। কোন বিচার নেই, কোন ভেদাভেদ নেই, কোন গণ্ডীও নেই। তাঁকে দেখার জন্য শুধু প্রয়োজন হ'ল—মনুষ্যদেহ, আর কিছুই না।

যারা দেখেছে তাঁকে তাদের মধ্যে কতই না পার্থক্য! বয়সে, বিদ্যায়, বিভবে—এদের মধ্যে কতই প্রভেদ। একজনের ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে আর একজনের অনুভূতির কোন মিল নেই। তবু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই স্থাপিত হয়েছে ঐক্য,—বহুত্বের মধ্যে ফুটে উঠেছে একত্ব ; আর সে একত্বের যোগমূর্তি হ'ল—তাঁর রূপ! সসীম ব্যক্তিসত্বা ব্যাপ্ত হয়েছে অসীম আত্মিক চৈতন্যে। ব্যষ্টির গণ্ডী ছেড়ে তিনি ছড়িয়ে পড়েছেন সমষ্টিতে—জগতের মনুষ্যজাতির মধ্যে। অনুকূল ক্ষেত্র পেলে তাঁর রূপ ফুটে উঠছে। 'একোঽহম্ বহুঃ স্যাম্'—একথা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তিনি এক, আবার তিনি বহু। ব্যবহারিক জগতে তিনি বহু, আবার আত্মিক জগতে তিনি এক। 'স একঃ'। মানুষের অন্তরে উদয় হয়ে মানুষকে একথা বলার অধিকার তিনি দিয়েছেন যে—'আমিও সেই ব্রহ্ম'। "অহং ব্রহ্মাস্মি!"

'শিব ঐক্য বন্ধনে'। এই ঐক্য বন্ধন কি তা আজ আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করছি। ঈশোপনিষদ বলেছেন-"সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ" আর "হিরণ্ময়কোষস্থ ব্রহ্ম।" সক্রেটিস বলেছেন—"Absolute Equality" and "Abstract Equality"। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—"One"and "Oneness"। মনুষ্যজাতির মধ্যে একত্বের যে বহু আকাঙ্ক্ষিত চিত্র মহাপুরুষেরা মানসনয়নে এঁকে গেছেন আমরা দেখছি সেই একত্বের বাস্তব সূচনা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥"

বহু শতাব্দী পূর্বে রচিত উপনিষদের ঋষির বন্দনা গান আজ ধ্বনিত হচ্ছে হাজার হাজার নরনারীর কণ্ঠে যারা তাঁকে দেখছে। আমরা নিঃসন্দেহে অতি ভাগ্যবান। যে ভারতবর্ষে সাংখ্যদর্শনে একদিন লেখা হয়েছিল—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ" সেই ভারতবর্ষে তা'র বিপরীত ধ্বনি করে আজ বলবার সময় এসেছে—"ঈশ্বরঃ সিদ্ধঃ সপ্রমাণম্"। আর সে ঈশ্বর হচ্ছেন জীবিত মানুষ। মানুষই ঈশ্বরে পরিবর্তিত হন, আর তার প্রমাণও দেয় মানুষ, তথা জগৎ।

মানুষ কি ভাবে ঈশ্বরে পরিবর্তিত হন তার প্রাঞ্জল ধারাবাহিক বিবরণ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিবৃত্ত ছিল অস্পষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এ সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তাঁর এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থের রচনাকাল এপ্রিল ও মে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। কোন অবসর গ্রহণ না করে, দৈনন্দিন জীবন যথারীতি যাপন করেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; সময় লেগেছিল সাত সপ্তাহ। এই গ্রন্থের "গোড়ার কথার" ইংরাজী সংস্করণ 'Religion and Realisation' by 'Diamond Picked up in the Street' এই নামে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বাঙলা গ্রন্থটি তিনটি ভাগে সম্পূর্ণ হবে। আপাতত প্রথম ভাগ প্রকাশিত হ'ল। আমাদের বিশ্বাস এই গ্রন্থ মনুষ্যজাতির ধর্মজীবনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় বলেই স্বীকৃত হবে।

বিনীত—

জিতেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ.

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতবাণীর যৌগিক রূপ

(দেহতত্ত্বে ব্রহ্মবিদ্যায় অবতার-লীলায় সচ্চিদানন্দ-চিৎ-ঘন-কায়-বিগ্রহ ঠাকুরের কৃপার কাহিনী)

"কুড়িয়ে-পাওয়া মাণিক—"

মাণিক কুড়িয়ে পাওয়া যায়, কিনতে মেলে না। রত্ন অমূল্য।

বিদ্বতে বস্তু—বিবিদিষায় নয়।

সচ্চিদানন্দের কৃপায় সচ্চিদানন্দ লাভ।

সাধন করে সচ্চিদানন্দ লাভ করা যায় না।

"আত্মা যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন, তবে মুক্তি।"

●

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ জয়তি

গোড়ার কথা

"আমার এসব কথা বলায় কিছু অপরাধ হচ্ছে কি, মা? না, অপরাধ কেন হবে! আমি ওদের ভক্তি বিশ্বাস বাড়বে ব'লে বলছি—"

ধারণা অনেকের, অনুভূতির কথা বললে অপরাধ হয়।

ঠাকুরের পাঁচখানি কথামৃত ঠাকুরের দেহে 'মায়ের' লীলার কাহিনী।

এর অপর নাম—শরীরে শ্রীভগবানের প্রকাশ।

দেহেতে শ্রীভগবান।

তিনি কৃপা করে প্রকাশ হন। এই প্রকাশ হওয়াকে 'লীলা' বলে। এর অপর নাম সত্যের প্রতিষ্ঠা বা স্বয়ম্ভু আত্মার (পাতাল-ফোঁড়া শিবের) স্বতঃ স্ফুরণ। সত্য স্ফুরিত হয় প্রচারের জন্য। 'চাপরাস' বা 'আদেশ' প্রাপ্তির পর এই প্রচার। 'চাপরাস' লিখিত দলিল। শ্রীভগবান (ঠাকুর) দেখান। 'আদেশ' দু প্রকার। ১ম—মূর্তি ধারণ করে সচ্চিদানন্দ বলেন। ২য়—মাথার মধ্যে দৈব বা আকাশবাণী। আরও দু'রকম দৈববাণীর কথা ঠাকুর বলেছেন—শিশুর মুখ দিয়ে কিংবা পাগলের মুখ দিয়েও দৈববাণী হয়।

ঠাকুরের দেহে আত্মার প্রকাশ। সেই প্রকাশের কাহিনীর নাম ভাগবত। সেই ভাগবত তিনি বলেছিলেন। এই ভাগবত প্রচারে কোন অপরাধ হয় না। তিনি নিজেই একথা বলেছেন। এতে অপরের ভক্তি বিশ্বাস বাড়ে।

'গোপন'—অষ্টপাশের একটি পাশ। গোপনের জন্য সত্যের প্রতিষ্ঠা বা আত্মিক স্ফুরণ হয় না। তাঁর (শ্রীভগবানের) দরকার হলে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দেন। তাঁর দরকার, দেহেতে তাই সচ্চিদানন্দগুরু লাভ, আত্মার প্রতিষ্ঠা, শ্রীভগবানের লীলা, চাপরাস লাভ, ভাগবত প্রচার।

"ব্রহ্মজ্ঞানের পরও যারা সাকারবাদী, তারা লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি ও

ভক্ত নিয়ে থাকে। যেমন কুম্ভ পরিপূর্ণ হ'ল, অন্য পাত্রে জল ঢালাঢালি ক'রছে।"

"এরা যে সব সাধন করে ভগবানকে লাভ করেছে, সেই সকল কথা লোকশিক্ষার জন্য বলে—তাদের হিতের জন্য।"

ঠাকুরের বাণী—এতে অপরাধ হয় না।

"কারু কারু সাধন না করে ঈশ্বর লাভ হয়, তাদের নিত্যসিদ্ধ বলে। যারা জপতপাদি সাধন করে ঈশ্বর লাভ করেছে, তাদের বলে সাধনসিদ্ধ। আবার কেউ কৃপাসিদ্ধ—যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, প্রদীপ নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়।"

"আবার আছে হঠাৎসিদ্ধ—যেমন গরীবের ছেলে বড় মানুষের নজরে পড়ে গেছে। বাবু তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে—সেই সঙ্গে বাড়ী-ঘর-গাড়ী-দাস-দাসী সব হয়ে গেল।"

"আর আছে স্বপ্নসিদ্ধ—স্বপ্নে দর্শন হ'ল।"

নিত্যসিদ্ধ

নিত্যসিদ্ধ দু' প্রকার।

১ম—নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি অবতারাদি।

২য়—ঈশ্বরকটি নিত্যসিদ্ধ।

(১) নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি অবতারাদি

সব মতের সাধনই এই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি অবতারের হয়। এঁদের একাধারে পূর্ণভাবে পঞ্চসিদ্ধি স্ফূর্ত হয়—অর্থাৎ এঁরা পঞ্চসিদ্ধ।

বেদমতের সাধনই শ্রেষ্ঠ। বেদমতের সাধন—পঞ্চকোষের সাধন।

পঞ্চকোষ—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ আর আনন্দময় কোষ।

অন্নময় কোষ—স্থূলদেহ।

প্রাণময় কোষ—তিন ভূমি—লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি।

অনুভূতি—"আলেখ্ লতার জল পেটে পড়লে গাছ হয়।"—ঠাকুর। 'আলেখ্ লতা'—অলক্ষ্যে দেহকে যে আত্মা ওতপ্রোতভাবে লতার মতন জড়িয়ে আছেন। তিনি দেহ থেকে কৃপা করে মুক্ত হয়ে, পেটের দক্ষিণ দিকে স্বচ্ছ নীলাভ জলে, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাকিরণে জড়িত হয়ে দেখা দেন।....

মনোময় কোষ—চতুর্থভূমি—হৃদয়।

অনুভূতি—জ্যোতিদর্শন। যে দিকে চাওয়া যাবে সেই দিকেই জ্যোতিদর্শন। একটা গাছের ডালের দিকে নজর পড়ল, ডালের ভিতর পারা কিংবা রূপা গলার মতন দেখা গেল। ঠাকুর মায়ের ঘরে পূজা করছেন —মা দেখিয়ে দিলেন—সমস্ত চিন্ময়, জ্যোতির্ময়।

বিজ্ঞানময় কোষ—পঞ্চমভূমি, ষষ্ঠভূমি এবং সপ্তমভূমির কিয়দংশ। বিজ্ঞানময় কোষ—বিশেষরূপে জ্ঞান হচ্ছে—'আমি কে ?'

পঞ্চমভূমির অনুভূতি—অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি। দ্রষ্টা নিজে নিজেকে আধখানা মেয়েছেলে আর আধখানা বেটাছেলে দেখতে পান—চোখ বুজে নয় —চোখ খুলে, অবাক হয়ে। দিন দুপুরে—কট্‌কট্ করছে সূর্যের আলো।

"তাই সচ্চিদানন্দ প্রথমে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণ করলেন।"

সচ্চিদানন্দ—আত্মা—ভগবান—ব্রহ্ম !

সচ্চিদানন্দ দেহেতে। তিনি দেহ থেকে মুক্ত হয়ে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণ করেন। ভক্ত দেখেন। অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তির দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হল—সচ্চিদানন্দগুরুর মূর্তি অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে দেখা যায়। প্রথম স্তরের অনুভূতি দ্রষ্টার শরীরে বর্তায়। দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি দ্রষ্টার কারণশরীরে।

ষষ্ঠভূমি—ভ্রূ-মধ্যে।

প্রথম দ্বিদল পদ্ম—চক্ষু হতে দুটি চক্র বেরিয়ে ভ্রূর ওপর এসে এক হয়ে যায়। এই এক হওয়াকে বলে—তৃতীয়নেত্র বা জ্ঞানচক্ষু। এই জ্ঞানচক্ষুর মধ্যে জ্ঞানের মূর্তি দেখা যায়—যথা বুদ্ধমূর্তি। এ অবস্থায়ও দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি আছে। সচ্চিদানন্দগুরুর শরীরে জ্ঞানচক্ষু বা ত্রিনেত্র পরিস্ফুট হয়, আর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি ও কল্পতরু দেখতে পাওয়া যায়।

তারপর, দিনদুপুরে খোলা চোখে নৃত্যপরা রহস্যময়ী মায়ামূর্তি দর্শন। অপূর্ব নারীমূর্তি—অপূর্ব দর্শন! এই নারীমূর্তি—দূরে নয়, অতি নিকটে দর্শন হয়। ইনি কৃপা করে দ্বার খুলে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান বা সপ্তমভূমিতে প্রবেশ হয়।

এই নারীমূর্তির গায়ের রং—স্নিগ্ধ ঘাসফুলের রং। বসন—ফিকে নীলাম্বরী। নাসায় নীল পাথরের বেশর। দৃষ্টি ভূমিতে আনত এবং আবদ্ধ। ভ্রূ-মধ্যে হাতের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে নৃত্যপরা। নৃত্য ধীর। মূর্তিতে আনন্দ যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে উচ্ছলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ইনি রহস্যময়ী মায়ামূর্তি। আনত ও আবদ্ধ দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিলেন—মায়া রহস্যময়ী। অনুভূতির দ্বারা মায়ার রহস্য ভেদ হয়। জীবন-মৃত্যু রহস্য ভেদ হলে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।

সপ্তমভূমি—শিরোমধ্যে।

এই সপ্তমভূমিতে আত্মার সাক্ষাৎকার হয়।

"কেউ এসে বলবে,—'এই—,এই—'!"

এ 'কেউ' হলেন সচ্চিদানন্দগুরু। তিনি কথা কন এবং আত্মাকে দেখিয়ে দেন। তারপর অদৃশ্য হয়ে যান। এ সমস্ত দর্শন মাথার ভিতরেই হয়।

এই আত্মার সাক্ষাৎকারের পর ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণ। শেষে 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা'—এই বোধ হয়। এই হ'ল বিজ্ঞানময় কোষ—অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞান হ'ল নিজের স্বরূপের। সমাধির আরম্ভ এবং এক প্রকার সমাধি।

আনন্দময় কোষ—অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে অবস্থান। সচ্চিদানন্দ লাভ।

"বাবা, সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছুই হ'ল না।"

গাঢ় সমাধি অবস্থায় অনুভূতি হয়। ভাষার দ্বারা বর্ণনা করা যায় না।

"ঘি কেমন? না, ঘি যেমন।"

"পাঁচ বছরের শিশুকে রমণ-সুখ বোঝান যায় না।"

(২) ঈশ্বরকোটি নিত্যসিদ্ধ

এঁরাও দৈবী মানুষ, তবে অবতার নন। এঁদের বেদমতে পঞ্চকোষের সাধন হয় না। এঁদের কেউ অখণ্ডের ঘর, কারও বা উঁচু সাকারের ঘর।

"নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর।"

"রাখালের উঁচু সাকারের ঘর।"

কৃপাসিদ্ধ

কৃপাসিদ্ধের দুই অবস্থা।

"হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে প্রদীপ নিয়ে গেলে, একক্ষণে আলো হয়ে যায়।" আত্মা কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে দর্শন ও শিক্ষা দেন। এই হ'ল প্রথম অবস্থা।

দ্বিতীয় অবস্থা—"তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে বলবেন—তবে জান্‌বি ঠিক হয়েছে।"

স্বস্বরূপ দেহ থেকে বেরিয়ে বলেন, "তোর ওপর ভগবানের কৃপা আছে।" তবে পূর্ণ কৃপাসিদ্ধ হয়। মনে চিন্তার বিষয় নয়। সাক্ষাৎকার, অনুভূতি ও শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণীসাপেক্ষ।

হঠাৎসিদ্ধ

এগার বছর বয়সে আনুড় গ্রামে ৺বিশালাক্ষী দেবী দর্শনে যাবার সময় মাঠের মাঝে ঠাকুরের জ্যোতিদর্শন করে সমাধি। এগার বছরের পাড়াগাঁয়ের ছেলের মনে কল্পনায় এ অনুভূতির কথা কখনও উদয় হয় নি, কিংবা, অপরের কাছেও কখন শোনেনি। কৃপাসিদ্ধও হঠাৎসিদ্ধ। হঠাৎ একদিন সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা করেন।

পথ দিয়ে একজন লোক চলে যাচ্ছেন। তিনি একটি মাণিক কুড়িয়ে পেলেন। এই হঠাৎসিদ্ধের অবস্থা।

যিনি মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছেন, তিনি ত জানেনই। এইখানেই

এর শেষ নয়। মাণিক নিজেই প্রচার করেন মাণিক কুড়িয়ে পাওয়ার কথা। অন্তরঙ্গ কেউ দেখে বললে, "আমি দেখেছি আপনি মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছেন।" আবার দর্শনের প্রমাণস্বরূপ দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ দেখে বলবে, "আপনি অমূল্য রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছেন।" তবে ষোল আনা হবে।

ঠাকুরের হঠাৎসিদ্ধের উপমা—"গরীবের ছেলে বড় মানুষের নজরে পড়ে গেছে। বাবু তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে—সেই সঙ্গে বাড়ী-ঘর-গাড়ী-দাস-দাসী সব হয়ে গেল।"

"বাবু"—শ্রীভগবান।

"মেয়ে বিয়ে দেওয়া"—দেহের মধ্যে ভাগবতী তনু।

"বাড়ী"—ভূমি বা চক্র। 'সাততলা'।

"ঘর"—প্রতি স্তরের অনুভূতি।

"গাড়ী"—কুণ্ডলিনীর উর্ধ্বগতি।

"দাস"—ইন্দ্রিয়গণ দাস।

"দাসী"—মায়াদাসী।

স্বপ্নসিদ্ধ

"স্বপ্নসিদ্ধ যেই জন, মুক্তি তার ঠাঁই।"

শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রথম স্বপ্ন দেখেন 'কাপ্তেন'—চিরপ্রণম্য শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপালের মহারাজার কন্সল (Consul)।

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ী। বেলতলার দিকে দরজা। দরজার বাইরে গোবরের স্তূপ। স্তূপের উপর বিরাট পদ্ম। ঠাকুর পাশে দাঁড়িয়ে, পদ্মফুলটি দেখাচ্ছেন 'কাপ্তেন'কে।

শ্রীভগবান দেখিয়ে দিলেন তাঁর লীলার কাহিনী এ যুগে।

'পদ্মফুল'—সহস্রার।

'গোবরের স্তূপ'—দেহ—সংসার।

চারিদিকে কামিনীকাঞ্চন, ভোগের বিপুল আয়োজন, বিকট আস্ফালন। তারই মাঝে তবুও ফুটবে সহস্রার-পদ্মফুল। তাঁর ইচ্ছা!

রামবাবু স্বপ্নে ঠাকুরের নিকট মন্ত্র পেয়েছিলেন। তার পরদিন সকালে দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন, "স্বপ্নে মন্ত্র দিয়েছেন।" ঠাকুর বসেছিলেন ; উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে লাগলেন আর বললেন, "স্বপ্নসিদ্ধ যেই জন, মুক্তি তার ঠাঁই।"

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে স্বপ্নতত্ত্বের কথা আছে। জাগ্রত অবস্থার অনুভূতির চেয়ে স্বপ্নের অনুভূতি শুদ্ধতর।

যোসেফ্ (Joseph) মিশরে ফ্যারোয়ার (Pharaoh) স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন। মসেস্‌কে (Moses) শ্রীভগবান বলেছিলেন, "আমি এর পর সাক্ষাৎকার হয়ে কথা বলবো না, স্বপ্নে আদেশ দেব।" বৌদ্ধযুগে পালিগ্রন্থে শ্রীশ্রীভগবান বুদ্ধের প্রথম জীবনে স্বপ্নের বহু কাহিনী আছে। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট (Old Testament) স্বপ্নতত্ত্বে পূর্ণ। নিউ টেষ্টামেণ্টেও (New Testament) বহু স্বপ্নতত্ত্বের কথা পাওয়া যায়।

মহম্মদ স্বপ্নে সাত ঘোড়ার গাড়ী করে খোদাতাল্লার কাছে যেতেন আর তাঁর আদেশ এবং উপদেশ গ্রহণ করতেন।

শ্রীরামানুজ স্বপ্নে আদেশ পেয়ে দিল্লীর সম্রাটের প্রাসাদ থেকে বিগ্রহ মূর্তি এনেছিলেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছিলেন। "স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া বহু ভাগ্যে হয়"—ঠাকুর।

মহাপ্রভু সেই মন্ত্র কেশব ভারতীর কানে প্রদান করে আবার সেই মন্ত্রই গ্রহণ করেছিলেন। স্বপ্নে মন্ত্র পেলে আর মন্ত্র নিতে নেই। মানুষের দেহে, অন্তরে, শ্রীভগবান আছেন। তিনি কৃপা করে অন্তরে ফুটে উঠলেন—স্বপ্নে বাণীরূপে, অর্থাৎ তাঁকে তিনি ধারণ করলেন ঐ শব্দের দ্বারা (নাদ)। শূন্যতত্ত্ব থেকে শব্দতত্ত্ব—নাদ। মন্ত্র—শব্দ—নাদ। নাদের 'খেই' পাওয়া—এ মন্ত্র ধরে গেলে নাদ ভেদ হবে। "শেকলের পাব্ ধরে ধরে গিয়ে জলের ভিতর নোঙর পাওয়া যায়"—ঠাকুর।

মহাপ্রভু গম্ভীরায় শেষাশেষি স্বপ্নে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, নৌকাবিহার, বনবিহার, ইত্যাদি অনুভূতি করেছিলেন। স্বপ্নে আত্মা

শ্রীকৃষ্ণরূপে মহাপ্রভুর দেহমধ্যে প্রকট হয়ে এই রকম লীলা করেছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত সমাপ্ত করেছেন শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্বপ্নের অনুভূতিতে। স্বপ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীবলরাম উভয়ে বিদ্যানিধি মহাশয়ের গালে আচ্ছা করে থাবড়া মেরেছিলেন। গাল ফুলে উঠেছিল। আংটিসমেত আঙুলের দাগ গালে ছিল। প্রভাতে শ্রীস্বরূপদামোদর এসে দেখেন বিদ্যানিধি মহাশয়ের গাল ফোলা আর গালে আংটিসমেত আঙুলের দাগ। ধন্য পুণ্ডরীক! শত শত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আমার এবং সারা জগতের। 'ভাগবত—ভক্ত—ভগবান'—তিনই এক। তোমার জীবনই তার প্রমাণ।

শ্রীতুকারামের জীবনী বিঠোবার (তুকারামের গৃহদেবতা) স্বপ্ন-লীলার কাহিনীতে পূর্ণ। স্বপ্নে বিঠোবা তুকারামকে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে বরণ করেছিলেন, সাধন শিক্ষা দিয়েছিলেন, দোঁহা লিখতে শিখিয়েছিলেন আর তুকারামের জীবনে প্রায় সব কাজে নির্দেশ দিতেন।

স্বপ্নসিদ্ধ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠাকুর আবার প্রাণদান করে প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাষ্টার মহাশয়কে ঠাকুর বলছেন, "যদি স্বপ্নে আমায় উপদেশ দিতে দেখ, জানবে সে সচ্চিদানন্দ।"

সচ্চিদানন্দ—আত্মা—ভগবান—ব্রহ্ম 'চিৎ-ঘন-কায়' মূর্তি ধারণ করে, দেহ থেকে মুক্ত হয়ে দেহীর প্রতি কৃপা করেন।

"বাপে ধরেছে ছেলেকে।"

রামবাবু, মাষ্টার মহাশয়, বাবুরাম মহারাজ (পূজ্যপাদ ৺স্বামী প্রেমানন্দ) এবং আরও কয়েকজন ঠাকুরকে স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে লাভ করেছিলেন। তাঁরা ভাগ্যবান। আমাদের চিরপ্রণম্য।

জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি* ও তুরীয়†—এই চার অবস্থাতেই ঈশ্বরের

---

* 'সুষুপ্তি—গাঢ় নিদ্রা। সুষুপ্তিতে প্রবেশের পথে, আবার সুষুপ্তি থেকে বাইরে নামার পথে দুই অবস্থাতেই স্বপ্নে অনুভূতি হয়।

† তুরীয়ের প্রতীক হ'ল কুয়াসা।

বহুবিধ রূপ ও ভাব অনুভূতি হয়। কোন ভাগ্যবান জাগ্রত অবস্থায়, ধ্যানে, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে এবং তুরীয় অবস্থায়ও শ্রীভগবানের লীলা দেখেন। কেউ বা শুধু ধ্যানে, স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে দর্শন করেন। কারু বা ধ্যানে আর স্বপ্নে দর্শন হয়। কারু বা শুধু স্বপ্নে—দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, সচ্চিদানন্দগুরু লাভ থেকে আরম্ভ করে, জ্যোতিদর্শন করে সমাধিলাভ, অবতারতত্ত্ব পর্যন্ত সমস্ত স্বপ্নে অনুভূতি হয়। অবশ্য সমস্তই ঠাকুরের কৃপায়।

স্বপ্নসিদ্ধ একাধারে পঞ্চসিদ্ধ। তাঁর স্বপ্নে সাক্ষাৎকার হচ্ছে, অতএব তিনি স্বপ্নসিদ্ধ। এই স্বপ্ন হঠাৎ হয়, অতএব তিনি হঠাৎসিদ্ধ। কৃপা ব্যতীত এই দেবস্বপ্ন কেউ দেখেন না, অতএব তিনি কৃপাসিদ্ধ। আবার স্বপ্নসিদ্ধ নিত্যসিদ্ধও বটে; শুদ্ধ সংস্কার ও প্রারব্ধ না থাকলে স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয় না। সচ্চিদানন্দগুরু লাভ না হলে সাধন হয় না। আবার স্বপ্নসিদ্ধ সাধনসিদ্ধ বা ধ্যানসিদ্ধও হন। সচ্চিদানন্দগুরু তাঁকে দিয়ে সাধন করান এবং সাক্ষাৎকার হয়ে বলেন, "তুমি ত ধ্যানসিদ্ধ"। সাধনসিদ্ধ হওয়া সুকঠিন—অবশ্য যাঁরা বিবিদিষায় শ্রীভগবান লাভ করতে চান তাঁদের পক্ষে। সাধক এই সময় দেখতে পান ও বুঝতে পারেন—বাঁকা নদী ঘুরে গন্তব্যস্থানে গিয়েছে।

এই সিদ্ধ হওয়ার পরিমাণ আছে। আত্মা দেহ থেকে যতটুকু পরিমাণ মুক্ত হন, ততটুকু তাঁর অনুভূতি হয়। তাই ঠাকুরের—এক আনা, দু আনা, চার আনা, আট আনা, বার আনা—এই আনার পরিমাণ। ঠাকুর মাষ্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছেন, "আমার ক'আনা জ্ঞান হয়েছে?"

স্বপ্নে সর্বাঙ্গীণ সমস্ত সাধন হওয়া আর এই রকম অনুভূতি হওয়া—জগতে ঠাকুরের যুগে প্রথম।

সাধনসিদ্ধ বা ধ্যানসিদ্ধ

চণ্ডীদাস বলেছেন, "কোটিতে গুটি।"

রামপ্রসাদ বলেছেন, "ঘুড়ি লক্ষের দুটো একটা কাটে, তুমি হেসে দাও মা হাত-চাপড়ি।"

ঠাকুর বলেছেন, "বহু কষ্টে কেউ বা সাধন করে তাঁকে লাভ করেছে।" ঠাকুর 'অস্তি-জ্ঞানে' কথা বলতেন। তাই স্বামিজীকে বলছেন, "দুটো আছে—অস্তি আর নাস্তি, তুমি অস্তিটাই নাওনা।" ঠাকুর 'না' জানতেন না। যেখানে তিনি "তত সোজা নয়", "বহু কষ্টে", "কঠিন" ইত্যাদি কথা বলেছেন সেখানে সে বাক্যের অর্থ 'না'—অর্থাৎ হয় না।

শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীভগবানের দর্শন—চেষ্টায় নয়।

বিদ্বতে বস্তুলাভ—বিবিদিষায় নয়।

সাধনসিদ্ধ হয় না।

তবে আপ্রাণ সাধন করতে করতে সাধক শ্রীভগবানের কৃপা পেয়ে যেতে পারেন।

"অনেক ফুল চুষে একটু মধু", —ষষ্ঠভূমি—উন্মনা-সমাধি।

ধ্যানসিদ্ধ হলে শ্রীভগবান সাক্ষাৎকার হয়ে বলেন, "তুমি ত ধ্যানসিদ্ধ।"নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি অবতারের হয়। নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটির ধ্যান করতে বসলেই মন অখণ্ডে লীন হয়ে যায়।

ঠাকুর বলেছেন, "নরেন ধ্যানসিদ্ধ।"

তিনি আরও বলতেন, "ধ্যানসিদ্ধ যেই জন, মুক্তি তার ঠাঁই।"

... .

সুন্দর বাগান। অপরূপ সৃষ্টি। বর্ণনা অসাধ্য।

চমৎকার বাড়ী। ছবি অত সুন্দর নয়। বাড়ীর আকার গোলাকার। খুব উঁচু ভিতের উপর বাড়ীটি। চারিদিকে বারাণ্ডা। বারাণ্ডা সুসজ্জিত —নিপুণতা ও রুচির আদর্শ।

বৃহৎ একখানি ঘর বারাণ্ডার মাঝে। ঘরখানি কল্পনার ইন্দ্রসভা। ঘরের মাঝে অতি সুন্দর একখানি খাট—আর খাটে অতি সুন্দর একটি বিছানা।

বিছানায় শুয়ে আছেন বাবু। মাথায় তাকিয়া। দেখিলেই বোধ হয় তিনি ষোল আনা বাবু।

আকার—মাঝামাঝি স্থূল।

মুখটি ছাড়া সমস্তই সাদা চাদরে ঢাকা।

মেঝেতে বৃহৎ গড়গড়া ও নল। ভাষা নেই—গড়গড়া ও নলের অপরূপত্ব বর্ণনা করি।

নলটি বাবুর মুখে। শুধু লাগান আছে।

মুখটি অতি নিখুঁতভাবে কামান।

বাবুর মুখের রঙটি 'মাদাম্ টুসো'র মোমের পুতুলের রঙ।

বাবু বয়স্ক।

তিনি নীরব।

নয়ন মুদ্রিত।

স্বপ্নদ্রষ্টা করজোড়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে।

দৃষ্টি—বাবুর শ্রীমুখে গাঢ়ভাবে আবদ্ধ।

ঘর নীরব—স্তব্ধ।

অনেকক্ষণ কাটল।

স্বপ্নদ্রষ্টা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বারাণ্ডায়। বারাণ্ডার কোলে অনেকগুলি সিঁড়ি। সিঁড়ির কোলে ছবির মত রাস্তা। স্বপ্নদ্রষ্টা সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন।

রাস্তা সোজা।

রাস্তা দিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টা খানিকটা গিয়ে দেখলেন বাগানের ফটকের দ্বার।

ফটকের দ্বারে লোহার দণ্ড এবং দণ্ডের মাথায় গোল চক্র সারিসারি পোঁতা আছে। পথ রুদ্ধ। সামনে জগতের রাস্তা—রুদ্ধ পথের সামনে।

স্বপ্নদ্রষ্টার শরীরে বিশেষ শক্তি। তিনি একটানে চক্রসমেত একটি দণ্ড তুলে ফেললেন। জগতের রাস্তার সঙ্গে বাগানের রাস্তা এক হয়ে গেল। চক্রসমেত দণ্ডটি স্বপ্নদ্রষ্টার হাতে রয়ে গেল, আর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল........।

২৬ বা ২৭ বছর আগে এই স্বপ্ন দেখে স্বপ্নদ্রষ্টা শ্রীশ্রীঠাকুরের উপমা-গুলির দেহতত্ত্বে ব্রহ্মবিদ্যায় অবতারলীলায় যৌগিক রূপের অনুভূতি করতে আরম্ভ করেন।

ঠাকুরের বায়বীয় শরীর। বাতাসের ওপর রেখাপাত মাত্র। তিনি বলছেন, "আমায় শুনিয়ে খাইয়েছিস ?" এই বাণী শোনামাত্র দ্রষ্টার মনে হল—লিখে খাওয়াতে বলছেন। মন ভারি হয়ে উঠল। দ্রষ্টা ব্যাজার হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "দলিল কোথায় ?" তিনি দ্রষ্টার চেয়ে চারগুণ চেঁচিয়ে বললেন, "ঐ মহিন্দর মাষ্টারের কাছে"—আর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন দূরে মাষ্টার মহাশয়কে। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।........

দ্রষ্টা বুঝলেন তাঁকে ঠাকুরের অমৃতবাণীর যৌগিক রূপ বর্ণনা করতে আদেশ করছেন।

....

ঘরটি ছোট। থাকা সেখানে। বার তেরটি বন্ধুর সঙ্গে সেখানে নিত্য কথামৃত পড়া—প্রায় সর্বক্ষণ—সকাল, দুপুর, বিকাল, রাত্রি—পাঁচ বছর যাবৎ—১৯৪৩ জুলাই থেকে ১৯৪৮ জুলাই মাস পর্যন্ত।

বন্ধুগুলি বহুকালের পরিচিত—২৫ বছর আগে থেকে, এমন কি কেউ কেউ তার চেয়েও বেশী—মাত্র দুটি ছাড়া। তাঁদের একটি স্বপ্নে আদেশ পেয়ে এসেছেন এবং আর একটি তাঁর সাথী।

এঁদের সকলকার স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়েছে।

স্বপ্নে, ধ্যানে, Tranceএ ('নিদ্রার আবেশে'—চণ্ডীদাস) নানা রকম অনুভূতি হয়েছে।

ঠাকুর কৃপা করেছেন এই বন্ধুগুলিকে।

দেখিয়েছেন—তাঁর কৃপায় গোবরে পদ্মফুল ফোটে।

এঁরা সিদ্ধ পুরুষ।

ভারি মজা করে ঠাকুর এঁদের অবস্থা জানিয়েছেন।

একজনের অবস্থা আর একজনকে জানিয়েছেন, আবার দ্বিতীয়ের অবস্থা জানিয়েছেন তৃতীয়কে—স্বপ্নে।

আবার কেউ নিজের অবস্থা নিজে দেখেছেন,—স্বয়ংবেদ্য।

একজন স্বপ্নে দেখছেন—আর একজন সাততলা বাড়ীর সাততলার ঘরের মধ্যে বসে সমাধিস্থ।

আবার কেউ স্বপ্নে সহস্রারে জ্যোতিদর্শন করে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন —নিজেই দেখছেন।

....

কথামৃত পড়বার সময় খুব ঠাকুরের বাণীর যৌগিক রূপের কাহিনী বলা হত। এই রূপগুলির অর্থবোধ হয়েছিল ঠাকুরের কৃপায় স্বপ্নে আর অনুভূতিতে। একটা উদাহরণ ঃ—

"সূর্যের কিরণ মাটিতে পড়লে এক রকম, জলে পড়লে আর এক রকম, আবার আয়নায় পড়লে অন্য এক রকম।"

এই ছোট ঘরে ঠাকুর এর রূপ দেওয়ালেন—দেহে সর্বত্র ব্যেপে শ্রীভগবান আছেন। এই হ'ল—'মাটিতে পড়লে এক রকম।' শ্রীনারায়ণ ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত।

কারণশরীরে ভাগবতীতনু ইষ্টমূর্তি ধারণ করেন কিংবা নানাবিধ দেবদেবীর মূর্তিতে দেখা দেন। এই হ'ল—'জলে পড়লে আর এক রকম।'

সহস্রারে সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা করে আত্মাসাক্ষাৎকার করান, তখন আবার অন্য রকম,—'আয়নায় পড়লে অন্য এক রকম।'

....

কথামৃত পড়া এখন ঢিলে হয়ে গেছে। সেও স্বপ্নে জানতে পারা গিয়েছিল।

একটি বন্ধু স্বপ্ন দেখছেন একটি পরিচিত বন্ধুর মূর্তিকে। সেই মূর্তি তাঁকে বলছেন, "আর কথামৃত পড়তে পারি না।"

ঠাকুর কৃপা করে এই লিখে খাওয়াতে আদেশ করেছেন।

এই 'লিখে খাওয়াবার' আদেশের আগে তিনটি বন্ধুতে লেখা সম্বন্ধে কতকগুলি স্বপ্ন দেখেছিলেন।

একজন স্বপ্ন দেখলেন—তিনি ট্রেনে করে চলেছেন, ট্রেনে অনেক লোক। তাদের সঙ্গে হরিকথা হ'ল। দ্রষ্টার হাতে একটি পেন্সিল। শেষ স্টেশনে ট্রেন থামতে দ্রষ্টা নেমে গেলেন। হাতে কিছু নেই। প্ল্যাট্ফর্মের

দিকে তিনি যাচ্ছেন। একটি লোক ট্রেন থেকে নেমে ছুটে এসে হাতে একটি পেন্সিল দিয়ে গেল। পেন্সিলটি হাতে রইল—স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই স্বপ্নের অর্থ আগে বোঝা যায় নি। লেখবার স্বপ্নের আদেশের অর্থ বোঝা গেল।

একটি সন্ন্যাসী বন্ধু (পূর্বে কথিত ১২।১৩ জনের মধ্যে একজন) স্বপ্নে দেখলেন—আমাদের আর একটি বন্ধু তাঁকে বলছেন, "কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হোক—নূতন কাকেও কাছে আসতে মানা।"

আবার এই সন্ন্যাসী বন্ধুটি স্বপ্ন দেখলেন—একটি মূর্তি বিছানায় বসে লিখছেন। তিনি কাছে আসতে ইতস্তত করছেন। তাঁর মনে উদয় হ'ল—ইনি ত আমাদের আপনার লোক—এঁর কাছে যেতে কিসের ভয়?

আর একটি দূরের বন্ধু স্বপ্ন দেখলেন—"যা হবার তা হয়েছে—এখন নূতন করে ঠাকুরের কাছে কবুলতি দিতে হবে।"

এই তিনটি স্বপ্নের সম্পূর্ণ অর্থ আগে বোঝা যায় নি।

লেখার আদেশের স্বপ্নে বোঝা গেল।

ঠাকুরের—'আখ্যার তাই ব্যাখ্যা'।

ঠাকুর কৃপা করে গ্রহণ করুন।

ঠাকুরের দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত—অপরের মুখ থেকে—এই লেখা বন্ধ রইল। (১০ই এপ্রিল, ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ)

১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৯—

সাত দিন লেখা বন্ধ ছিল।

১২।১৩ জন বন্ধুর মধ্যে তিন জন আপত্তি করেছিলেন।

স্থির হ'ল—দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত, লেখকের মুখ থেকে নয়, অপরের মুখ থেকে—লেখা বন্ধ।

এই কথা হতে না হতেই সেই ঘরে একটি বন্ধু বললেন, "আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, এখনও বলা হয়নি, তাতে লেখার কথা আছে।"

তিনি স্বপ্নটি বললেন (তাঁর নিজের হাতের লেখা হ'তে স্বপ্নটি দেওয়া হ'ল):—

"২৫শে চৈত্র, শুক্রবার, ১৩৫৫ সাল। রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম—আমি ও তারাকাকা বিষ্ণুদার বাড়ীর চিলেঘরের মধ্যে পাশাপাশি বসে আছি। আমাদের সম্মুখে বেদীর ওপর শ্রী..............বসে ঠাকুরের বাণীর অংশ বিশেষ ব্যাখ্যা করছেন। ঠিক এই সময়ে দরজার দিকে উগ্র আলো দেখতে পেয়ে সেইদিকে চাইলাম। আলোর মধ্যে ঠাকুর শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেব। তিনি পাঠককে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমায় শুনিয়ে খাইয়েছিস?' ঠিক এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এবার কি লিখতে হবে?'

শ্রীশ্রীঠাকুর—'হাঁ'।

পাঠক—'দলিল কোথায়?'

শ্রীশ্রীঠাকুর—'মহিন্দর মাষ্টারের কাছে'।

এই সময় আমি যেন কি বলতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে ঠাকুরের পদতলে পড়ে গেলাম। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত অসাড় হয়ে পড়েছিলাম। সম্পূর্ণ দেহজ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম খুব ঘেমে গেছি। ওঁ শান্তি!"

বন্ধুর এই স্বপ্নটি প্রথম আদেশের সমর্থন (confirmation)।

এতে তৃপ্তিলাভ করা গেল না।

যাঁরা লিখতে প্রথম আপত্তি তুলেছিলেন, অন্তত তাঁদের একজনের মুখ থেকে আবার আদেশ শুনবার জন্য লেখা বন্ধ রইল।

রবিবার এই আপত্তি উঠেছিল। যিনি প্রথম আপত্তি তুলেছিলেন তিনি সোমবার এই স্বপ্নটি দেখেন:—

"স্থান—বাজার। বাজারের একটি দেওয়াল।

দেওয়ালে একটি বিশেষ মোটা টিনের নল। সেই টিনের নলের নীচে একটি বড় চৌকো টিনের পাত্র। ওপরের মোটা নল দিয়ে—সমস্ত

দুটি লোক ঐ টিনের পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁরা বন থেকে ঐ মধু আহরণ করে এনেছেন। নীচের ঐ বড় চৌকো পাত্রে একটি সরু রবারের নল লাগান আছে। ঐ সরু নল থেকে খুব জোরে ঐ মধু বাজারে বিতরণ হচ্ছে।"

'মধু'—চৈতন্যের প্রতীক।

স্বপ্নে মধুদর্শন—দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি—চৈতন্যদর্শন।

স্বপ্নের সমস্ত অর্থ বলা হ'ল না, কারণ এর ষোল আনাই ব্যক্তিগত।

এই স্বপ্নদ্রষ্টা আপত্তি তুলে দ্বিতীয় দিনে স্বপ্নটি দেখেন, চতুর্থ দিনে স্বপ্নটি আমাদের বলেন, আর ছ'দিনের দিন এসে বলেন, "এ স্বপ্নের অর্থ আমি বুঝেছি। এতে লেখবার আদেশ আছে,—স্বপ্নে জোরের সঙ্গে বিতরণ হচ্ছে মধু।"

দ্বিতীয় আপত্তিকারী বন্ধু এই স্বপ্নটি দেখলেন ঃ—

"একটি প্রশস্ত রাস্তা।

রাস্তাটি দ্বিতল—উপরতলা আর নীচেরতলা। রাস্তার অনেকগুলি উপগলি আছে। রাস্তার মাঝে আছে ফাঁক, উপরতলা থেকে নীচের তলা দেখা যায়; উপরতলা থেকে নীচেরতলার কথা শুনা যায়। স্বপ্নদ্রষ্টা উপরের রাস্তায় আর তাঁর সচ্চিদানন্দগুরু নীচের রাস্তায়। উভয়ে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা।

দুজনেই চলেছেন। রাস্তার মাঝে যে ফাঁক—সেই ফাঁক দিয়ে উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় এবং আলাপ হচ্ছে। সচ্চিদানন্দগুরু নীচের রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন স্বপ্নদ্রষ্টাকে, "তুই কোথায় রে?"

দ্রষ্টা—"আমি এই যে।"

সচ্চিদানন্দগুরু নীচের রাস্তা থেকে উপরের রাস্তায় এলেন।

উভয়ের মিলন হ'ল,—যেন পূর্বের ব্যবস্থা।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী—'শব্দার্থ আর মর্মার্থ।'

'উপরের রাস্তা'—শব্দার্থ।

'নীচের রাস্তা'—মর্মার্থ।

স্বপ্নটি ঠাকুরের শব্দার্থ আর মর্মার্থ কথার যৌগিক রূপ।....

তৃতীয় আপত্তিকারী বন্ধু ধ্যানে এইটি দেখেছেন ঃ—

"তিনি গাঢ় ধ্যানে মগ্ন। সমাধিস্থ।

সেই অবস্থায় দেখছেন—চাঁদ।

সেই চাঁদ গ'লে মাটিতে প'ড়ছে।"

ঠাকুরের কথা—'ভক্তি-চন্দ্র'।

সেই চাঁদ অর্থাৎ ভক্তি গ'লে পৃথিবীতে পড়ছে।

লেখার তিনটি আপত্তিকারী বন্ধু—তিনজনেই এই লেখা সম্বন্ধে দেখলেন—

১ম। মধুক্ষরণ—খুব জোরে।

২য়। শব্দার্থ আর মর্মার্থ।

৩য়। ভক্তিচন্দ্র গ'লে পড়ছে।

ঠাকুরের বাণীর যৌগিক রূপ।

তিনটি বন্ধুর এই দর্শনে ঠাকুর কৃপা করে তাঁদের সংশয় দূর করেছেন।

জয় ঠাকুর!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই 'রামকৃষ্ণ' নাম কে রেখেছিলেন? বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রকম বলেছেন। তাঁদের প্রণাম করি—তাঁরা আমার ঠাকুরের কথাই বলেছেন।

যে ভাগ্যবান ঠাকুরের কৃপায় শুদ্ধদৃষ্টি লাভ করে ঠাকুরকে 'রাম' এবং 'কৃষ্ণ' রূপে দেখেছিলেন, তিনিই ঠাকুরকে প্রথম রামকৃষ্ণরূপে পূজা করেছিলেন —তাই 'রামকৃষ্ণ'।

জটাধারী রামলালাকে ঠাকুরের দেহে লীন হ'তে ও খেলা করতে দেখতেন।

দেবেনবাবু ঠাকুরকে ত্রিভঙ্গ কৃষ্ণমূর্তিতে দেখেছিলেন।

গোপালের মা দেখেছিলেন—গোপাল ঠাকুরের দেহে লীন হচ্ছে আবার বেরুচ্ছে।

কারুর ইচ্ছা হ'ল, আর অমনি 'গদাধরের' পরিবর্তে 'রামকৃষ্ণ' নাম হয়ে গেল, তা নয়।

এ হ'ল সাকার ধ্যানসিদ্ধের কথা।

যিনি নাম রেখেছিলেন—তিনি নন।

ঠাকুরের বহু ঈশ্বরীয় অবস্থার একটি অবস্থা।

সিদ্ধপুরুষকে তাঁর ইষ্টের মতন দেখায়, আর উঁচু সাকার ঘরে বহুবিধ ঈশ্বরীয় রূপে দেখা যায়।

মহাপ্রভুর পার্ষদরা মহাপ্রভুর বহুবিধ ঈশ্বরীয় রূপ দেখেছিলেন।

শুদ্ধদৃষ্টি হ'লে ভক্ত এই রকম দেখতে পান, অবশ্য ঈশ্বরকৃপায়।

সাকার ইষ্ট-সিদ্ধ।

ঠাকুর বেড়াচ্ছেন—মথুরবাবু কুঠীর ঘর থেকে দেখছেন। ঠাকুর সামনে ফিরছেন—মন্দিরের মা ভবতারিণী মূর্তি; আবার পিছনে ফিরছেন—শিবমূর্তি।

গিরীশবাবুর ছোটভাই অতুলবাবু ঠাকুরকে মা কালী রূপে দেখেছিলেন।

শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ৺শ্যামাপূজার রাত্রে ঠাকুরের বরাভয় মূর্তি বহু ভক্ত দেখেছিলেন।

আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী চিরকাল ঠাকুরকে মা কালী রূপে দেখতেন। কাশীপুরের বাগানে এর প্রকাশ। ঠাকুরের ঘরে এসে ঠাকুরের লীলা-সম্বরিত দেহ দেখে বলে উঠলেন,"মা কালী, আমায় কেন ছেড়ে গেলে গো?"

"উঁচু সাকার ঘর।"

ভক্ত দেখেন —সিদ্ধপুরুষ একাধারে 'রাম' এবং 'কৃষ্ণ'।

নীলকণ্ঠ ঠাকুরকে বলছেন, "আপনিই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।"

মাষ্টার মহাশয় বলছেন, "Jesus,চৈতন্য আর আপনি—তিনই এক।"

কেশববাবুর কথায় এরকম ইঙ্গিত আছে, "এরূপ মুহুর্মুহু সমাধি Jesus, মহম্মদ ও চৈতন্যের হ'ত।"

উপলব্ধির তারতম্য আছে। ভক্তদের আধারে (শরীরে) আত্মিক শক্তির স্ফুরণের পরিমাণেই এই তারতম্য।

তাই ঠাকুরের নাম 'রামকৃষ্ণ'।

"যেই রাম, সেই কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।"

এ হ'ল অবতার লীলার কথা।

যে অখণ্ড চৈতন্য শ্রীরামচন্দ্রের দেহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যে অখণ্ড চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের দেহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই অখণ্ড চৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এই অবতরণ দেখতে পাওয়া যায়।

দেহের মধ্যে চৈতন্যের অবতরণ।

ঠাকুর দেখেছিলেন।

"নিজে মনে মনে ভাবা নয়, চাক্ষুষ দেখা যায়, তবে জানবি ঠিক হয়েছে।"

তাই ঠাকুর বলেছিলেন, "যেই রাম, সেই কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।"

অমৃত বাণী

বাণী, কার বাণী ?

শ্রীভগবান দেহেতে মূর্ত হয়ে লীলা করেন। সেই লীলার বাণী।

আবার, তিনি দেহেতে বাণীরূপেও মূর্ত হন—শব্দ ব্রহ্ম।

সেই বাণী,—নাম নামী অভেদ।

শ্রীভগবান—অমৃত—শাশ্বত—সনাতন।

শ্রীভগবানের বাণী—দেহেতে মূর্ত হওয়ার বাণী—ভাগবত কাহিনী।

অমৃত—মরে না—'নিত্য-লীলা'—শাশ্বত—সনাতন।

"তদবধি নিত্যলীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

'গৌররায়'—আত্মা।

দেহতত্ত্ব

শ্যামা মা কি কল করেছে।
কালী মা কি কল করেছে।
চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতর
কত রঙ্গ দেখাতেছে॥
আপনি থাকি কলের ভিতরি
কল ঘোরে ধরে কলডুরি।
কল বলে আপনি ঘুরি,
জানে না কে ঘোরাতেছে॥
যে কলে জেনেছে তাঁরে,
কল হতে হবে না তারে।
কোন কলের ভক্তিডোরে,
আপনি শ্যামা বাঁধা আছে॥

"মানুষেই শ্রীভগবানের বেশি প্রকাশ।"

কতখানি বেশি ?

"আমার কয় আনা ?"

"কেউ কেউ বলে পূর্ণ।"

ঠাকুর নিজের কথা বলেছেন।

ঠাকুরের মধ্যে শ্রীভগবানের পূর্ণ বিকাশ।

নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকটি, অবতারাদির মধ্যে শ্রীভগবানের পূর্ণ—ষোল আনা প্রকাশ। আর কোথাও নেই। "ঘুটির ভিতর মাছ, কাঁকড়া এসে জমেছে।"

"শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

এই প্রকাশের তিনটি অবস্থা—(১) সগুণ, (২) নির্গুণ আর (৩) অবতারত্ব।

(১) সগুণ অবস্থা

সচ্চিদানন্দগুরু লাভ। তিনি আশীর্বাদ করেন—বলেন, "তোর হবে।"

এই সচ্চিদানন্দগুরু মূর্ত হয়ে সম্পূর্ণ রাজযোগ শিক্ষা দেন।

তারপর কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপা ব্যতীত এই কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন না।

কুণ্ডলিনীকে 'প্রাণশক্তি' বলে—এও শ্রীভগবানের আর একটি রূপ।

সপ্তভূমি বা চক্র। ঠাকুরের 'সাততলা বাড়ী।'

প্রত্যেক ভূমির অনুভূতি বিভিন্ন রকমের।

এও দেহের মধ্যে শ্রীভগবানের রূপ প্রকাশ। সাধক দেখেন।

শেষে সপ্তমভূমি।

এই সপ্তমভূমিতে আত্মাসাক্ষাৎকার।

সচ্চিদানন্দগুরু দেখিয়ে দেন, আর মিলিয়ে যান।

এই দেহ থেকে এই আত্মা উত্থিত হয়েছেন—পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়।

এরপর ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্ কাটে।

নানাবিধ অনুভূতি—দীর্ঘ বার বছর চার মাস ধরে।

এই অবস্থার শ্রেষ্ঠ অনুভূতি—'আমি দেহ নই—আমি আত্মা!'

এরপর—"আত্মা যদি কৃপা ক'রে সাধন করেন।"

এর পরের অনুভূতি—বেদান্তের সাধন বা অনুভূতি।

আত্মা কি ?

যাঁর ভিতর জগৎ আছে—আত্মার মধ্যে এই জগৎ দেখা যায়।

দেহের মধ্যে আত্মা—আত্মার মধ্যে জগৎ।

বৃহদারণ্যকে একথা আছে।

অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন।

কবির বলেছেন, "কামহীন, সরল জীবন যাপন কর—তাহলে আত্মার মধ্যে বিশ্বসংসার দেখতে পাবে।" ("Lead pure and simple life and behold the creation of the universe is within you"—Cultural Heritage of India.)

ঠাকুরের—'ম' আর 'রা'। 'ম' মানে ঈশ্বর, আর 'রা' মানে জগৎ।

আত্মা, ঈশ্বর আর ব্রহ্ম—তিনই এক।

এই হ'ল ঠাকুরের 'বিজ্ঞানীর' প্রথম অবস্থা। বহু আনন্দেই দিন কাটে এই অবস্থায়। দেহীর এই অবস্থা—তিনি নিজে ত জানেনই। শ্রীভগবানের দান এইখানেই শেষ হয় না। অপরকে দেখান স্বপ্নে—ঐ দেহী একটি 'গ্লোব' মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছেন—গোস্বামী।

'এত বড় বিশ্বসংসার আমার ভিতরে! আমি আত্মা! আত্মা ভিতরে!' একটা খুঁত খুঁত ভাব আসে। মনে উদয় হয়,—'এত বড় জগৎ! এত বড় জগৎ!!' ভেল্কি লেগে যায়........।

জগৎ বীজে পরিণত হয়........।

ঠাকুরের, "গিন্নীদের ন্যাতাকাতার হাঁড়ি—নীলবড়ি, সমুদ্রের ফেণা, শশাবীচি সব আছে। সৃষ্টি নাশের সময় মা সমস্ত বীজ কুড়িয়ে রেখে দেন।"

দেহী এই ভেল্কী দেখে অবাক হয়ে যান।

আবার খুঁত খুঁত ভাব।

আবার ভেল্কি—বীজ স্বপ্নবৎ হয়ে যায়········।

আবার খুঁত খুঁত ভাব। স্বপ্ন ত আছে।

স্বপ্ন মিলিয়ে গেল—কিছুই রইল না········।

আমি—আত্মা—জগৎ—বীজ—স্বপ্ন—কিছু না,—বোধাতীত !

এই মহাকারণ,—মহাকারণে লয় হওয়া।

"বেদান্তের সার—ঈশ্বর সত্য আর জগৎ মিথ্যা"—এ তত্ত্বজ্ঞানে।

'আমি·এই দেহ'—এই সংস্কার থেকে আত্মার মুক্ত হওয়া, বিকাশ আর লয়—আর কিছু নেই।

এখানেই সগুণ সাধনার পরিসমাপ্তি।

(২) নির্গুণ

নির্গুণ ব্রহ্ম—কিছুই বলবার নেই।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—তিনই নেই।

জ্ঞান—সচ্চিদানন্দগুরু-মূর্তি।

" সে বড় কঠিন ঠাঁই
গুরুশিষ্যে দেখা নাই।"

জ্ঞেয়—আত্মা, সগুণ ব্রহ্ম।

জ্ঞাতা—দেহে আত্মার লীলার সাক্ষী স্বরূপ। শেষে বোধ মাত্র।

এই লয় হওয়াকে 'স্থিত সমাধি' বলে।

"সব জিনিস এঁটো হয়েছে—বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র—সব ; কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই।"

"সে সাগরে নামলে আর কেউ ফেরে না,"—অবতার ছাড়া।

শ্রীভগবান যে দেহে অবতীর্ণ হবেন—সেই দেহ তিনি রেখে দেন। সেই দেহে তিনি নিজের রস নিজে আস্বাদন করেছেন এবং করবেন।

দত্তাত্রেয় এবং জড়ভরতের জড় সমাধি। এঁরা আর ফিরতে পারেন নি।

শুক আর নারদের চেতন সমাধি—নিগমে।

নির্গুণ থেকে সগুণ—সচ্চিদানন্দগুরু।

সগুণ থেকে নির্গুণ—দুটি অবস্থা, জড় সমাধি আর স্থিত সমাধি। যাঁদের স্থিত সমাধি তাঁদের দেহ টুটে যায়। শুক সচ্চিদানন্দ সাগর দর্শন স্পর্শন করেছিলেন মাত্র।

আবার নির্গুণ থেকে তত্ত্বজ্ঞান—"তুমি",—"তুমি"!

তত্ত্বজ্ঞান থেকে অবতারত্ব—ভাগবত লীলা বলবার জন্য।

তত্ত্বজ্ঞান

সাধন আরম্ভ হ'ল—'এই দেহই আমি'—এই থেকে। সমাপ্ত হ'ল—কিছুই নেই—শূন্য!—তাও বলবার যো নেই।

"আদ্যাশক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ" হয়ে গেছেন।

আদ্যাশক্তি নির্গুণ ব্রহ্মে পরিণত হয়েছেন।

আমি নেই—বোধ নেই—কিছু নেই……।

এরপর যখন চেতনা ফিরে আসে তার রূপ হ'ল—"আমি না"।

তবে কে……?

……"তুমি—তুমি—তুমি!"

এই হ'ল ঠাকুরের—"তুঁহু! তুঁহু!"

এই 'তুমি'তে অবস্থান করাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে।

তত্ত্বফল আহরণ করতে (নিজেকে পাড়তে) হয়। দেখতে পাওয়া যায়। তড়াং করে নিজে গাছে উঠেছি। গাছটি অপরূপ। সে রকম গাছ কোথাও দেখা যায় না। ফলটিও অপরূপ। ফলটি গাছ থেকে ছিঁড়ে হাতে ধরা রইল—সাধারণ জ্ঞান ফিরে এল।

এই তত্ত্বজ্ঞানই ক্রমশ অবতারের রূপ ধারণ করে ফুটে উঠে। এর অপর নাম 'নিগম'। একে বলে—'পৌরাণিক নিগম।'

(৩) অবতারত্ব

শ্রীভগবান দেহেতে অবতীর্ণ হচ্ছেন। তিনি জানিয়ে দেন—তিনি অবতীর্ণ হচ্ছেন।

ঋষিরূপে সাক্ষাৎকার হয়ে বলেন, 'চৈতন্য অবতার হয়ে আসছেন।'

ঋষি নেমে এলেন শূন্য থেকে, আর নিকটে এসে শূন্যেই রইলেন।

সেখান থেকে কথা বলেন।

বিরাট দৃঢ় স্থূল দেহ, বিশাল বক্ষঃস্থল, আর পাখীর পালকের মত মোটা শক্ত দাড়ি।

এই দাড়ি বুঝিয়ে দেয়—ইনি পুরাতন পুরুষ।

দ্বিতীয় অনুভূতি—চৈতন্য—অখণ্ড চৈতন্য।

"যে চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য।"

সহস্রারের মধ্যে দপ্ করে লাল দীপকের আলো জ্বলে ওঠে।

"অন্ধকারে লাল চীনে দেশলায়ের আলোর মতন।"

দেহে চৈতন্য উদ্ভূত হ'ল········।

আবার এই চৈতন্যের অবতরণ········।

প্রথম অবতরণ—সহস্রার থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় অবতরণ—সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত। এই হ'ল প্রকৃত ঈশ্বরকটি। 'কোন বাঁশের ফুটো বেশী'—এ হ'ল বিচারাত্মক ঈশ্বরকটি।

জ্যোতিরূপে এই অবতরণ। জ্যোতির রূপ অবর্ণনীয়—তুলনা-রহিত।

তারপর 'মানুষ-রতন'—অবতার।

"মানুষের ভিতর মানুষ-রতন আছে।"

এই 'মানুষ-রতন' দেখতে পাওয়া যায়—দেহের মধ্যে। তিনি পরম ভক্ত। কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা—সারা কপাল জুড়ে,—বর বিয়ে করতে যাবার সময় যেমন কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা পরে। তিনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করছেন। সেই সঙ্গে দ্রষ্টার হাতের তালু কির্ কির্ করে ওঠে।

ঠাকুরের—"মানুষ-রতন"।

মহাপ্রভুর আত্মা—শ্রীকৃষ্ণ, আর মহাপ্রভুরদেহ—শ্রীমতী।

যীশুর—বর (bridegroom)।

এই হ'ল অবতারতত্ত্ব। অবতারতত্ত্বে আর এক বিশেষত্ব—

তিনি একাই আছেন—আর কিছু নেই (1. Cosmic Man—Jainism, 2. Cosmic Woman—Tantra)।

এই জগৎ তাঁর ভিতরে।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সব তাঁর ভিতরে।

সৃষ্টি হয়নি,—স্থিতি ও প্রলয়ের কথাই ওঠে না। সেও তিনি,—অজ।

সগুণ, নির্গুণ—দুই অবস্থাতেই তিনি।

খোসা আর আঁটিটি থাকলে তবে আমটি বাড়ে, পাকে।

দেহসমেত এক তিনিই আছেন—আর কিছুই নেই। তাই ঠাকুর (কৃষ্ণ অবতারে) যখন দ্রৌপদীর এক কণা অন্ন ও একটু শাক খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলেন—সেই সঙ্গেই দুর্ব্বাসা বাইশ হাজার শিষ্যসমেত তৃপ্ত হয়েছিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর। নৌকা করে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরছেন; কাশীপুর কষ্টহারিণী ঘাটের সামনে নৌকা। নৌকায় আছেন—ঠাকুর, কালী মহারাজ, লাটু মহারাজ আর গোলাপ মা। ঠাকুরের বড় খিদে—ঝাঁ ঝাঁ করছে। গোলাপ মা'র কাছে মাত্র চারটি পয়সা, আর কারুর কাছে কিছু নেই। নৌকা কষ্টহারিণীর ঘাটে বাঁধা হ'ল। চার পয়সার ছানার মুড়কী কেনা হ'ল। নৌকা আবার চলল। ছানার মুড়কীর ঠোঙাটি ঠাকুরের হাতে। তিনি এক এক করে ছানার মুড়কীগুলি সব খেয়ে ফেললেন। তারপর আঁজলা করে গঙ্গার জল। খুব তৃপ্তি। খিদে সকলেরই পেয়েছিল। সকলেই ভেবেছিলেন ঠাকুর দু'একটা ছানার মুড়কী খেয়ে ঠোঙাটা তাঁদের হাতে ফিরিয়ে দেবেন। কাজে কিন্তু তা হ'ল না। সকলেই হতাশ এবং চুপ। কিন্তু ঠাকুরকে যখন তৃপ্ত বলে বোধ হ'ল, তখন তাঁরাও যেন পরম তৃপ্তিলাভ করলেন।

দক্ষিণেশ্বরের ঘাট। নৌকার মাঝিরা মারামারি করছে। একজন মাঝি আর একজন মাঝির পিঠে দারুণ আঘাত করছে। ঠাকুর তাঁর নিজের ঘরে বসে আছেন। পিঠে আঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠল আর ঠাকুর ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সহস্রারে অবস্থান করতে না পেরে কুণ্ডলিনী যখন চতুর্থ ভূমিতে অবস্থান করেন তখন এইরকম ঘটে।

গণেশ বিড়ালকে মেরেছিলেন। ভগবতীর কাছে এসে দেখলেন—মারের দাগ ভগবতীর গায়ে।

ব্রহ্মবিদ্যা

ঋষিরা এই আত্মিক স্ফুরণকে ব্রহ্মবিদ্যা বলেছেন। নিষ্কামী ঋষিরা 'বিদ্যার জন্য বিদ্যালাভ'—এই কথা বলেছেন।

দেহতত্ত্ব আর ব্রহ্মবিদ্যা এক।

ব্রহ্মবিদ্যার পাঁচটি অবস্থা—সচ্চিদানন্দগুরু, সগুণ, নির্গুণ, তত্ত্বজ্ঞান আর অবতারত্ব।

সচ্চিদানন্দগুরু—আত্মার বরণ—শ্রীভগবানের কৃপা।

সগুণ অবস্থা—আত্মাসাক্ষাৎকার।

নির্গুণ অবস্থা—লয় হওয়া—দেহ আছে।

তত্ত্বজ্ঞান—আমি না—তুমি।

অবতারত্ব—আমি একাই আছি।

আত্মাসাক্ষাৎকারের পর—'আমি আত্মা' এই জ্ঞান—আর সেই আত্মার মধ্যে জগৎ।

'আমি—না, তুমি।'

এই 'আমি' 'তুমি'তে পরিবর্তিত হয়েছে।

আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ হয়েছেন—তত্ত্বজ্ঞান।

সেই 'তুমি' মূর্তি ধারণ করে দেহের মধ্যে লীলা করছেন।

সাধারণ ধারণা—আত্মাসাক্ষাৎকার হলেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হ'ল।

"জ্ঞান জ্ঞান বললেই কি আর হয়। সে দু-এক জনার।"

ঠাকুরের এই জ্ঞান—অর্থাৎ আত্মাসাক্ষাৎকার।

আর এই 'দু'টিকে বাদ দিতে হবে। এটি কথার মাত্রা মাত্র। অর্থাৎ সে ঠাকুরের মত অবতার পুরুষের হয়। এক সময়ে পৃথিবীতে একটি মাত্র।

শ্রীকেশব—"দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নন। এখন পৃথিবীতে এঁর চেয়ে বড়লোক আর কেউ নেই।"

"ঈশ্বর বস্তু সব আধারে ধারণা হয় না।"

বস্তু—আত্মা—দেখা যায়, তাই বস্তু—সগুণ।

'সব' মানে—এক সময়ে (যুগে) একটি,—ঠাকুর।

"আত্মা যাকে বরণ করে·······।"

এগার বছর বয়সে ঠাকুরের জ্যোতিদর্শন করে সমাধি—আনুড় গ্রামে যাবার মাঠে। আত্মার বরণ ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ।

অবতারলীলা

দেহেতে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন।

অবতারতত্ত্বের সমস্ত কথা দেহতত্ত্বে প্রকাশ।

"আত্মা যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন"—এই থেকে আরম্ভ করে দেহের মধ্যে অখণ্ড চৈতন্যের 'মানুষ-রতন' হওয়া পর্যন্ত—সমস্তই অবতারলীলা।

এই মনুষ্যদেহে তিনি স্ফূর্ত হয়ে নিজের রস নিজে পান করছেন।

"আমি কি, আমি কি, ব'লে শিব স্বস্বরূপ দর্শন করে নাচ্‌ছে।"

অবতারলীলার মধ্যে আর চার রকম লীলা আছে—নরলীলা, জগৎলীলা, ঈশ্বরলীলা আর দেবলীলা।

নরলীলা

নরদেহে শ্রীভগবান প্রকাশ হয়ে লীলা করেন।

"মানুষ হয়েছেন ত' ঠিক মানুষ।"

সেই মানুষের মত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, দুঃখ, অসুখ, সব আছে—অবশ্য কাম-কাঞ্চন বাদ।

"পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র সীতার শোকে কেঁদেছিলেন।"

অক্ষয় (ঠাকুরের বড় ভাইয়ের ছেলে) মারা গেছেন। তার পরদিন ঠাকুর ডুক্‌রে কেঁদে উঠেছিলেন,—"ওরে অক্ষয়রে, তুই কোথায় গেলি রে।"

হাত ভেঙেছে—ঠাকুর কাঁদছেন। মুখে কিন্তু এক কথা। সেই

অবস্থায় শ্রীমহিম চক্রবর্তী মহাশয়কে বলছেন,—"বাবু, সচ্চিদানন্দ লাভ না হ'লে কিছু হ'ল না।" গলায় ঘা হয়েছে। ঠাকুর অস্থির হয়ে ডাক্তারের জামার হাতা ধরে বলছেন,—"বাবু, বাবু, আমার এই অসুখটা সারিয়ে দাও।" ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পা মেলে বসে কাঁদছেন আর বলছেন, "মা, আমায়···· ভাত চিরটা কাল খাওয়াচ্ছিস্।"

মা ভবতারিণীর যে ব্রাহ্মণ ভোগ রাঁধতেন, তিনি ঠাকুরকে জামাই বলতেন,—অর্থাৎ শ্বশুর জামাই সম্পর্ক। শ্বশুর মশাই সকালে ঠাকুরের দ্বারে এসে উপস্থিত—জামাইকে জিজ্ঞাসা করতে, "মায়ের কি ভোগ রান্না হবে?" ঠাকুর বলতেন,—"বড় বড় রাধাবল্লভী আর চাপ্ চাপ্ ছোলার ডাল।"

ফাগুর দোকানের হিঙের কচুরী শাশ্বত—ঠাকুরের নরলীলার স্মৃতি জড়িত।

জগৎলীলা

"এ জগৎ তাঁর ঐশ্বর্য।"

"তিনিই এই জগৎ হয়েছেন।"

আত্মার মধ্যে জগৎ।

"মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।"

'আমি'-রূপ আয়নাতে—আত্মার মধ্যে যে জগৎ তারই প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বও সত্য।

"আমি সব লই।"

অফুরন্ত এই জগতের ঐশ্বর্য। অসাধ্য বর্ণনা।

"এক সের ঘটিতে চার সের দুধ ধরে না।"

আত্মাই এক রূপে (অর্থাৎ অনুভূতির অবস্থায়) জগৎ হয়ে লীলা করছেন।

"ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ—সব এক সঙ্গে দেখে।"

বাহ্য জগতও চৈতন্যময়—চতুর্থভূমিতে অর্থাৎ মনোময় কোষের অনুভূতি। সাদা চোখে দেখতে পাওয়া যায়।

"যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য।"

দুটি অবস্থা—চতুর্থভূমির ও বিজ্ঞানীর প্রথম অবস্থার অনুভূতি—

(১) আমার মধ্যেই জগৎ।

(২) আমিই এই জগৎরূপে প্রকাশ হয়েছি।

এই হ'ল ঠাকুরের জগৎলীলা,—ঠাকুর দ্রষ্টা মাত্র। তিনি ভক্তি ও ভক্ত নিয়ে ছিলেন।

ঈশ্বরলীলা

"আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম—তিনই এক।"

"আত্মা যদি কৃপা করে সাধন করে········।" এই আত্মার সাধন হ'ল —ঈশ্বরলীলা।

আত্মা—আত্মার মধ্যে জগৎ (বিশ্বরূপ)—আবার সেই বিরাট জগৎ বীজবৎ—সেই বীজও স্বপ্নবৎ—সে স্বপ্নও থাকে না—নেই।

সগুণ ব্রহ্মের নির্গুণ হওয়া। এই হ'ল ঈশ্বরলীলা।

দেবলীলা

সিদ্ধপুরুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন—জীবত্ব নাশ হয়েছে। ছোট শিশুর দল পূজার উপকরণ লয়ে উপস্থিত। সিদ্ধপুরুষকে বেদীতে বসিয়ে, পূজা ক'রে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। এই হচ্ছে প্রথম স্তরের অনুভূতি।

আবার দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি আছে। একটি বন্ধু স্বপ্নে দেখেছেন—তিনি আর তাঁর বন্ধু, যে ঘরে বসে কথামৃত পাঠ হয়, সেখানে বসে আছেন। শিশুর দল স্বপ্নদ্রষ্টার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, "এ বুড়োটা এতদিন পরে ব্রাহ্মণ হ'ল।"

বন্ধুটির ব্রাহ্মণ শরীর। বয়স ৫২। এই স্বপ্ন দেখার আগে—স্বপ্নে তাঁর জ্যোতিদর্শন করে সমাধি হয়েছিল। আরও বহুবিধ অনুভূতি হয়েছে স্বপ্নে।

এই শিশুর দল—দেবতা।

এই রকম দেবলীলা দেখতে পাওয়া যায়।

দেবতারা স্তবস্তুতি করেন।

ব্রাহ্মণ হওয়া স্বপ্নদ্রষ্টা বন্ধুটি আর একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি, এই ঘরের একটি বন্ধু, আরও তুজন বন্ধু একটি বেঞ্চিতে বসে আছেন। দূরে উচ্চ হরিনামের গান শুনতে পাওয়া গেল। হরিনামের দল হরিনাম করতে করতে বন্ধুদের সামনে এসে দাঁড়াল। মূল গায়েন তাঁর নটবর বেশ, মাথায় চূড়া, পরণে রঙিন কাপড়, আকৃতি স্থির ও শান্ত।

("রঙ্গের নট নটবর হরি,
যারে যা সাজায়, সে তাই সাজে।")

তিনি একটি বন্ধুর সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় কবে তাঁকে 'নিমাই' বলে স্তব করতে লাগলেন। এই ঈশ্বরলীলা। হরিনামের দল আর মূল গায়েন— নটবর বেশ—এঁরা হলেন ঈশ্বর ও দেবতা। বন্ধুকে জানিয়ে দিলেন—ঐ 'নিমাই' বন্ধুটির মধ্যে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন।

ঠাকুরের "অসংখ্য অবতার"। আবার বন্ধুটির নিজের দেহের ভিতর স্বপ্ন দেখছেন—তাই ঈশ্বরলীলার ফল তাঁকেও বর্তাচ্ছে।

যৌগিক রূপ

যোগ মানে পরিবর্তন—যুক্ত হওয়া নয়।

"আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ।"

আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিবর্তিত হচ্ছেন সগুণ এবং নির্গুণ তুই অবস্থায়।

অলক্ষ্যে ও নির্লিপ্তভাবে আত্মা ওতপ্রোত অবস্থায় দেহের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে রয়েছেন।

আত্মা কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হলেন—তিনি রূপ ধারণ করলেন। রূপ মানে 'আকার'। সাধককে দেখান—"আমি কি"।

সচ্চিদানন্দগুরু—প্রথম রূপ।

ভক্ত দেখেন—চিৎ-ঘন-কায়।

"হিমালয়ের গৃহে পার্ব্বতী জন্মালেন, হিমালয়কে বহুবিধ রূপে দর্শন

দিলেন। তখন হিমালয় বলল, "মা, তোমার একটি সত্যিকারের রূপ আছে। আমায় সেইরূপে দেখা দাও।" পার্ব্বতী বললেন, "বাবা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও—তাহলে—সাধুসঙ্গ কর।"

"হিমালয়"—পর্বত হিমালয় নয়—এই দেহ।

"পার্ব্বতী"—ভাগবতী তনু। ভক্ত দেখেন তাঁর কৃপায়।

"বহুবিধ রূপ"—উঁচু সাকার ঘর (রাম, কৃষ্ণ, শিব, বুদ্ধ, যীশু, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি)।

"সত্যিকারের রূপ"—আত্মা।

"ব্রহ্মজ্ঞান"—সগুণ অবস্থা, আর নির্গুণে লয় হওয়া—স্থিত সমাধি।

"সাধুসঙ্গ"—ঈশ্বর সৎ আর সমস্ত অসৎ।

এই সৎসঙ্গ—সতে পরিবর্তিত হওয়া।

'আমি দেহ নই—আমি আত্মা'—'সোঽহং'—আর ক্রমশ আত্মার বিকাশ, বিশ্বরূপ, বীজবৎ, স্বপ্নবৎ, লয়।

সতে পরিবর্তিত হওয়া, আর সৎ হয়ে যাওয়া—এই হ'ল সাধুসঙ্গ।

দ্বিতীয় স্তরের সাধুসঙ্গ :—

সচ্চিদানন্দগুরু যদি কাকেও দেখিয়ে দেন আর বলেন, "এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সঙ্গ কর"—সেও সাধুসঙ্গ।

তৃতীয় স্তরের সাধুসঙ্গ :—

সচ্চিদানন্দগুরুরূপে আত্মা যে মূর্তি ধারণ করেন—ঐ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সঙ্গ—যদি তিনি জীবিত থাকেন।

দেহেতে ফুটে ওঠে—আত্মা রূপ ধারণ করেন—এই যৌগিক রূপ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অমৃতবাণীর যৌগিক রূপ

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ

শ্রীমন্দির—দক্ষিণেশ্বর

১। "মাষ্টার দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন।"

শ্রীভগবানকে দেখলে সকলে বাক্যশূন্য হয়ে যায়।

বাক্যশূন্য হওয়া—সমাধিস্থ হওয়া।

ঠাকুরকে দেখে পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় বাক্যশূন্য হয়েছেন—সমাধিস্থ হয়েছেন। এখানে সমাধির আভাষ মাত্র,—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে'।

দৈব প্রতিষ্ঠা করছে—বাক্যের দ্বারা আর মাষ্টার মহাশয়ের দেহে। মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরকে দেখছেন ও ঠাকুরের কথা শুনছেন—তাই অবাক্।

ঠাকুর যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—নররূপে শ্রীভগবান।

২। "........যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ কথা কহিতেছেন।"

"ওগো, সে যে দৈবী মানুষ।"

অশ্বিনীবাবুর প্রশ্নে কেশববাবুর সম্বন্ধে ঠাকুর ঐ কথা বলেছিলেন।

দৈবী মানুষ আছে,—মাষ্টার মহাশয়ও সেই দৈবী মানুষ। অবতারের সঙ্গে অবতারের সাঙ্গোপাঙ্গ আসেন। ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের হরিনাম সংকীর্ত্তনের দলে মাষ্টার মহাশয় ও বলরামবাবুকে দেখেছিলেন—ভাবে নয়, খালি চোখে।

সেই দৈবী মানুষ মাষ্টার মহাশয় দৈবী চোখে জগৎ দেখছেন, আর দৈবী কথা তাঁর শ্রীমুখ থেকে বার হ'ল—"সাক্ষাৎ শুকদেব।"

ধর্ম ও অনুভূতি

শুক ব্রহ্মর্ষি—জ্ঞানের ঘন মূর্তি। সাধন করে হয়নি—আপনা হতে হয়েছে।

পুরাণের শুক নিত্য।

সেকালে ছিল আর হবে না—তা নয়। আত্মা যাঁকে বরণ করবেন তিনি ব্রহ্মর্ষি শুক হবেন আর পরীক্ষিৎকে হরিকথা বলবেন।

১০।১১ বছর বয়সে আনুড় গ্রামে যাবার মাঠে ঠাকুরের জ্যোতিদর্শন ও সমাধি। আত্মা ঠাকুরকে বরণ করলেন—দেহেতে ছিলেন, প্রকাশ হলেন।

১২ বছর ৪ মাস বয়সে—সচ্চিদানন্দ, চিৎ-ঘন-কায় মূর্তি ধারণ ক'রে, ভক্তের কাছে গুরুরূপে আসেন—ভক্তকে আশীর্বাদ করেন এবং পরে—সম্পূর্ণ রাজযোগ ভক্তের দেহেতে ধারণা করিয়ে দেন।

পুরাণের শুক বার বছর চার মাস গর্ভবাসে ছিলেন।

আত্মা বার বছর চার মাস দেহেতে অলক্ষ্যে ছিলেন—তারপর যোগনিদ্রা ভেঙে—চিৎ-ঘন-কায়ে—দেহীর দেহে উদয় হলেন। দেহী দেখলেন।

শুকের জন্ম হ'ল—দেহেতে।

এবার 'হোমা' পাখীর চোঁচা দৌড় মায়ের কাছে—পাছে মাটি গায়ে ঠেকে।

দেহেতে আবদ্ধ হবার আগেই—সাধনের অনেক রকম অবস্থার পর শূন্যে লীন হওয়া—জড় সমাধি—পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।

তারপর দেহে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন আর হরিকথা বলেন।

শুকের দুই অবস্থা।

প্রথম অবস্থা—দেহেতে আত্মার বরণ থেকে আরম্ভ আর 'মানুষ-রতন' হওয়া পর্যন্ত।

দ্বিতীয় অবস্থা—ভাগবত বলা—অর্থাৎ ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকা।

ভাগবত কথা—যে সব অনুভূতি হয়ে সহস্রারে আত্মাসাক্ষাৎকার হয়, নির্গুণ ব্রহ্মে লয় হয় আর পরে 'মানুষ-রতন' হয়—সেই সব অনুভূতির কথা।

যাঁরা এই হরিকথা শুকের মুখ থেকে শোনেন, তাঁদের দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হয়। আবার আধার বিশেষে এই অনুভূতির তারতম্য হয়।

৩। "সর্বতীর্থের সমাগম........"

দেহে সপ্তভূমি—বেদমতে, আর ষড়চক্র—তন্ত্রমতে পরিস্ফুট হয়।

এই ভূমি বা চক্রকে তীর্থ বলে।

কুণ্ডলিনীর ষষ্ঠভূমি অতিক্রম করে সপ্তমভূমিতে আগমন—আত্মা সঙ্কলিত হওয়া আর আত্মার সাক্ষাৎকার।

শ্রীভগবানের প্রকাশ।

যেখানে শ্রীভগবান সেইখানেই সর্বতীর্থ।

"শ্রীচৈতন্য পুরীধামে রামানন্দ স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নাম গুণকীর্তন করিতেছেন।"

এই হ'ল শুকের দ্বিতীয় অবস্থা—ভগবান, ভক্ত আর ভাগবত।

৪। "যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করিলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়........।"

নাম নামী অভেদ।

নাম স্মরণে নামীর উদয়।

দেহেতে শ্রীভগবান—যেমন স্মরণ, অমনি উদয়।

শ্রীভগবানের উদয়ে দেহ আনন্দে পরিপূর্ণ।

পুলক আর অশ্রু—সাত্ত্বিক বিকার।

দেহের পূর্বাবস্থার পরিবর্তন—শ্রীভগবান দেহেতে সাড়া দিচ্ছেন তাই দেহব্যাপ্তি আনন্দ।

৫। "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।"

"সন্ধ্যা"—স্থূল।

"গায়ত্রী"—সূক্ষ্ম।

"ওঁকার"—কারণ।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ।

৬। "পরমহংস আছেন।"

বেদ ও বেদান্তমতের সাধনে যিনি সিদ্ধ হন, তাঁকে 'পরমহংস' বলে।

বেদমতের সাধন—পঞ্চকোষের সাধন—আগম।

দেহ থেকে শ্রীভগবান উঠছেন—জল আর দুধ আলাদা হচ্ছে।

ভাগবতী তনু আত্মায় পরিণত হলেন।

জল আর দুধ আলাদা হয়ে গেল।

দেহ আর আত্মা পৃথক হয়ে গেল।

শারীরিক লক্ষণ—ঘাড় সমেত মাথা ডাইনে বাঁয়ে ঘট্ ঘট্ করে নড়তে থাকে। শব্দ হয় পাকা সুপারী বা খোড়ো নারকেলের মত।

বেদান্তের সাধন—পৃষ্ঠা ২২ দ্রষ্টব্য।

৭। "কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, আবার কেউ বা দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।"

"দুধের কথা শুনা"—দেহে আত্মা আছেন,—এই কথা শোনা।

"দুধ দেখা"—আত্মাসাক্ষাৎকার হওয়া।

"দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়া"—বিজ্ঞানীর অবস্থা। ইনিই পরমহংস।

৮। "আহা কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর মানুষ! কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা ক'রছে না।"

শ্রীভগবান এখানে বিরাজ করছেন। এখানে সমস্ত সুন্দর—সমস্ত মধুময়।

চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করছে—নড়বার সাধ্য নাই।

৯। "আর বাবা বই টই! সব ওঁর মুখে।"

দৈব চালিত হয়ে বৃন্দে ঝির মুখ দিয়েও সত্য প্রকাশ পাচ্ছে—ঠাকুরের সান্নিধ্যে—সংস্পর্শ বশত।

"বই টই"—জ্ঞানের প্রতীক।

"ওঁর মুখে"—ওঁর ভিতরে।

মানুষের ভিতরে আত্মা। আত্মার মধ্যে জগৎ। সেই জগৎ—যাঁর চৈতন্যে চৈতন্য, সেই চৈতন্য অবতীর্ণ হয়ে ঠাকুরের ভিতর থেকে কথা কইছেন

১০। "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক্ হইলেন।"

মাষ্টার মহাশয় ইংরাজি-পড়া লোক।

ইউরোপের পণ্ডিতদের ধারণা—জ্ঞান বাইরে থেকে আসে। তাঁর

জগৎ বিশ্লেষণ করে সত্যে পৌঁছাতে চান। মাষ্টার মহাশয়ের তখনও সেই ধারণা। তাই ঠাকুর বই পড়েন না শুনে অবাক্ হয়েছেন।

ঠাকুর ছুটি মাত্র অক্ষরে এ সমস্ত উল্টে দিয়ে গেছেন।

"ম আর রা।"

'ম' মানে ঈশ্বর। 'রা' মানে জগৎ।

আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ।

আগে আত্মা—দেহের মধ্যে সাক্ষাৎকার।

তারপর আত্মার মধ্যে জগৎ—অর্থাৎ বিশ্বরূপ দর্শন।

আত্মা কৃপা করে সাধন করে দেখিয়ে দেন।

এই হ'ল বেদান্তের প্রথম স্তরের বিদেহ সাধনের অনুভূতি।

স্বয়ম্ভূ আত্মার স্বয়ং প্রকাশ।

১১। "ঠাকুর মাঝে মাঝে যেন অন্যমনস্ক হইতেছেন। পরে শুনিলেন, এরই নাম ভাব।"

অর্ধবাহ্য অবস্থা।

দেহের অর্ধেকে শ্রীভগবান বিকাশ হয়েছেন—লম্বিতভাবে। হরগৌরী রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম—এ সমস্ত অর্ধেক প্রকৃতি আর অর্ধেক পুরুষ ভাব মূর্তি।

আধখানা দেহের পরিবর্তনে এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরে সেদিকের গাল ফুটে ওঠে, চোখটি বুজে যায়, জিভের আধখানা অসাড় ও অঙ্গে পুলক। দেহের দক্ষিণ দিকেই এ রকম হয়।

১২। "ঠাকুরের সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর হয়, কখন কখন তিনি একেবারে বাহ্যশূন্য হন।"

"সন্ধ্যার পর এইরূপ ভাবান্তর"—শুদ্ধদেহে দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে এই রকম পরিবর্তন।

শ্রীভগবান বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে আছেন। বাইরে পরিবর্তন—তাই ঠাকুরের শুদ্ধ দেহে—শ্রীভগবানের, 'বাবুর' বৈঠকখানা ঘরেও পরিবর্তন।

"বাহ্যশূন্য"—পূর্ণ সমাধিস্থ—অখণ্ড সচ্চিদানন্দে লীন, কখনও বা অখণ্ড চৈতন্যে লীন।

১৩। "না—সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয়।"

"সন্ধ্যা"—বৈধী ধর্ম।

ঠাকুরের ব্রহ্মবিদ্যা 'করামলকবৎ' ছিল।

স্মরণ, মনন, শ্রবণ মাত্র দেহেতে শ্রীভগবান বিরাজ করতেন—সমাধিস্থ হতেন।

"ত্রি-সন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায়॥"

১৪। "এ সৌম্য কে?—যাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে—বই না পড়িলে কি মানুষ মহৎ হয়?—কি আশ্চর্য্য! আবার আসিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইনিও বলিয়াছেন, 'আবার এসো।' কাল কি পরশ্ব সকালে আসিব।"

শ্রীভগবানের সংস্পর্শে মাষ্টার মহাশয়ের চিত্তশুদ্ধি আরম্ভ হয়েছে।

মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরের চিন্তা করছেন।

শ্রীভগবানের চিন্তায়—চিত্তশুদ্ধি—সাধন।

বাদুলে পোকা আলো দেখেছে।

আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে। তবে এ মণির আলো, ঝাঁপ দিলেও পোড়ে না।

(২৬শে ফেব্রুয়ারীর কয়েকদিন পরে—)

১৫। "তাঁহার গায়ে 'moleskin'-এর 'র‍্যাপার'। পায়ে চটি জুতা।"

পূজনীয় মাষ্টার মহাশয়ের এই প্রথম ঠাকুরের ব্যবহারিক জীবনের বর্ণনা।

ঠাকুর অতবড় নামজাদা সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস। না আছে তাঁর জটা, না আছে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে গেরুয়া, না আছে খড়ম, না আছে দণ্ড, না আছে কমণ্ডলু, না আছে কোন বাহ্য চিহ্ন। এ আবার কি রকম পরমহংস!

ঠাকুর হলেন যুগাবতার।

যে যুগে যা আবশ্যক, যা দরকার—যুগাবতার সেই রকম জীবন যাপন ক'রে সকলকে শিক্ষা দেন।

"আপনি আচরি ধর্ম শিখায় অপরে।"........

বৌদ্ধযুগ—

শ্রীবুদ্ধ বসে আছেন। পরিচ্ছদ শ্রমণের। পীতাভ হরিদ্রাবর্ণের কাপড়ে সমস্ত দেহ আবৃত।

শ্রমণগণেরও সেই একই রকম বেশ।

জগতের লোক শ্রীবুদ্ধ ও শ্রমণদের দেখল। ভক্তিভরে তাঁদের প্রণাম করল, দূরে দাঁড়িয়ে রইল, তাঁদের পাশে গিয়ে বসল না। তাঁরা যে দেবতা, অপর ব্যক্তি, আপনার জন নন।

শ্রীবুদ্ধ শ্রমণদের—জগতের নন।

আমার আপনার লোক—সে আমার জীবন যাপন করে। তার ওসব ঝক্‌ঝকে কাপড় আবশ্যক করে না········।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য। মুণ্ডিত মাথা—লাল গেরুয়া আপাদমস্তক, তার উপর প্রতিভা সর্বাঙ্গ দিয়ে ফেটে ফোয়ারার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে; বিদ্যা সূর্যকিরণের মত, জগৎকে আলোয় আলো করে দিয়েছে।

সশিষ্য বসে আছেন শ্রীশঙ্কর—পদ্মপাদ, মণ্ডনমিশ্র, ত্রোটক ইত্যাদি—কে বড়, কে ছোট, এ বিচার চলে না।

মনুষ্যজাতি দেখল এই অপূর্ব দৃশ্য—সশিষ্য শ্রীশঙ্কর। দূর থেকে ভক্তিভরে প্রণাম করল, আর দূরে সরে গেল।

কোথায় পাবে তারা শ্রীশঙ্কর ও তাঁর শিষ্যবর্গের বিদ্যা, প্রতিভা, তপস্যা ইত্যাদি!

মনুষ্যজাতি দূরে সরে গেল—এরা আমাদের নয়, আমাদের নয়·····।

শ্রীরামানুজ। শ্রীশঙ্করের নূতন সংস্করণ, উপরন্তু কঠোর আচার।

মনুষ্যজাতির সেই প্রাণভরা ভক্তি—আর দূরে সরে যাওয়া। মানুষ তার সাধারণ জীবন যাত্রার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না সেখানে। সে হতাশ হয়ে ফিরে গেল········।

স্থান—গম্ভীরা—নীলাচল।

বসে আছেন—'আমার সোনার গৌরাঙ্গ হে।' সেই বরবপু—কিন্তু কটিদেশে কৌপীন—তাও আবার শ্মশানের ছেঁড়া ন্যাকড়া মাত্র!

যে বিবিদিষা শ্রীশঙ্কর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই বিবিদিষা তাঁর নিজের জীবনে অত মূর্ত হয়নি, যত মূর্ত হয়ে উঠেছিল মহাপ্রভুর জীবনে।

জগৎ দূর হতে দেখল, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, হতাশ হ'ল আর চলে গেল ; শুধু তার মনে হ'ল—এ আমার নয়……..।

ঠাকুরের গায়ে 'র‍্যাপার', পায়ে চটি জুতা। অথচ ঠাকুর পরমহংস !

দৈবী মাষ্টার মহাশয় জগৎকে আশ্বস্ত করলেন। শীতে আমিও গায়ে গরম কাপড় দিই, পায়ে চটি পরি। ঠাকুরের জীবন—এ ত' আমারই জীবন। তবে ঠাকুর মাকে পেয়েছেন—আমি কি করে পাই ! তাই, ঠাকুরের শ্রীমুখের বাণী—"চাঁদা মামা সকলকার মামা।" ঈশ্বর সকলকার। ঠাকুর শ্রীভগবানকে পেয়েছেন—আমিও পাব।

১৬। "কেশব না থাকলে আমি কল্‌কাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব ?"

"পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিবে,
তা বিনু সকলি পর।"

শ্রীভগবান ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। তিনি ভক্ত সৃষ্টি করে নেন।

ঠাকুর কেশববাবুকে কৃপা করেছিলেন। "কেশব কালী মেনেছে।"

শ্রীভগবানের নররূপী বিগ্রহের রূপ অন্তরে দর্শন হ'লে তবেই প্রকৃত ভক্ত সৃষ্টি হয়, নতুবা বিচারাত্মক (দ্রষ্টব্য—'নিবেদন')।

১৭। "হ্যাঁগা, কুক্ সাহেব না কি একজন এসেছে ? সে না কি লেকচার দিচ্ছে ?"

লেকচার দিয়ে ধর্ম হয় না—"তোমার কথা শুন্‌বে কে ?"

"আত্মা যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন তবে মুক্তি—অর্থাৎ ধর্ম।

১৮। "প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম নাই। বলে, 'আমি এখানে থাকব'। শুনলাম, মাগছেলে শ্বশুর বাড়ীতে রেখেছে। অনেক ছেলে-পিলে। আমি বক্‌লুম। দেখ দেখি, ছেলে-পিলে

হ'য়েছে ; তাদের আবার ও পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে দাওয়াবে, মানুষ করবে ? লজ্জা করে না যে, মাগছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুরবাড়ী ফেলে রেখেছে। অনেক বকলুম, আর কর্ম কাজ খুঁজে নিতে বললুম।"

"গাছের পাতাটি নড়ে সেও ভগবানের ইচ্ছায়।" প্রতাপের ভাই সংসার করেছেন—রামের ইচ্ছা—দৈব।

প্রতাপের ভাই ঠাকুরের কাছে আসেন—অর্থাৎ ধর্মও চান।

সৎপথে খেটে খেয়ে ধর্ম করতে ঠাকুর বলছেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর পূজারীর কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

তারপর ঠাকুরের আমূল পরিবর্তন। কে বা পূজারী, কারই বা পূজা ; ঠাকুর নিজেই ঠাকুর। দক্ষিণেশ্বরের কর্তৃপক্ষ তাঁকে পেন্সন্ দিয়েছিলেন। ঠাকুর নিজে বলতেন, "আমি ত' পেন্সিল্ (পেন্সন) খাই।"

১৯। "যাঃ বিয়ে করে ফেলেছে !"

মহামায়া মায়াপাশে আবদ্ধ করেছে।

"যে মাগসুখ ত্যাগ করেছে, সে সব সুখ ত্যাগ করেছে।"

"বিয়ে হওয়া"—যোগাযোগের অভাব, দৈবকৃপা অল্প। দৈব যদি বিশেষ কৃপা করত, তাহলে আদপে বিবাহ হত না।

জগৎ-ব্যাপিত্বে (ব্রহ্মত্বে) বিবাহিত বা অবিবাহিতের কোনপ্রশ্ন উঠে না।

২০। "যাঃ, ছেলে হয়ে গেছে।"

সরষের পুঁটুলি ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেলে—আর সব সরষে কুড়ানো যায় না।

পুত্রে দেহের দ্বিতীয় জন্ম। "তুমিই একরূপে ছেলে হয়েছ।" দেহের ভাগে—দেহেতে আত্মিক শক্তি স্ফুরণের অভাব।

উচ্চাঙ্গের ব্যষ্টির সাধন হয় না।

"ষোল আনা দিলে, তবে ষোল আনা।"

"আমি দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীদুর্গানাম কিনে এনেছি।"

দেহ বিক্রি করে তবে শ্রীদুর্গা নাম কিনতে পারা যায়।

দেহ থেকে আত্মা নিঃসৃত হয়।

ষোল আনা দেহ, তবে ষোল আনা আত্মা—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

তা নইলে এক আনা, দু আনা, চার আনা, ইত্যাদি।

"আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সব সংশয় যায় না।"

এই দেহ থেকে এক আনা, দু আনা, চার আনা রকম আত্মা নিঃসৃত হ'লে, সাধকের পূর্ণ জ্ঞান হয় না। জীবনমৃত্যু রহস্য ভেদ হয় না।

২১। "বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি ?"

"বিদ্যাশক্তি"—বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরানুরাগ ইত্যাদি।

"অবিদ্যাশক্তি"—বিষয়বাসনা, দেহসুখ, ধর্মবিরহিত, অন্যায়ে আনন্দ, ঈশ্বরে ভক্তি কম ইত্যাদি।

আত্মা দেহেতে শক্তিরূপে বিরাজ করছেন।

কোনখানে তিনি বিদ্যাশক্তিরূপে আবার কোনখানে অবিদ্যাশক্তিরূপে প্রকাশ পান।

কেন এ রকম ফারাক ?

সংস্কার বশত।

সংস্কার কি ?

প্রহ্লাদের 'ক' দেখে কৃষ্ণ মনে পড়ত।

এই কৃষ্ণ মনে পড়া সংস্কার।

২২। "তুমি কি জ্ঞানী ?"

ষোল আনা দেহ থেকে ষোল আনা আত্মা নিঃসৃত হবে, সচ্চিদানন্দগুরু সেই আত্মাকে দেখিয়ে দেবেন, ব্রহ্মজ্ঞানেব ফুট কাটবে, কাল ও স্থান নেই—এই উপলব্ধি হবে, তখন আত্মার মধ্যেই বোধ হবে—আমি দেহ নই, আমি আত্মা।

এই অবস্থাকে বলে 'জ্ঞান হওয়া' আর যাঁর এই জ্ঞান হয়েছে তাঁকে বলে 'জ্ঞানী'।

ষোল আনা দেহ—চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সে—পূর্ণ যৌবন।

২৩। "ছেলে যদি সে রকম জোর করে—তা হলে মাবাপ পরামর্শ করে দুতিন বছর আগে হিস্তে ফেলে দেয়।"

"ছেলে"—ভক্ত।

"মা"—আত্মাশক্তি—দেহ।

"বাপ"—নির্গুণ ব্রহ্ম।

"পরামর্শ করে"—দেহেতে প্রকাশ পেয়ে।

"হিস্সে"—ভাগ—হিসাব। "দেখ্, তুইও যা আমিও তা।"

ঠাকুরের হিস্সে মাবাপ ২২।২৩ বছরে দিয়ে দিয়েছিলেন।

ঠাকুরের আত্মা সংকলিত ও আত্মাসাক্ষাৎকার দু-তিন বছর আগে হয়েছিল। ২২।২৩ ও দু-তিন বছর যোগ করলে ২৪।২৫ বছর হয়।

ষোল আনা আত্মা—এক আনা, দু আনা, চার আনা নয়—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

সচ্চিদানন্দগুরু।

"ব্রহ্মের রূপ কল্পনা কে করে?"

"ব্রহ্ম নিজেই করেন।"

নির্গুণ ব্রহ্ম প্রথমে কোন এক অজানা রূপ ধরে ভক্তের কাছে এসে তাঁকে কৃপা করেন অর্থাৎ তাঁকে বরণ করেন।

'অজানা রূপ'—যে মূর্তি আগে কখনও দেখেনি।

১২।১৩ বছর বয়সে সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপা হওয়া চাই—আত্মার বরণ করা চাই—আত্মার কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হওয়া চাই।

ঠাকুরের ১০।১১ বছরে হয়েছিল।

শ্রীশ্রীজগন্নাথের দারুমূর্তি বার বছর চার মাস অন্তর পরিবর্তন হয়—নূতন করে করা হয়।

১২।১৩ বছরে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ—২৪।২৫ বছরে আত্মাসাক্ষাৎকার।

তারপর ১২।১৩ বছর ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্ কাটে। এই ফুট্ কেটে—কাল ও স্থানের (Time and Space) নাশ হয়।

কালের নাশ—ত্রিকাল—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

প্রথমতঃ কাল কি হবে আজ দেখতে পেল। বার বার এই রকম ঘটতে লাগল—এক বছর ধরে। দ্রষ্টা ক্রমাগত এই ভবিষ্যৎ দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

আপনা হতে তাঁর মনে হয়—কাল ঘটবে! আমি আগের রাত্রে দেখেছি—তাহলে ত' ঘটেছিল, ঘটবে আর কোথায়! হয়েছিল, হবে আর কোথায়! ভবিষ্যৎ নয়—অতীত। ভবিষ্যৎ আর অতীত এক হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ আর অতীতকে নিয়ে বর্তমান ফুটছে। ত্রিকাল এক হয়ে যাচ্ছে। এই কালের নাশ। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে অর্থাৎ স্থিত সমাধিতে কিছুই থাকে না।

স্থানের নাশ—গোটা কলকাতা সহরটা আপনি আপনার মাথার ভিতর দেখলেন। যেন ভেল্কির মতন হয়ে গেল। কল্পনার নয়—সত্যিকারের কলকাতা। তারপর সে অনুভূতি ভেঙে গেল। মনে হ'ল—এত বড় কলকাতা আমার মাথার ভিতর—ধরলো কি করে? এই আমার অন্তরে কলকাতা আর বাইরের কলকাতা কিন্তু এক। কোন সন্দেহ থাকে না। তখন ঠিক বুঝতে পারা যায়—বাইরে যা কলকাতা দেখছি তা ভুল দেখছি। এ এত বড় নয়,—আবার এত বড়ও বটে, আবার ছোটও বটে। মাথার ভিতর ধরলো কি করে? এই সব ফুটের অনুভূতির শেষ হয়—নিঃসন্দেহ হয়—বিশ্বরূপ দর্শনে। আত্মার মধ্যে জগৎ।

ঠাকুরের "ম আর রা।"

আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ। বিজ্ঞানীর প্রথম স্তর। এই স্তরের পূর্ণ জ্ঞান—'আমি আত্মা! আমার মধ্যে জগৎ!'

'তারে, তারে বাড়া আছে'—'আমি নেতি, নেতি, শুদ্ধ আত্মা'—সে এখন অনেক দূরে।

২৪। "তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে?"

"আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ"—"ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি অভেদ।"

"আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"

"সাকার"—কারণশরীর—ইষ্ট সাক্ষাৎকার।

উঁচু সাকার ঘর—বহুবিধ দেবদেবী দর্শন।

"নিরাকার"—আত্মাসাক্ষাৎকার থেকে নিরাকার আরম্ভ, আর নির্গুণ ব্রহ্ম সেও নিরাকার। তত্ত্বজ্ঞানে তিনি যদি প্রকাশ পান তবে বলা যায়, 'আমি জানি না।'

২৫। "তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।"

শ্রীভগবান যদি কৃপা করে সমস্ত বুঝিয়ে দেন তবে জানতে পারা যায়, তিনি কি!

স্বয়ম্ভু আত্মা যদি কৃপা করে দেহের মধ্যে প্রকাশ পান, আর প্রত্যেক স্তরের অনুভূতিতে প্রকাশ পান, তবে ঠিক দেখতে পাওয়া যায়, বুঝতে পারা যায়, বলতে পারা যায়।

কেউ জানে না ভগবান কি ; তিনি কৃপা করে দেখিয়ে দেবেন, জানিয়ে দেবেন,—তবে।

২৬। "মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।"

"চিন্ময়ী প্রতিমা"—ভক্ত দেখেন প্রতিমা চিন্ময়ী। জ্বল্ জ্বল্ করছে প্রতিমার চারিধারে জ্যোতি ; —ভক্তের চোখে জ্যোতির প্রতিমা ফুটে ওঠে। এই জ্যোতি ভক্তের চক্ষু হতে প্রতিফলিত হয়ে প্রতিমায় লিপ্ত হয়ে আবৃত করে। বাইরে থেকে এ জ্যোতি আসে না। অন্তর্যামী আত্মা অন্তরে আছেন—তাই চক্ষু থেকে আত্মিক জ্যোতি বেরিয়ে প্রতিমাকে চিন্ময়ী করেছে। এই প্রথম অবস্থা।

দ্বিতীয় অবস্থা—এই চিন্ময়ী প্রতিমা ভক্ত নিজের মাথার ভিতর দেখছেন—বাইরে তার প্রতিচ্ছবি। এখনও ভক্ত বুঝতে পারেন না—তিনি ঠিক বাইরে দেখছেন, কি ভিতরে দেখছেন। ভক্ত জানেন—তিনি বাইরে দেখছেন।

ঠাকুর দেখলেন তাঁর দেহ থেকে কালপুরুষ বেরুল। তিনি মাকে বললেন, "মা, ওকে কেটে ফেল।" মা খাঁড়া দিয়ে কালপুরুষকে কেটে ফেললেন। কই, রক্ত পড়ল না ত! সমস্তই ঠাকুর নিজের ভিতরে দেখছেন। বাইরে কিছু নেই। মায়া—মিথ্যা—নেই। যদি কেউ বলেন—বাইরে যদি নেই, তবে ভিতরেও নেই।

নিশ্চয়ই কিছু নেই।

অজ!

তবে বাইরে আর ভিতরে ফারাক—বাহির স্থূল, আর ভিতর সূক্ষ্ম।

তৃতীয় অবস্থা—এই অবস্থা আত্মাসাক্ষাৎকারের বহু পরে—যখন ব্রহ্মজ্ঞানের বহু ফুট্ কেটে দেহ হালকা হয়ে পড়ে—তখন দেখা যায়। ইষ্ট দেহ থেকে চিন্ময়রূপে বেরুলেন, আবার দেহের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আত্মা দেখিয়ে দিলেন,'আমি দেহে; আর চিন্ময়রূপ যা দেখ, তা দেহ থেকে বেরোয়।'

২৭। "কেবল লেক্চার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া।"

যাঁরা লেক্চার দেন, তাঁরা শ্রীভগবানের বিষয় কিছুই জানেন না। অবশ্য চাপরাস বা আদেশ পেয়ে শ্রীভগবানের কথা বলা—সে আলাদা। তখন তিনি ভক্তের ভিতর থেকে কথা বলেন, অপবে শোনে—শ্রীভগবানের মহিমা প্রচার—কীর্তন।

তাই ঠাকুর বলেছেন, "মা, আমি বলছি, না তুমি বলছ ?"

"বুঝিয়ে দেওয়া"—অন্তর্যামী শ্রীভগবান যদি অন্তর থেকে কাকেও বুঝিয়ে দেন, তবে সেই বোঝে।

"হরি, তুমি জানাও যাবে, সেই জানে।"

ঠাকুর বলেছেন, "তোমার কথা লিবে কে ?"

তোমার কথা কেউ শুনবে না।

তুমি গুরু নও !

"মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না।"

সেই সচ্চিদানন্দই গুরু।

সেই সচ্চিদানন্দ গুরু যখন কৃপা কবে অন্তব থেকে বুঝিয়ে দেন তখন বোঝে।

২৮। "যদি বুঝাবাব দবকাব হয়, তিনিই বুঝাবেন। তিনি ত অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটিব প্রতিমা পূজা কবাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না, তাঁকেই ডাকা হচ্ছে ? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার ওর জন্য মাথা ব্যথা কেন ?"

জনার্দন ভাব গ্রহণ করেন, আর তাতেই তাঁর আনন্দ।

"মাটির প্রতিমা"—এই দেহ। এই দেহের পূজা করলে তবে আদ্যাশক্তি প্রসন্না হন। তিনি কৃপা করে আত্মারূপে পরিণত হন।

হিমালয়ের গৃহে যতক্ষণ না পার্বতী জন্মগ্রহণ করছেন—ততক্ষণ এ দেহ হিমালয়—পাষাণ—মাটি !

২৯। "নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন ক'রেছেন। যাঁর জগৎ, তিনিই এসব করেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।"

এক আনা, দু আনা, চার আনার কথা।—আত্মা দেহীর দেহ থেকে কৃপা করে যতটুকু মুক্ত হয়ে প্রকাশ পান।

কোন দেহে তন্ত্রের সাধন।

কোন দেহে বেদের সাধন।

আবার কোথাও বা বেদান্তের—আত্মার সাধন বা বিদেহ সাধন। আবার কোথাও বা তত্ত্বজ্ঞান।

আবার এরপর অবতারলীলা।

এরপর নিত্যলীলা।

নিত্যলীলা সাকার আবার নিরাকার।

নিত্যলীলা—অখণ্ড চৈতন্যে লীন হওয়া—নিরাকার।

সাকারলীলা—সাকার মূর্তিতে।

এই মূর্তি বহু, আবার এক।

যখন এক মূর্তি—তখন স্ফটিক সাকার (চিন্ময়রূপ—'তিন পুরুষে আমির'। অতীতের নয়—বর্তমান। ঠাকুরদা দেখেন, বাপ দেখেন, নাতিও দেখে। আবার পুরুষানুক্রমে চলতে থাকবে এই দর্শন)।

৩০। "ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্ব্বদা করতে হয়।"

মহাপ্রভু সর্বক্ষণ 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' জপ করতেন। অবশ্য তিনি করতেন, "আপনি আচরি ধর্ম, শিখায় অপরে।"

এই সর্বক্ষণ নাম জপ করায় জিভে এবং তালুতে পরস্পরে আঘাত করে। এতে যোগের সূত্রপাত হয়।

দেহেতে শ্রীভগবান যোগনিদ্রায় নিদ্রিত। তাঁর যোগনিদ্রা ভাঙতে হবে,—আত্মাকে দেহ থেকে নিঃসৃত করতে হবে।

কিসে হয়? যোগের দ্বারা।

এই যোগের আরম্ভ কোথায়?

দেহের দুটি স্থান।

হাতে হাততালি দিয়ে হরিনাম করা। ঠাকুর তাই হাততালি দিয়ে সকাল সন্ধ্যায় হরিনাম করতে বলতেন।

আর জপ করা—জিভ আর তালুর সংস্পর্শ—যোগ। ঈশ্বরের যোগনিদ্রা ভঙ্গ করা।

৩১। "ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু।"

সাধু কে?

শ্রীভগবানের নামে যাঁর মন প্রাণ তাঁতে লীন হয়—অর্থাৎ সমাধিস্থ হন—তিনি সাধু। অবশ্য ধ্যানেও সমাধি হয়—সে ধ্যানসিদ্ধের সমাধি; তিনিও সাধু।

মুহুর্মুহু সমাধি হওয়া বা 'করামলকবৎ'—এই হ'ল সহজিয়া। এসব খুব উচ্চাঙ্গের লক্ষণ।

শ্রীভগবান দর্শন যাঁর হয়েছে—তিনিও সাধু।

ঈশ্বরকটি নিত্যসিদ্ধ অবতার আর নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটির যে রকম প্রভেদ, সেই রকম।

ভক্ত কে?

নিজের দেহের ভিতর 'মানুষ-রতন'কে যিনি দেখেছেন, আর বয়ে নিয়ে বেড়ান—তিনি ভক্ত। দেহের ভিতর শ্রীভগবান ভক্তের রূপ ধারণ ক'রে হরিনাম করেন।

ভগবান, ভক্ত, ভাগবত—তিনই এক।

৩২। "বড় মানুষের বাড়ীর দাসী সব কাজ ক'চ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ীর দিকে মন প'ড়ে আছে।"

"বড় মানুষের বাড়ী"—এ জগৎ—শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য।

"দাসী"—দেহ।

"নিজের বাড়ী"—শ্রীভগবানের কাছে—সালোক্য।

৩৩। "ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে, তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।"

"ভক্তিরূপ তেল"—তত্ত্বজ্ঞান—চৈতন্য—তুমি, তুমি—তুঁহু, তুঁহু।

"সংসারের কাজ"—বেঁচে থাকা—শ্রীভগবানের নাম করা আর তাঁর লীলা দেখা—দেহের মধ্যে—অবশ্য তিনি যদি কৃপা করে দেখান।

ঠাকুরের নিকষার কাহিনী—"আমি প্রাণভয়ে পালাচ্ছি না। বেঁচেছিলুম বলে তোমার এই লীলা দেখলুম, আরও তোমার কত লীলা দেখতে পাব। যদি আরও বাঁচি আরও লীলা দেখব।"

৩৪। "মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে, সব কাজ ফেলে সূর্যোদয়ের পূর্বে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।"

"মাখন"—আত্মা।

"নির্জনে দই পাতা"—একলা হওয়া—অর্থাৎ জগৎ থেকে মন কুড়িয়ে দেহেতে নিয়ে আসা। এমন কিছু না দেখা, না স্পর্শ করা, না শোনা—যাতে রক্তচাঞ্চল্য ঘটে। তাহ'লে দই বসে না।

"সূর্যোদয়ের পূর্বে"—২৪।২৫ বছরের মধ্যে। ষোল আনা দেহ দান,—ষোল আনা পাওয়া। ষোল আনার কাপড় নিতে গেলে, ষোল আনা দাম দিতে হবে।

"মন্থন দণ্ড"—কুণ্ডলিনী। তিনি সহস্রারে নৃত্য ক'রে আত্মার জন্য স্থান তৈরী করেন। "কমলের কমলে নাচ মা, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী।"

৩৫। "সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না; ভেসে থাকবে।"

তত্ত্বজ্ঞান—আমি না—তুমি।

৩৬। "ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?"

ঈশ্বর দর্শনের অনেক ক্রম। ইষ্ট সাক্ষাৎকার থেকে আরম্ভ ক'রে নিত্যলীলা যোগ পর্যন্ত। ঠাকুর বলতেন, "তাঁর ইতি করা যায় না।"

ইষ্ট সাক্ষাৎকার হ'ল—ঈশ্বর দর্শন হ'ল।

আত্মাসাক্ষাৎকার হ’ল—ঈশ্বর দর্শন হ’ল।

আত্মার মধ্যে জগৎ—বিশ্বরূপ দর্শন হ’ল—ঈশ্বর দর্শন হ’ল।

সেই বিরাট জগৎ বীজে পরিণত হ’ল—ঈশ্বর দর্শন হ’ল।

বীজ স্বপ্নে পরিণত হ’ল—সেও ঈশ্বর দর্শন।

তারপর কি আছে কিছু জানবার যো নেই, বলবার যো নেই, দেখবার যো নেই, বুদ্ধের—‘শূন্যং’। এখন আর দর্শন নয়। এর পরে যখন জ্ঞান এল তখন—‘আমি না, তুমি,—শুধু তুমি।’

“বাবু, আমার আমি খুঁজতে যাই, খুঁজে পাই না।”

এই ‘তুমি’ চৈতন্যরূপে যুটে উঠলেন—“অন্ধকারে লাল চীনে দেশলায়ের আলোর মতন।”

আবার দর্শন। এর পর অবতরণ দর্শন—চৈতন্যের অবতরণ।

তারপর মানুষ-রতন দর্শন—এও ঈশ্বর দর্শন।

এর পর নিত্যলীলা যোগ—এতেও দর্শন আছে—এও ঈশ্বর দর্শন,—ইতি নেই।

৩৭। “ব্যাকুলতা হ’লেই অরুণ উদয় হ’ল। তারপর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন।”

“অরুণ উদয়”—ষষ্ঠভূমিতে জ্যোতিদর্শন।

“সূর্য্য দেখা”—রেশমের পর্দার আড়ালে সূর্য্যের মত উজ্জ্বল জ্যোতিপিণ্ড—সপ্তমভূমির দ্বারদেশ।

“ঈশ্বর দর্শন”—আত্মাসাক্ষাৎকার—সপ্তমভূমি।

৩৮। “তিন টান হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, আর সতীর পতির উপর টান।”

“তিন টান”—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ।

“বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান”—দেহ। দেহীর দেহজ্ঞান।

“মায়ের সন্তানের উপর টান”—সূক্ষ্ম শরীর। ‘দেহ’—মা, আর ‘ছেলে’—সূক্ষ্ম শরীর।

“সতী”—কারণশরীর।

"পতি"—আত্মা—সপ্তমভূমি।

সতী পতিতে পরিণত হয়। আরসুলার কাঁচ পোকা হয়ে যাওয়া,—গুটিপোকার প্রজাপতি হয়ে উড়ে যাওয়া, যদি গুটি কেটে বেরুতে পারে—আদ্যাশক্তির আত্মায় পরিবর্তিত হওয়া, অর্থাৎ "আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ।"

৩৯। "বিড়ালছানা কেবল মিউ মিউ করে মাকে ডাকতে জানে।"

শুধু শ্রীভগবানকে ডাকা।

মহাপ্রভুর—"কৃষ্ণ, কৃষ্ণ"।

ঠাকুরের—"মা, মা"।

যীশুর—"ফাদার, ফাদার"। ("পিতা, পিতা।" বেদে—"পিতাহি নোঽসি। পিতাহি চরাচরস্য। পিতাহি বিশ্বস্য।" বেদের ঋষিদের প্রথমতঃ একমাত্র কাম্য ছিল—পিতৃলোকে গমন।)

মহম্মদের—"আল্লা, আল্লা।"

—জপ করা। তার অনুভূতি যা হবার আপনা হতে হয়। বেদের—বিদ্বৎ। আপনা হতে স্বয়ম্ভু আত্মার প্রকাশ। যার হয় সে সাক্ষীস্বরূপ।

(৫ই মার্চ্চ, রবিবার, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ)

৪০। "হাতী নারায়ণ—মাহুত নারায়ণ।"

"হাতী নারায়ণ"—মন—মন মদমত্তকরী।

"মাহুত"—আত্মা—বিবেকরূপে দেহেতে প্রকাশ।

মন ভোগের দিকে নিয়ে যেতে চাইবে, তাই বিবেক যা বলে তাই শুনতে হয়।

"বিবেক নামে তার বেটারে, তত্ত্বকথা তায় শুধাবি।"

৪১। "আপো নারায়ণঃ—জল নারায়ণ........।"

প্রত্যেক মানুষেই নারায়ণ আছেন। তিনি কোন মানুষে বিদ্যাশক্তি-রূপে, আবার কোন মানুষে অবিদ্যাশক্তিরূপে প্রকাশ। সৎলোকের সঙ্গে মেলামেশা—অসৎসঙ্গ ত্যাগ।

৪২। "রাখাল, সাপ—আর ব্রহ্মচারী........।"

"রাখাল"—রিপুগণ ; যাদের প্ররোচনায় মানুষ ভোগে আসক্ত হয়।

"গরু"—দেহ।

"মা আমায় ঘোরাবি কত।
চোখ ঢাকা বলদের মত॥"

"সাপ"—কুণ্ডলিনী শক্তি।

"ব্রহ্মচারী"—সচ্চিদানন্দগুরু।

কুণ্ডলিনী শক্তির দুটি অবস্থা। অন্তর্মুখী আর বহির্মুখী। প্রাণশক্তি-রূপে তিনি বহির্মুখী। ভোগ চলেছে। রাখালেরা দূরে আছে। তাদের কাজ আপনা হতে চলেছে।

"ব্রহ্মচারী আসিল"—সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা করলেন। সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায় কুণ্ডলিনী অন্তর্মুখী হলেন।

"তখন রাখালেরা........"—ইন্দ্রিয়গণ—আক্রমণ করল। এই অবস্থায় ফোঁস করে তেড়ে যাওয়া—সাবধান হওয়া।

সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা করেছেন। "বাপে ছেলেকে ধরলে, সে ছেলে আর পড়ে না।"

"সে জানে যে মন্ত্র ও নিয়েছে তা সাধন না হ'লে ওর দেহত্যাগ হবে না"—সচ্চিদানন্দগুরু যে দেহে উদয় হন সেই দেহীর পরমায়ু বেড়ে যায়।

৪৩। "জীব চার প্রকার—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।"

"বদ্ধজীব"—সাধারণ মানুষ—কামিনীকাঞ্চনে আবদ্ধ। "উট কাঁটা ঘাস খায়, দরদর করে রক্ত পড়ে, মনে করে বেশ আছি।"

"মুমুক্ষুজীব"—সাধক। সাধনার আরম্ভ—সূক্ষ্মভাবে কুণ্ডলিনীর জাগরণ আর দক্ষিণদিকের তলপেটে প্রাণশক্তির দর্শন।

চতুর্থভূমিতে কুণ্ডলিনী জ্যোতিরূপে প্রকাশ হলেন—বাইরে আবার ভিতরে,—এই প্রকৃত সাধন আরম্ভ। সাধক এই জ্যোতি দেখেন আর অবাক হয়ে বলেন, 'একি! একি!'

"মুক্তজীব"—দু' রকম। আত্মা কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হয়ে সহস্রারে আত্মারূপে দেখা দেন—এই প্রথম স্তরের অনুভূতি। আবার, আত্মা

দেহ থেকে মুক্ত হয়ে নিজের ছায়ামূর্তিতে সামনে দাঁড়িয়ে নাচতে থাকেন আর বলেন, 'আমি মুক্ত হয়েছি।'

দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি—ঠাকুরের কথা, "তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে বলবেন তবে জানবি ঠিক হয়েছে।"

"নিত্যজীব"—সচ্চিদানন্দ আত্মা যে রূপ ধারণ করে দেহের মধ্যে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে দেহীকে বরণ করেন, কৃপা করেন, তিনিই হলেন নিত্যজীব। নিত্যজীব শাশ্বত, আর চিরকাল আত্মা এঁদের রূপ ধরে অপরের দেহের মধ্যে লীলা করেন।

শুক ভাগবত শোনাচ্ছেন পরীক্ষিৎকে।

নারদ সকলকে হরিগুণগান শুনিয়ে বেড়াচ্ছেন।

সাড়ে তিন হাজার বছরের মসেস্‌কে (Moses) এখনও লোকে দেখে।

আড়াই হাজার বছরের বুদ্ধকেও দেখে ; দু হাজার বছরের যীশুকেও দেখা যায়। বারশ' বছরের শঙ্করকেও দেখে ; পাঁচশ' বছরের মহাপ্রভুকেও দেখে ; আর ঠাকুরকে ত' দেখছেই।

কি করে দেখে ?

আত্মা দেহের মধ্যে। .আত্মার মধ্যে জগৎ।

জগৎ—ত্রিকাল—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ।

আত্মা কৃপা করে অতীত থেকে যে মূর্তি ধারণ করে দেহীকে কৃপা করেন, দেহী সেই শাশ্বত নিত্যজীবের মূর্তি দেখতে পান। আত্মা কৃপা করে রুহিদাসের মূর্তিতে মীরাকে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে বরণ করেছিলেন। মীরা তখন বালিকা। মীরা জন্মাবার বহু পূর্বে রুহিদাস দেহরক্ষা করেছিলেন। এই দর্শন ব্রহ্মলীন অবস্থা থেকে হয়—মানুষ-ব্রহ্ম।

৪৪। "বিশ্বাস হ'য়ে গেলেই হ'ল।"

"বিশ্বাস"—শ্রীভগবানের কৃপা—দেহ থেকে আত্মার মুক্তি ও দর্শন।

দর্শন দু' রকম, আংশিক ও পূর্ণ।

আংশিক—ইষ্টমূর্তি অথবা জ্যোতিদর্শন, কিংবা ইষ্ট ও জ্যোতি দুই দর্শন।

পূর্ণ দর্শন—সচ্চিদানন্দগুরু যখন আত্মাকে দেখিয়ে দেন। এই হ'ল পূর্ণ দর্শন।

ঠাকুর ছোট নরেনকে বলেছিলেন, "না দেখলে ভালবাসবি কাকে?" 'অস্তি—ভাতি—প্রিয়।"

দর্শন না হ'লে বিশ্বাস হয় না।

৪৫। "বিশ্বাসের কত জোর তাতো শুনেছ? পুরাণে আছে রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁকে লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হ'ল। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাফ্ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল। তার সেতুর দরকার নাই।"

"লঙ্কা"—সহস্রার।

"সেতু বাঁধা"—সাধন করা।

রামচন্দ্রের ভিতর শ্রীভগবান অবতীর্ণ হবেন—এ হয়েই আছে (predestination)। তিন কাল নেই—এক কাল হয়ে যায় ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্ যখন কাটে; তবুও শ্রীরামচন্দ্রকে সাধন করতে হয়েছিল।

ঠাকুর—"আমায় কিন্তু কঠোর সাধন করতে হয়েছিল।"

শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রকে দেখেছিলেন।

"অবতারকে দেখাও যা ভগবানকে দেখাও তা।"

শ্রীহনুমানের পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছিল—শ্রীভগবানের কৃপায়। আগে সাক্ষাৎ, পরে বিশ্বাস। তাঁর নাম ও নামী অভেদ জ্ঞান হয়েছিল। এই নাম নামী অভেদ জ্ঞান হয় তখন—যখন, "একবার ওঁ বল্লে সমাধি হয়।"

একবার নামের সঙ্গেই নামীর প্রকাশ আর তাঁতে লয় হওয়া। তাই শ্রীহনুমানকে কঠোর সাধন করতে হয় নি।

কৃপার কথা,—"আমরা এখন ঘুমিয়ে থাকি, সকালে উঠে দেখব—বাবু হয়ে গেছি।"

'বাবু'—ঈশ্বর।

সমাধিতে আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিবর্তিত হন—"আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ।"

৪৬। "বিভীষণ একটি পাতায় রামনাম লিখে, ঐ পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খুঁটে বেঁধে দিছিল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বললে, 'তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস ক'রে জলের উপর দিয়ে চলে যাও; কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে।' লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল! এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হল যে কাপড়ের খুঁটে কি বাঁধা আছে একবার দেখে। খুলে দেখে যে কেবল রামনাম। তখন সে ভাবলে, একি! শুধু রামনাম একটি লেখা রয়েছে! যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।"

"বিভীষণ"—ভক্ত। তিনি আর একজনকে কৃপা করলেন।

"অবিশ্বাস করা"—'অহং' জ্ঞান হওয়া। আমি কর্তা।

"লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল"—লোকটির বেশ সাধন হচ্ছিল,—ভবসমুদ্র পার হচ্ছিল।

"হেঁটে"—বিবিদিষা—কষ্ট করে।

আত্মার কৃপা হ'লে এক লাফে পার হয়ে যেত—ভবসমুদ্র।

এক লাফে (কপিবৎ) মহাবায়ু সহস্রারে উঠে সমাধিস্থ হ'ত।

লোকটি দেখেছিল বিভীষণকে,—শ্রীরামচন্দ্রকে, অবতারকে নয়। তার পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হয়নি। তাই বাসনা জেগে উঠল।

"কাপড়ের খুঁটে"—দেহে।

"শুধু রামনাম লেখা"—দুটি অক্ষর মাত্র—নাম নামী অভেদ, এ অনুভূতি ত' হয়নি।

"অমনি ডুবে গেল"—আবার তার পূর্ণ জীবত্ব বা অহংকার ফিরে এল।

মানুষ কৃপা করলে হয় না—মানুষের কি সাধ্য অপরকে মুক্তি দেয়? "ঈশ্বর যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন, তবে মুক্তি।"

এমন কি 'শাক্তী' হ'লেও টেকে না।

ঠাকুর শাক্তীতে পণ্ডিত শ্যামাকান্ত বিদ্যাবাগীশের বুকে পা দিয়েছিলেন। পণ্ডিত বলরামবাবুকে বলেছিলেন, "নরেন্দ্রের বুকে হাত দিতে তাঁর যেমন হয়েছিল, আমার ত' তেমন কিছু হলো না।"

৪৭। "যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে—তবুও শ্রীভগবানে এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে, 'আমি আর এমন কাজ করবো না,' তার কিছুতেই ভয় হয় না।"

"ঈশ্বর অপরাধ একবার ক্ষমা করেন, কিন্তু বারবার ক্ষমা করেন না।"

অপরাধ করা—নিজেকে নিজে আঘাত করা। তাতে অন্তর্যামী নারায়ণ—আত্মা, আরও অন্তরে চলে যান। অর্থাৎ আত্মিক স্ফুরণ হয় না। আধার ছোট হয়ে যায়। দেহের উপর অভিশাপ হয়। দেহ শক্ত হয়ে যায়। এসব প্রবর্তক ও সাধক অবস্থার কথা।

৪৮। "দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে, যেমন জুজুটি ; আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক মূর্তি।"

"দুরন্ত ছেলে"—শক্তি বেশী—বড় আধার।

"বাবার কাছে"—শ্রীভগবানের কাছে।

"যখন বসে"—ধ্যান করে।

"যেমন জুজুটী"—স্থির, নিশ্চল, 'জড়বৎ'।

"নরেন্দ্র ধ্যান সিদ্ধ।" ধ্যান করতে বসলে স্বামিজী অখণ্ডে লয় হয়ে যেতেন।

"আবার চাঁদনিতে যখন খেলে"—চিকাগো (Chicago) ধর্ম মহাসভা।

"তখন আর এক মূর্তি"—বিশ্ববিজয়ী।

এসব জ্ঞানীর লক্ষণ ; বিজ্ঞানীর নয়।

জ্ঞানী—"লোকশিক্ষায় সিংহবিক্রম।"

বিজ্ঞানীর এলানো ভাব।

৪৯। "বেদে আছে হোমাপাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে। কিন্তু এত উঁচু যে, অনেকদিন থেকে ডিম পড়তে থাকে। ডিম পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে সে প'ড়ে যাচ্ছে, মাটিতে

প'ড়লে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মা'র দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"

"বেদ"—এখানে নির্গুণ ব্রহ্ম।

"হোমা পাখী"—সচ্চিদানন্দগুরু। আত্মাপক্ষী—ধ্যানে প্রথম অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। মহাকাশের নীচে ডানা মেলে স্থির হয়ে আছে,—এ সব পূর্ণাঙ্গ (ষোল আনা) সাধন। এও এক প্রকার সমাধি।

সচ্চিদানন্দগুরু নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে রূপ ধারণ করে আসেন। তিনি 'অজানা' লোক—অর্থাৎ ভক্ত আগে কখনও তাঁকে দেখেনি ; এটি ষোল আনা সচ্চিদানন্দগুরু লাভের একটি লক্ষণ।

দেহের মধ্যে শুকের জন্ম হয়—ভক্তের জন্ম থেকে বার বছর চার মাস পরে।

"সে পড়ে যাচ্ছে, মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে"—দেহের সঙ্গে মিশিয়ে যাবে—দেহেতে আবদ্ধ হয়ে যাবে।

"মার দিকে চোঁচা দৌড়"—আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। প্রথম সগুণ, পরে নির্গুণ। আত্মা আলাদা, সচ্চিদানন্দগুরু আলাদা—তা নয়।

সচ্চিদানন্দগুরু আত্মায় পরিবর্তিত হন।

"........তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত'
সাগর লহরী সমানা॥"

৫০। "........শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন।"

ষষ্ঠভূমিতে মন থাকলে ঈশ্বরীয় কথা ব্যতীত অন্য কথা শুনলে কষ্ট হয়।

৫১। "এর নাম সমাধি।"

সমাধির তিনটি অবস্থা।

প্রথম—শ্রীভগবান দর্শন।

দ্বিতীয়—শ্রীভগবান হয়ে যাওয়া—'সোঽহং'—সগুণ ব্রহ্ম।

তৃতীয়—নির্গুণে লয় হওয়া—স্থিত সমাধি।

বৌদ্ধেরা ১৩৫ প্রকার সমাধির কথা বলেছেন।

"গজ ফিতে দিয়ে ভগবানকে মেপে ফেলেছে।"

"সমাধি"—ঈশ্বর-উপলব্ধি। যতবার সমাধি হয়, ততবারই নূতন। এসব জীবকটির হয় না। নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটি অবতারের হয়—সহজিয়া—মুহুর্মুহু সমাধি।

ধ্যানের সমাধি—নিম্নস্তরে অন্য এক রকম,—তবে উর্দ্ধাঙ্গে স্থিত-সমাধিতে সব এক।

"ধ্যান করে তাঁকে এক রকম জানতে পারা যায়, আবার তিনি যখন জানিয়ে দেন তখন অন্য রকম।"

ঠাকুর মোটামুটি চার প্রকার সমাধির কথা বলেছেন—উন্মনা, চেতন, জড় ও স্থিত।

দত্তাত্রেয় ও জড়ভরতের 'জড় সমাধি'—ব্রহ্মজ্ঞানের পর আর এঁরা নামেন নি। এ হ'ল আগমের সমাধি।

শুক আর নারদের 'চেতন সমাধি'—এ হ'ল নিগমের সমাধি। ব্রহ্ম-জ্ঞানের পর চৈতন্য কণ্ঠ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৫২। "শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন।

"শিহরণ"—অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণের একটি লক্ষণ।

প্রকৃতপক্ষে কুণ্ডলিনী সহস্রারে যান আর পলকের তরে সহস্রার স্পর্শ ক'রে আত্মিক জ্যোতিতে প্রকাশ পেতে চেষ্টা করেন, আবার নেমে আসেন, আবার সহস্রারে যান।

"কালী পদ্মবনে হংস সনে,
হংসী হ'য়ে করে রমণ।"

একেও এক প্রকার সমাধি বলে—কারণ মহাবায়ু 'কপিবৎ' সহস্রারে গমন করেন।

৫৩। "দেহ রোমাঞ্চিত........।"

দেহ-ব্যাপ্তি শ্রীভগবানের প্রকাশ—অর্থাৎ দেহেতে আন্তরিক পরিবর্তন, সেই পরিবর্তনের প্রমাণ এই রোমাঞ্চ। খুব পাকা অবস্থায় দেহেতে এই

রোমাঞ্চ বা পুলক প্রকাশ পেয়ে দেহীকে জানিয়ে দেয়—'সত্য'। দেহী কোন কথা, অবশ্য হরিকথা, বললেন, তাঁর দেহে সঙ্গে সঙ্গে পুলক হ'ল। অন্তর্যামী আত্মা অন্তর থেকে সাড়া দিয়ে জানিয়ে দিলেন—'সত্য বলেছিস, তাই তোর দেহে সত্য প্রকাশ পাচ্ছে।'

৫৪। "আনন্দাশ্রু……।"

একটি সাত্ত্বিক লক্ষণ,—দেহ যোগযুক্ত হয়েছে, তার চিহ্ন।

৫৫। "মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন।

না, একদম্ হাসিতেছেন না।

মহাবায়ু যখন সহস্রারে ওঠে, তখন বায়ুর চাপে গাল দুটি স্ফীত হয়—ঠোঁট ফাঁক হয়ে যায়। সাধারণ চোখে দেখলে হাসি ব'লে বোধ হয়।

সমাধি অবস্থায় এক রকম অট্ট অট্ট হাসি হয়—সে কিন্তু নিম্নাঙ্গের সমাধি।

পরমহংস অবস্থা যখন দেহেতে প্রকাশ পায়, তখন ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক হয়, আর মৃদু কম্পন লক্ষ্য হয়—দেখলে বোধ হবে ফিক্ ফিক্ করে হাসি। প্রকৃতপক্ষে এ হাসি নয়—সমাধির লক্ষণ।

৫৬। "এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়রূপ দর্শন?"

"চিন্ময়রূপ" দু'রকম।

(১) চিন্ময় মূর্তি।

(২) জ্যোতি।

চিন্ময় মূর্তির চেয়ে জ্যোতি শ্রেষ্ঠ।

চিন্ময় মূর্তি—ষষ্ঠভূমির অনুভূতি।

জ্যোতি—সপ্তমভূমির দ্বারদেশের অনুভূতি।

কখনও কখনও জ্যোতিদর্শন ক'রে সমাধি হয়, কিন্তু অধিকাংশ সময় বায়ুর গতি এত প্রবল—রূপ আর ফুটতে ফুরসৎ পায় না—বায়ুলীন হয়ে যায়।

(৬ই মার্চ্চ, সোমবার, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ)

৫৭। "'ঐ রে, আবার এসেছে।'—বলিয়াই হাস্য?"

ভক্ত শ্রীভগবানের কাছে এসেছেন—তাই শ্রীভগবানের আনন্দ। তিনি

যে ভক্ত বড় ভালবাসেন—তাই আনন্দ। ভক্ত না হ'লে শ্রীভগবান থাকতে পারেন না। ভক্ত,—সে যে আপন জন—অন্তরঙ্গ—সংস্কারবান পুরুষ—দৈবী লোক—শ্রীভগবানের নরলীলার সহায়! তাই আনন্দ হাসিরূপে ফুটে উঠেছে।

'ভক্ত'—দেহ।

'শ্রীভগবান'—আত্মা।

নরদেহ ব্যতীত আত্মার পূর্ণ প্রকাশ আর কোথাও হয় না।

৫৮। "আফিমের মৌতাত ধরেছিল—ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে।"

অভ্যাসযোগ।

ধ্যানসিদ্ধ অবস্থায় বুঝতে পারা যায়।

নির্ধারিত ধ্যানের সময়ে আপনা হ'তে ধ্যান হয়।

"আফিমের মৌতাত"—ব্রহ্মানন্দ, আর এই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন।

এ সব খুব পাকা অবস্থায় হয়।

৫৯। "ইনি ঠিক কথাই বলিতেছেন। বাড়ীতে যাই কিন্তু দিবানিশি ইঁহার দিকে মন পড়িয়া থাকে—কখন দেখিব, কখন দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আনলে। মনে ক'রলে অন্য যায়গায় যাবার যো নাই, এখানে আস্‌তেই হবে।"

চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করেছে—লোহাকে আসতেই হবে।

যোগমায়া ভেল্কি লাগিয়েছে,—একে বলে আকর্ষণ। সংস্কারবান পুরুষ আকৃষ্ট হয়—হাবাতের হয় না। যোগমায়া—যোগযুক্ত দেহ।

এ এক প্রকার যোগ।

দুটি আছে—চিন্তা আর ব্যাকুলতা।

চিন্তার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, আর ব্যাকুলতা দেহশুদ্ধির পরিচয়।

৬০। "দ্যাখ, এর একটু উমের বেশী কিনা, তাই একটু গম্ভীর।"

বেশী বয়স হলে পূর্ণাঙ্গ সাধন হয় না।

ঠাকুরের ১০।১১ বছর বয়সে জ্যোতিদর্শন—সমাধিস্থ হওয়া।

১২।১৩ বছরে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ—এই হ'ল ঠাকুরের যুগের বয়স।

"গম্ভীর"—আত্মা ষোল আনা প্রকাশ পাবে না।

৬১। "এরা এত হাসিখুসী করছে।"

এদের আনন্দ বেশী।

এদের আত্মিক স্ফুরণ বেশী হবে।

৬২। "হনুমানের কি ভাব!........যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে, তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগলো।"

"হনুমান"—ভক্ত।

"স্ফটিকস্তম্ভ"—ভাগবতী তনু।

"ব্রহ্মাস্ত্র"—আত্মা। 'আমি' রূপ রাবণবধের ব্রহ্মাস্ত্র—আমি দেহ নই—আমি আত্মা। আত্মা ও দেহ পৃথক হ'য়ে গেলে—তবে এই জ্ঞান—রাবণবধ।

"মন্দোদরী"—মায়া।

"ফল"—সিদ্ধাই—অষ্টসিদ্ধি, শতসিদ্ধি—এ সমস্ত আত্মাসাক্ষাৎকারের বিঘ্ন। একটি সিদ্ধাই থাকলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না।

৬৩। "........কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়।"

শ্রীহনুমানকে বাপে ধরেছে—যাকে বাপে ধরে সে পড়ে না—তার ভুল হয় না।

৬৪। "ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়।"

ফটোতে ঠাকুরের জড় সমাধির ছবি দেখা যায়।

৬৫। "প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে।"

—নবানুরাগ!

"পিয়ার পিরীতি, প্রথম আরতি।
তাহার নাহিক শেষ॥"

৬৬। "চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়........"

ঈশ্বর মানুষের দেহে অবতীর্ণ হয়ে নরলীলা করছেন।

তিনিই একমাত্র মানুষ অর্থাৎ 'মান-হুঁস'।

'মান-হুঁস' হওয়া—দেহ ফুঁড়ে পূর্ণাঙ্গভাবে যাদের কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন!

"গরু"—জীব।

"ভাল গরু, মন্দ গরু"—সংস্কারবান পুরুষ আর হাবাতের দল।

৬৭। "যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং মিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে।"

যার কুণ্ডলিনী খুব তেজে জাগ্রত হবে—বড় আধার।

"ল্যাজে হাত দিলে"—গুরুকৃপা। গুরুকৃপায় কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

"সেই গরুকেই পছন্দ করে"—দেহের লক্ষণ ও ব্যবহারিক জীবনের চালচলন জানিয়ে দেয়—ইনি সংস্কারবান।

৬৮। "তুমি যেও, সেখানে গান হবে।"

ভক্তের জন্য শ্রীভগবানের ব্যাকুলতা।

৬৯। "আমাকে তোমার কি বোধ হয়?"

এই হ'ল ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা!

শ্রীভগবান কৃপা ক'রে ভক্তের আত্মিক শক্তির স্ফুরণ করে দিচ্ছেন—যাতে ভক্ত অবতারকে জানতে পারেন।

৭০। "অবতারকে দেখাও যা, ভগবানকে দেখাও তা।"

এ এক প্রকার শাক্তী—বাক্যের দ্বারা সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করা—তবে সে একমাত্র ঠাকুরের কথায় হয়।

৭১। "আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?"

"আনা"—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এই দেহেতে। দেহ থেকে কৃপা ক'রে তিনি আত্মারূপে যতটুকু ফুটে উঠবেন—তার পরিমাণ।

৭২। "কোনখানে এক আনা, কোনখানে দু আনা, কোনখানে বা চার আনা।"

মহাপ্রভুর তিনভাব—দাস্য, সখ্য ও মধুর।

নিত্যানন্দ প্রভুর দুই ভাব—দাস্য ও সখ্য।

অদ্বৈত প্রভুর এক ভাব—দাস্য।

এই ৩, ২, ১—দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হওয়ার পরিমাণ।

৭৩। "তবে এরূপ জ্ঞান বা প্রেমভক্তি বা বিশ্বাস বা বৈরাগ্য বা উদার ভাব কখনও কোথাও দেখি নাই।"

এ সব সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।

অজ্ঞাতসারে মাষ্টার মহাশয় বলছেন—ঈশ্বর যখন মানুষ হয়ে নরলীলা করেন, তখন তাঁর দেহে সত্ত্বগুণের পূর্ণ ঐশ্বর্যের প্রকাশ।

ঠাকুর 'সৎ' ধারণ করে আছেন—তাঁর সামনে মাষ্টার মহাশয়ের মুখ দিয়ে সেই 'সৎ' এর গুণ প্রকাশ পাচ্ছে।

৭৪। "নিঃসঙ্গ........"

একা তিনিই আছেন—আর কিছু নেই—তাই নিঃসঙ্গ। এটি হ'ল ব্রহ্মজ্ঞান অদ্বৈত। অবতারতত্ত্বেও তাই—একা নরদেহে অবতার আছেন—আর কিছু নেই (Cosmic Man—পূর্ণ অবতার)। ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্ বা তন্ত্রের প্রধান অনুভূতিতে এর আভাষ পাওয়া যায়। সারা জগৎ নৃ-মুণ্ডস্তূপে পূর্ণ—সেই নৃ-মুণ্ডস্তূপের উপর ঠাকুর একা বসে আছেন—সমাধিস্থ। সারা জগৎ মৃত—তিনি একাই জাগ্রতচৈতন্য।

৭৫। "আত্মারাম........"

মহাপ্রভু আত্মারামের একষট্টি রকমের ব্যাখ্যা করেছেন।

পরিপূর্ণ আনন্দের প্রকাশ আত্মায়—বাইরে কোথাও নেই।

একটি অবস্থা বিশেষ।

৭০। "অনপেক্ষ........"

নিজেই পূর্ণ।

৭৭। "তুমি আমার নাম করবে।"

শ্রীভগবানের নামে সাত দেউড়ির দ্বার খুলে যায়। সাত দেউড়ি—সপ্তভূমি।

৭৮। "তা হলেই, কেউ আমার কাছে নিয়ে যাবে।"

সচ্চিদানন্দগুরু নিয়ে যাবে—শ্রীভগবানের কাছে।

২৭শে অক্টোবর, শুক্রবার, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ

নৌকা বিহার

শ্রীকেশব সেন, শ্রীবিজয় গোস্বামী ইত্যাদি

৭৯। "নৌকায় উঠিয়াই বাহ্যশূন্য। সমাধিস্থ।"

ঈশ্বরের প্রকাশ হ'ল—ঠাকুরের দেহ-মন্দিরে—ভক্ত সমাগমে।

জৈবীভাব লুপ্ত, ঈশ্বরের প্রকাশ, তাই সমাধি।

"সমাধি"—ঈশ্বরের প্রকাশ।

"বাহ্যশূন্য"—জৈবীভাব লুপ্ত।

এই জৈবীভাব লুপ্ত হয়ে ঈশ্বরীয় ভাবে পরিবর্তিত হয়।

কুণ্ডলিনী—প্রাণশক্তি—যতক্ষণ বহির্মুখী ততক্ষণ জীবত্ব, যখন অন্তর্মুখী হন, তখন দেবত্ব। শুধু দেবত্ব নয়, ইনিই কারণশরীর হন—ভাগবতী তনু ও পরে আত্মা।

৮০। "........ব্রহ্মের চিন্তা করেন, আবার দেবদেবী প্রতিমার সম্মুখে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা ও প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্যগীত করেন।"

শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীশঙ্করের ন্যায় ধ্যানী, আবার মহাপ্রভুর মত শ্রীভগবানের প্রেমে উন্মত্ত!

"আমি একাধারে অদ্বৈত, চৈতন্য আর নিত্যানন্দ।"

৮১। "........খাট বিছানায় বসেন, লালপেড়ে কাপড়, জামা, মোজা, জুতো পরেন।"

শ্রীবুদ্ধ শ্রমণরূপে ভিক্ষায় চলেছেন—হরিদ্রাবর্ণের কাপড়ে সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত।........শ্রীশঙ্কর বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত বিচার করেছেন—সারা দেহ গেরুয়ায় আচ্ছাদিত।........শ্রীগৌরাঙ্গ—সেই গৌরসুন্দর দেহে একটি কৌপীন পরে আছেন।

ঠাকুর হরিকথা বলবার জন্য কেশববাবুর বাড়ী যাচ্ছেন—পায়ে বার্নিশ করা চটি, মোজা, পরণে লালপেড়ে ধুতি, গায়ে জামা।

আড়াই হাজার বছরের ভারতবর্ষের ধর্মজীবন এই চারজনের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

আমি এঁদের কার ভিতর?

হলুদ রঙের কাপড়!—ও বাবা, ও হাঙ্গাম আবার কে করে!

দরকার নেই আমার।

মাথা মোড়ান—গেরুয়া!—আবার সেই হুজ্জুতি!—ও আমার নয়।

কৌপীন!—না, না, ও আবার কি!

আমি জুতো পরি, মোজা পরি, কাপড় পরি, গায়ে জামা দিই, খাট-বিছানায় বসি, তেল মাখি, মাছ খাই, পান খাই; ঠাকুরও তাই করেন। ঠাকুর 'আমার' জীবন যাপন করেছেন,—আমার জীবন—আমার আদর্শ। ঠাকুর শ্রীভগবান দর্শন ও শ্রীভগবান লাভ করেছেন। আমাকেও ঠাকুর কৃপা করুন। তাঁর এই কৃপার জন্য হলদে কাপড়ের দরকার নেই, গেরুয়া আবশ্যক করে না, কৌপীন খুঁজতে বেরুতে হবে না। আমি যে রকম আছি, ঠাকুরও ত' সেই রকম ছিলেন। ঠাকুর আমার—আমি ঠাকুরের; তাই ঠাকুর যুগের আদর্শ—যুগাবতার! "আপনি আচরি ধর্ম শিখায় অপরে।"

ঠাকুর বলেছেন, "কেয়া জানে কোন্ ভেখ্‌সে নারায়ণজী মিল্ যায়!" কে জানে, কি ভেক ধারণ করলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়! অর্থাৎ শ্রীভগবানকে পাবার জন্য কোন ভেকের দরকার নেই। দরকার—শুধু তাঁর কৃপা।

৮২। "সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম।"

"সাক্ষাৎ"—প্রত্যক্ষ, মূর্তিমান। ঠাকুরের দেহে সমাধি অবস্থায় ঈশ্বর প্রকাশ পেতেন—সকলে দেখত। তাই 'অবতারকে দেখাও যা, ভগবানকে দেখাও তা'। এক অবতারের মানুষদেহে শ্রীভগবানের পূর্ণ প্রকাশ, আর কোথাও নেই। অবতারের যুগে এক অবতারই আছেন—আর কিছু নেই। তাই ভরদ্বাজাদি বার জন ঋষি রামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ বলে স্তব করেছিলেন।

"সনাতন"—এক নিয়ম—মনুষ্যদেহে শ্রীভগবানের প্রকাশ। এতে

জাতিভেদ নেই, স্থানভেদ নেই, কালভেদ নেই,—শুধু মানুষের দেহ আর শ্রীভগবানের কৃপা। মানুষের দেহটি—একটি মাত্র পথ ; আর তিনি কৃপা ক'রে সেই মানুষদেহে প্রকাশ পান,—এই হ'ল মত। এক মত, এক পথ— মানুষের দেহে শ্রীভগবানের প্রকাশ।

"যত মত, তত পথ" এর অর্থ—এক মত, এক পথ—এর ব্যতিক্রম হয় না।

সাড়ে তিন হাজার বছরের মসেস্ (Moses) শ্রীভগবানের সঙ্গে কথা কইছেন—আর সাড়ে তিন হাজার বছর পরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ঠাকুরও মায়ের সঙ্গে কথা কইছেন ; সেই মানুষের দেহ, আর সেই শ্রীভগবানের সঙ্গে কথা।

হিন্দু হোক, বৌদ্ধ হোক, খৃষ্টান হোক, মুসলমান হোক, পারসী হোক, জগতের যে কোন ধর্মাবলম্বী হোক, তিনি পৃথিবীর যে কোন অংশেই থাকুন— আত্মা যদি কৃপা ক'রে তাঁকে দর্শন দেন, তবে তিনি আত্মাকে নিজের দেহের মধ্যেই দেখেন।

মানুষের দেহে আত্মার সাক্ষাৎকার—এই হ'ল সনাতন।

"ধর্ম"—দেহকে যিনি ধারণ করে আছেন। আত্মা ওতপ্রোতভাবে, অলক্ষ্যে, নির্লিপ্ত হয়ে এই দেহকে ধারণ করে আছেন। এই আত্মা দেহ থেকে নিঃসৃত হয়ে সহস্রারে 'আত্মা' রূপে প্রকাশ পান আর সচ্চিদানন্দগুরু সেই আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যান। তখন দ্রষ্টা বুঝতে পারেন, দেখতে পান—এই আত্মাই দেহকে ধারণ করে রেখেছেন। এ দেখতে পান কারা ?

"ঈশ্বর বস্তু সব আধারে ধারণা হয় না।"

'ঈশ্বর বস্তু'—আত্মা।

'সব আধারে'—ঈশ্বরকটি, নিত্যসিদ্ধ, অবতারাদির দেহে,—অন্য আধারে অর্থাৎ দেহে নয়।

সত্যের প্রকাশ অবতারের দেহে। তাই অবতার নরদেহে শ্রীভগবান —জগতের প্রণম্য। অবতারের অনুভূতি—প্রথম স্তরের অনুভূতি। আর

সব অনুভূতির ক্রম আছে। তাই ঠাকুরের কথা—"এক আনা, দু আনা, চার আনা জ্ঞান।"

ঠাকুর মাষ্টার মহাশয়ের মুখ দিয়ে একথা বলিয়ে নিয়েছেন—"আপনাকে (ঠাকুরকে) শ্রীভগবান নিজের হাতে তৈরি করেছেন, আর সকলকে কলে ফেলে তৈরি করেছেন।"

৮৩। "মা, আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভিতর থেকে রক্ষা ক'রতে পারব?"

"বেড়া"—দেহ—হাড়ের বেড়া।

"ঈশ্বর যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন, তবে মুক্তি।"

"মানুষের কি সাধ্য অপরকে মুক্তি দেয়!"

এদের দেহ থেকে আত্মা যদি কৃপা করে মুক্ত হন, তবে এদের মুক্তি।

"মা, আমি (ঠাকুর) — না তুমি?

আমার (ঠাকুরের) সাধ্য নেই—এদের আত্মাকে দেহ থেকে মুক্ত করি। আত্মা যে তুমি গো মা,—ইচ্ছাময়ী তুমি। তুমি যদি কৃপা কর, তবে মুক্তি। এরা মুমুক্ষু জীব, এরা আমার সঙ্গ করতে এসেছে। মুমুক্ষু জীবের দু'একজন জেলের জাল থেকে পালায়।

এরা সংসারে আবদ্ধ—সেও তোমার ইচ্ছা।

"সংসারী জীবের ভক্তি, তপ্ত খোলায় জলের ছিটে।"

মহাপ্রভু বলেছেন—

"শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই।
সংসারী জীবের কভু গতি নাই॥"

ঠাকুর বলছেন যে আত্মা যদি এদের বরণ করতেন, তবে আমার কাছে আসবার বহু আগেই, এদের দেহ থেকে তিনি মুক্ত হয়ে, আত্মারূপে দর্শন দিয়ে সমস্ত সন্দেহ নাশ করতেন। তিনি করেন নি—আমি কি করবো! তবে মন্দের ভাল, এরা আমার সঙ্গ করবার ভাগ্য পেয়েছে।

৮৪। "খোলটা........"

"খোল"—আত্মা সংকলিত হয়ে সহস্রারে উঠেছেন, সে অবস্থায় দেহ

খোল মাত্র—একটা আবরণ। এই হ'ল খড়ো নারকেল, বা শুকনো সুপারী। আত্মা দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছেন, সে অবস্থায় কুণ্ডলিনী সহস্রারে যত উঠতে থাকেন, তত ঘাড়টি ডাইনে বাঁয়ে ঘট্ ঘট্ করে দুলতে থাকে; সেই সময় ডপর ডপর, খট্ খট্ শব্দ হতে থাকে। কাছে যাঁরা থাকেন, তাঁরা দেখতেও পান আর শুনতেও পান।

এ হ'ল ব্রহ্মবিদ্যা—যে বিদ্যার দ্বারা আদ্যাশক্তি দেহের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে ব্রহ্মরূপে, আত্মারূপে দেখা দেন। ব্রহ্মবিদ্যা শরীরে ফুটে ওঠে আর দেখতে পাওয়া যায়। তাই ত' মহাপ্রভুর, ঠাকুরের ভাব, সমাধি সর্বক্ষণ দেহেতে ফুটে উঠত আর সকলে দেখতেন।

এই ব্রহ্মবিদ্যা ভারি মজার! ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়েছে এমন কোন মহাপুরুষকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "মহাশয়, দেহ আর আত্মা কি পৃথক হয়?" ঐ মহাপুরুষের কোন কথা বলবার আগেই, তাঁর ঘাড় ডাইনে বাঁয়ে ঘট্ ঘট্ করে নড়তে থাকবে আর খট্ খট্ করে শব্দ হবে। জিজ্ঞাসু শুনতে পাবে আর দেখতেও পাবে।

বিদ্যা সত্য,—শুনা মাত্র ব্রহ্মবিদের দেহেতে প্রকাশ পাবে। ভারি মজার।

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল সই,
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

শুধু যে প্রাণকে আকুল করবে, তা নয়; প্রাণের আকুলতা দেহেতে প্রকাশ পাবে—তবে ষোল আনা।

এর অপর নাম—'যোগৈশ্বর্য।'

একে 'প্রলয়ও' বলে।

লক্ষণ—এরপর মূর্চ্ছা—সমাধি।

'দেহ যে খোল'—এই উপলব্ধির এই হ'ল বাহ্য প্রমাণ।

এর পরে উপলব্ধি—আমি আত্মা, আমি দেহ নই।

এর পরে লয় হয়ে যায়—পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান।

পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পরে তত্ত্বজ্ঞানে যদি কেউ নেমে আসেন, অর্থাৎ 'আমি না—তুমি', তখনও বোধ অর্থাৎ বুঝতে পারা যাচ্ছে—দেহটা খোল।

দেহেতে 'মানুষ-রতন' হ'লে, পূর্ণ উপলব্ধি হয়—মূর্ত শ্রীভগবান দেহেতে বিরাজ করছেন, আর দেহ শ্রীমন্দির। এই অবস্থায় ভক্ত প্রকৃত শ্রীভগবানকে বয়ে নিয়ে বেড়ান।

৮৫। "ভক্তের হৃদয় শ্রীভগবানের বৈঠকখানা।"

দেহের মধ্যে আত্মা।

আত্মার মধ্যে জগৎ—আবার সারা জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে তিনি রয়েছেন।

প্রথমটি হ'ল বিশ্বরূপ দর্শন।

'ম আর রা',—আগে 'ম' তারপর 'রা'। আগে আত্মার দর্শন তারপর আত্মার মধ্যে জগৎ,—এই দর্শন। বিজ্ঞানীর প্রথম অবস্থা—আর জগৎ সম্বন্ধে মায়ার রহস্য ভেদ।

দ্বিতীয়টি চতুর্থভূমির অনুভূতি—সমস্ত চিন্ময়, 'কোষাকুষি, মায় চৌকাঠ পর্যন্ত'। একে বলে বাহ্য-চৈতন্য দর্শন। এই বাহ্য-চৈতন্য জাগ্রত না হলে, অন্তর-চৈতন্য জাগ্রত হন না।

'বাবুর' ঘর—বিশ্বজুড়ে, অগণিত।

সেই অগণিত ঘরের মধ্যে বৈঠকখানাও একটি ঘর।

বাবু সেই বৈঠকখানায় বসে আছেন। আর বিশ্বজুড়ে যে সমস্ত অগণিত ঘর আছে সেখানে তিনি অন্তর্যামীরূপে আছেন—প্রকাশ নন। যে হৃদয়ে—সহস্রারে—তিনি প্রকাশ হন, সেই হৃদয় হ'ল—ভক্তের হৃদয়। ভক্ত ষোল আনা জানেন—বাবুর প্রকাশ তাঁর হৃদয়ে। আবার ভক্তের কতকগুলি অন্তরঙ্গ আছেন—তাঁদের বাবু কৃপা করে জানিয়ে দেন—আমি (বাবু) ঐ ভক্তহৃদয়ে আছি।

"ভরদ্বাজাদি দ্বাদশ জন মাত্র ঋষি রামকে অবতার বলে জানতে পেরেছিল।"

মানুষের মধ্যেই বাবুর প্রকাশ!

রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন,—"হাতী এত বড় জন্তু কিন্তু ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে না।"

বাবুর রূপ দেহেতে দু' বার দেখতে পাওয়া যায়।

সরস বাবু—সগুণ অবস্থা।

শুকনো বাবু—নির্গুণ অবস্থা।

প্রতীকেও নির্গুণ অবস্থা বুঝতে পারা যায়।

যাঁর মধ্যে বাবু প্রকাশ পান—তাঁকে অবতার বলে।

আর সমস্ত বিশ্বজুড়ে তিনি অন্তর্যামী।

"এক আনা, দু আনা, চার আনা"—এতে সংশয় যায় না।

"আত্মার সাক্ষাৎকার হ'লে, তবে সব সংশয় যায়।" নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হয়ে, দেহ থেকে সংকলিত হয়ে সহস্রারে দর্শন দেন—আত্মারূপে। এই আত্মার সংকলিত হওয়া আর ধারণা করা—এক অবতারের হয়। তাও আবার সব অবতারে নয়।

আত্মা এক। তিনি যেখানে কৃপা ক'রে সংকলিত হয়েছেন—সেইখানেই পূর্ণ বিকাশ—আর কোথাও নেই।

সেইটি হল বাবুর বৈঠকখানা।

৮৬। "জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।"

যোগীর আত্মা, ভক্তের ভগবান, আর জ্ঞানীর ব্রহ্ম—তিনই এক।

অনুভূতির তারতম্য আছে—অবস্থাভেদে।

আত্মা প্রথম অবস্থার দর্শন—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠবৎ, সচ্চিদানন্দগুরু যা দেখান, আর শেষে ধান্যশীর্ষের মত লম্বা হয়ে যান।

শ্রীভগবান—আত্মার মধ্যে এই বিশ্বসংসার!

ব্রহ্ম—শুদ্ধ আত্মা—নির্গুণ ব্রহ্ম—মুখে কিছু বলা যায় না।

৮৭। "একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে নাম পূজারী, যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন।"

"আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ"—এক। অবস্থাভেদে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ। কখনও সগুণ, কখনও নির্গুণ।

শিবের দুই অবস্থা—কখনও স্থির হয়ে সমাধিস্থ—আবার কখনও বা স্বস্বরূপ দর্শনে আনন্দে বিভোর হয়ে—"আমি কি! আমি কি!" ব'লে নৃত্য।

৮৮। "যে জ্ঞানী, জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি—এই বিচার করে; ব্রহ্ম—এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার কর্‌তে কর্‌তে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নামরূপ এসব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে ব্যক্তি (Personal God) তাও বলবার যো নাই। জ্ঞানীরা এইরূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা।"

বেদের পঞ্চকোষের সাধন আর বেদান্তের 'আত্মা যদি কৃপা ক'রে সাধন করেন'—সেই অনুভূতি।

পঞ্চকোষ ঃ—

(১) অন্নময় কোষ—স্থূল দেহ;

(২) প্রাণময় কোষ—ডানদিকের তলপেটে দর্শন;

(৩) মনোময় কোষ…জ্যোতিদর্শন;

(৪) বিজ্ঞানময় কোষ—ইষ্ট দর্শন ও আত্মা সাক্ষাৎকার;

(৫) আনন্দময় কোষ—সহস্রারে—সচ্চিদানন্দ।

অগণিত অনুভূতি,—পাতাল-ফোঁড়া শিবের কখনও নৃত্য, আবার কখনও সমাধি—নির্গুণে লয় হওয়া।

বেদান্তের অনুভূতি ঃ—

(১) আত্মা;

(২) আত্মার মধ্যে জগৎ;

(৩) সেই বিরাট বিশ্ব বীজ হয়ে গেল;

(৪) বীজ স্বপ্নবৎ হ'ল;

(৫) 'কি আছে' মুখে বলতে পারা যায় না।

৮৯। "ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে—জগৎকে স্বপ্নবৎ বলে না। ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পর্বত, সমুদ্র, জীবজন্তু এ সব ঈশ্বর করেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য। তিনি অন্তরে হৃদয়মধ্যে আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে,

'তিনি নিজে এই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব—জীব-জগৎ হয়েছেন'। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হতে ভালবাসে না।"

ভক্ত কে ?

যিনি দেহের মধ্যে মানুষ-রতনকে ধারণ করেছেন, দেখেছেন, আর তাঁর হাততালি দিয়ে হরিনাম করা শুনেছেন—তিনি ভক্ত। কুণ্ডলিনীর জাগরণ থেকে (কুণ্ডলিনীর দেহ ফুঁড়ে জাগরণ, দেহেতে ভক্তির স্থিতি ও প্রকাশের প্রথম যৌগিক লক্ষণ) আর মানুষ-রতন হওয়া পর্যন্ত—সমস্ত অবস্থাই ভক্ত লন। তন্ত্রের অনুভূতি, বেদের অনুভূতি, বেদান্তের অনুভূতি, তত্ত্বজ্ঞানের অনুভূতি, অবতারতত্ত্ব (পুরাণের অনুভূতি) সমস্তই ভক্ত লন।

"জ্ঞানী বা'র বাড়ী পর্যন্ত যায়, ভক্তি মেয়েছেলে—অন্দর মহলে যায়।"

৯০। "ভক্তের ভাব কিরূপ জান ? 'হে ভগবন্, তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস', 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান', আবার 'তুমি আমার পিতা বা মাতা', 'তুমি পূর্ণ আমি তোমার অংশ।' ভক্ত এমন কথা বল্‌তে ইচ্ছা করে না যে 'আমি ব্রহ্ম'।"

মানুষ-রতনকে দেহের মধ্যে পাবার পর—ভক্ত পঞ্চভাবের একটি ভাব আশ্রয় ক'রে ভক্তিরস আস্বাদন করেন—সমস্ত দেহে ব্যাপ্তভাবে।

পঞ্চভাব—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। আগমে এদের 'পঞ্চভাব' বলে, কিন্তু নিগমে এরা পঞ্চরস। কোনও কোনও ভাগ্যবান এই পঞ্চভাব আস্বাদন করেন।

৯১। "যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ।"

জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিবর্তিত হয়। এটি হ'ল মহাযোগ—আত্মার সাধনের পরে হয়—আর এই পরমাত্মা দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ মহাযোগী ছিলেন।

৯২। "যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির ক'রতে চেষ্টা করে ?"

যোগী পরমাত্মা সাক্ষাৎ করছেন—যদিও পরমাত্মার ভিতর থেকেই এই

উপলব্ধি হচ্ছে, তবুও 'বোধ' আছে। এই 'বোধের' লয় যোগীর কাম্য কিন্তু তা হয় না। পরমাত্মা দর্শন উপলব্ধির জন্য,—লয় হবার জন্য নয়।

৯৩। "তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্যমন হ'য়ে ধ্যান চিন্তা করে।"

যোগীর মন দেহেতে আবদ্ধ হয়—জ্ঞানীরও তাই, ভক্তেরও তাই। শ্রীভগবান যাঁকেই কৃপা করেন, তাঁরই মন দেহেতে আবদ্ধ হয়। এই একমাত্র পথ—সনাতন।

৯৪। "বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব-জগৎ এসব শক্তির খেলা।"

"বেদান্তবাদী"—যাঁদের আত্মার সাধন হয়েছে, যাঁরা আত্মাসাক্ষাৎকার করেছেন, আত্মার মধ্যে জগৎ দর্শন করেছেন, আবার সেই জগৎ বীজবৎ হয়ে গেছে, সে বীজও স্বপ্নবৎ হয়েছে—এই সব অনুভূতি করে যাঁদের 'জড় সমাধি' হয়—তাঁরা হলেন বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী।

"সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব-জগৎ, এসব শক্তির খেলা—"

"সৃষ্টি"—দেহ থেকে আত্মার সৃষ্টি—সহস্রারে।

"স্থিতি"—আত্মার মধ্যে জীব-জগৎ—বিশ্বরূপ।

"প্রলয়"—স্বপ্নবৎ—কিছু নেই।

এ সমস্ত অনুভূতি—আদ্যাশক্তির নির্গুণ ব্রহ্মে পরিণত হবার স্তর বা সিঁড়ি।

৯৫। "বিচার ক'রতে গেলে, এ সব স্বপ্নবৎ।"

যা কিছু অনুভূতি হয়েছে—সে সমস্ত অনুভূতি পর্যন্ত বোধ হয়—স্বপ্নবৎ—স্বপ্ন!

৯৬। "ব্রহ্মই বস্তু........"

প্রথম স্তর—আত্মা।

দ্বিতীয় স্তর—'জড়' সমাধি।

তৃতীয় স্তর—'অস্তি'-জ্ঞান নিয়ে ফেরা। এই হ'ল তত্ত্বজ্ঞানে নামা বা ফেরা।

স্থিত সমাধি হয় না—স্থিত সমাধি হ'লে ফেরে না।

"শুকদেব সেই ব্রহ্মসমুদ্র দর্শন-স্পর্শন করেছিল, আর সেই ব্রহ্মসমুদ্রের হাওয়া দূর থেকে নারদের গায়ে লেগেছিল।"

স্থিত সমাধি—বৌদ্ধদের 'মহানির্বাণ', আর তন্ত্রের 'মহাকারণে লয় হওয়া'।

৯৭। "........আর সব অবস্তু।"

আর কিছু নেই।

৯৮। "শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু।"

'শক্তি'র অনুভূতির শেষ পর্যায় 'স্বপ্নবৎ'—তারপর কিছু নেই।

৯৯। "কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই।"

যতই অনুভূতি হোক—স্থিত সমাধি না হওয়া পর্যন্ত—মহাকারণে লয় না হ'লে—মহানির্বাণ না পেলে—শক্তিরই লীলা।

১০০। "আমি ধ্যান করছি, আমি চিন্তা করছি, এসব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে।"

বোধস্বরূপ অবস্থাতেও 'বোধ' আছে—'অহং' আছে।

১০১। "তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।"

"ব্রহ্মই কালী।"

নির্গুণ থেকে সগুণ—অবতার-তত্ত্ব—"শক্তির সহায়ে অবতারলীলা।"

অবতার-তত্ত্ব

(১) ব্রহ্মজ্ঞান।

(২) তত্ত্বজ্ঞান—'আমি না, তুমি'।

(৩) এই 'তুমি' বহু প্রাচীন ঋষিরূপে দেখা দেন আর বলেন, "চৈতন্য শীঘ্রই অবতার হয়ে **আসছেন।"**

(৪) চৈতন্য সাক্ষাৎকার—সহস্রারে দপ্ ক'রে লাল আলো জ্বলে ওঠে—'অন্ধকারে লাল চীনে দেশলায়ের আলো'।

(৫) সহস্রার থেকে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত জ্যোতিদর্শন—তখন প্রত্যক্ষ বোধ হয়—অবতরণ।

(৬) সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত—ঐ পূর্বের মত জ্যোতিদর্শন—আরও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়—অবতরণ। এঁরাই প্রকৃত ঈশ্বরকটি।

(৭) এই অবতীর্ণ জ্যোতি মানুষ-রতন হন। তিনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করেন, আর ভক্তের হাতের চেটো কর্ কর্ করতে থাকে।

এসব একসঙ্গে হয় না। একের পর এক হয়—সময় নেয়।

১০২। "নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য, ভাবা যায় না।"

লীলাতে নিত্যের প্রকাশ; আবার নিত্য আছে বলে লীলা—অবিচ্ছেদ্য, অনাদি আর শাশ্বত।

দেহ পাওয়া গিয়েছিল—তাই শ্রীভগবান দর্শন।

"খোলা আর আঁটি ছিল বলে তাই আঁবের শাঁসটি।"

১০৩। "কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।"

"কালীই ব্রহ্ম"—আগম।

আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিণত হন—ব্রহ্মবিদ্যা।

বেদের পঞ্চকোষের সাধন—এটি একটি স্তর।

আর বেদান্তের অনুভূতি—দ্বিতীয় স্তর।

আদ্যাশক্তি যখন আত্মারূপে শরীর থেকে বেরিয়ে প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষে পরিণত হন,—তখনও আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম সগুণ; আবার আত্মা যদি কৃপা ক'রে সাধন করেন, আর নিজের স্বরূপ দেখিয়ে লীন হয়ে যান,—তখন ব্রহ্ম নির্গুণ।

"ব্রহ্মই কালী"—নিগম।

ব্রহ্মজ্ঞান থেকে নেমে এসে অবতার-তত্ত্বে মানুষ-রতন।

আর একটু আছে—শরীর।

এই শরীরও সেই নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ রূপ।

"ছাদও যে জিনিষে তৈরী, সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈরী।" "রেতঃ অত কোমল,—তা থেকে এই কঠিন অস্থিমাংসের দেহ কি করে তৈরী হয়!"

ঈশ্বরের লীলায় সব সম্ভবে। লাল জবা ফুলের গাছে সাদা জবা ফুল হওয়া!

১০৪। "এক পুকুর........।"

সহস্রার—মাথায় আছে। দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথম স্তরের অনুভূতি—চামড়া গুড়িয়ে গেল, আর সহস্রার দর্শন হ্ল।

ঠাকুরের কথা—'থিয়েটারের সিন্ (scene) উঠে যাওয়া'।

দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি—জ্যোতির পুকুর—প্রতীক।

তৃতীয় স্তরের অনুভূতি—জলের পুকুর—প্রতীক।

জল—ব্রহ্মবারি।

১০৫। "তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা', কেউ 'God'; কেউ বলছে 'ব্রহ্ম'।"

নির্গুণ অবস্থা।

১০৬। "....কেউ 'কালী'; কেউ বলছে 'রাম', 'হরি', 'যীশু', 'দুর্গা'।"

ভাগবতী তনু ইষ্টমূর্তি ধারণ ক'রে ভক্তকে দেখা দেন; যিনি যা দেখেন, তিনি তাই বলেন। এ অবস্থায় বোঝা যায় না যে, ভাগবতী তনু, ইষ্টমূর্তি ধারণ করে, দেহ থেকে বেরিয়ে, ভক্তের সামনে উপস্থিত। ভক্ত জানেন—তাঁর ইষ্ট আকাশ থেকে, অর্থাৎ বাইরে থেকে এসেছেন। ব্রহ্মজ্ঞানের পর শ্রীভগবান যদি সমস্ত সাধনের অনুভূতির রহস্য দেখিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন—তবে বুঝতে পারা যায়।

১০৭। "তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী।"

"মহাকালী"—নির্গুণ।

"নিত্যকালী"—নাদ। নাদ থেকে লীলা—মায়া—নেই, অথচ সত্য ব'লে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

"রক্ষাকালী"—লীলাকে রক্ষা করছেন—স্থূল চক্ষে সৃষ্টির দ্বারা।

"শ্যামাকালী"—স্থিতি—শান্ত।

"শ্মশানকালী"—প্রলয়—ধ্বংস—নাশ।

১০৮। "যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতাকাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখে।"

"গিন্নী"—আদ্যাশক্তি—আত্মা—বীজ। বেদান্ত সাধনের তৃতীয় স্তরের অনুভূতি—যখন বিরাট বিশ্ব বীজে পরিণত হয়।

১০৯। "সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন।"

আত্মার মধ্যে জগৎ—আবার সারা জগৎ ব্যেপে আত্মা—জগতের প্রত্যেক রূপটিও তিনি।

১১০। "কালী কি কালো? দূরে তাই কালো; জানতে পারলে কালো নয়।"

ধ্যানের প্রথম অবস্থায় অন্ধকার। তারপর ধ্যান স্থিতি হ'লে, দেহ থেকে কোষ মুক্ত হ'লে নানা রকম দর্শন।

সাধক প্রথমে দেখেন দশভুজা, তারপর চতুর্ভুজ, তারপর দ্বিভুজ গোপাল, শেষে জ্যোতিদর্শন।

১১১। "আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে ত্যাখো কোন রং নাই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে ত্যাখো—রং নাই।"

নির্গুণ ব্রহ্মের কথা—কি আছে তা বলবার যো নেই।

যাঁরা ফেরেন—তাঁদের শুধু 'অস্তি' জ্ঞান।

১১২। "বন্ধন আর মুক্তি; দুয়ের কর্তাই তিনি।"

"ঈশ্বর যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন তবে মুক্তি।"

'আমি'—অহং—এই বন্ধন।

এই 'আমি' কি—তিনি যদি দেখিয়ে দেন, তবে মুক্তি।

পেঁয়াজের—'আমি'র—খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শেষে কিছু থাকে না —এই হ'ল মুক্তি। অবশ্য মধ্যস্তরে—আমি দেহ নই, আমি আত্মা— এখানেও মুক্তির আস্বাদন প্রচুর—তবে এ সগুণ অবস্থা। আর মুক্তির স্থূল অবস্থা—দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হয়ে যখন সাক্ষাৎকার হন।

১১৩। "লক্ষের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।"

তিনি যে দেহীর দেহে প্রকাশ পেয়ে লীলা করেন, নিজের স্বরূপ দেখান, আর নিজের রস নিজে আস্বাদন করেন—সেই ভাগ্যবান দেহীকে 'আমি'-রূপ বন্ধন থেকে মুক্তি দেন। দেহী শ্রীভগবানের লীলার সাক্ষীস্বরূপ, দেখেন আর ভাবেন—বাঃ বেশ হচ্ছে!

১১৪। "তাঁর ইচ্ছা........"

তাঁর ইচ্ছা দু' রকম—কাকেও সংসারে আবদ্ধ করে রেখেছেন, আবার কাকেও বা মুক্তিদান করছেন—হোক সে 'কোটিতে গুটি'।

১১৫। "দৃষ্টি পোড়া........"

ছায়ার মতন,—দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে এক ঘর লোক বসে আছে, ঠাকুর বলছেন, "তোমরা সব বসে আছ, আমি তোমাদের ছায়ার মতন দেখছি।"

১১৬। "সারে মাতে........"

এক আনা, দু আনা, চার আনা—দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হবার পরিমাণ।

১১৭। "আমি বেশী কাটিয়ে জ্বলে গেছি।"

দেহ থেকে ঠাকুরের যোল আনা আত্মা মুক্ত হয়েছে—তাই ঠাকুরের 'আমি' জ্বলে গেছে—'আমি' নেই। চৈতন্য সাক্ষাৎকারই—'জ্বলে যাওয়া'। তাই সহস্রারে লাল আলো দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

১১৮। "মনেতেই বদ্ধ। মনতেই মুক্ত।"

হৃদয়বাবু ঠাকুরকে লাট্ সাহেবের বাড়ী দেখাচ্ছেন ; ঠাকুর ঐ প্রাসাদ দেখে বললেন,—"মা, এত বড় বাড়ী, এতে আছে কি? পোড়া মাটি থাক্ থাক্ ক'রে সাজান।" শ্রীযুক্ত নন্দ বসুর বাড়ীতেও সেই এক কথা—'পোড়া মাটি সাজান।'

দেহ যোগযুক্ত হ'লে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। অর্থাৎ সাধারণ লোক যা দেখে, ঠাকুর তা দেখতেন না। মা মুখ বাঁকিয়ে দিয়েছেন—দৃষ্টি বাইরে ছিল, দেহেতে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। সেখানে শ্রীভগবান দর্শন ক'রে দৃষ্টি

শুদ্ধ হয়েছে,—মূলতত্ত্ব গ্রহণ করে। ভক্ত স্বচক্ষে দেখছেন—তাঁর ছায়ামূর্তি দেহ থেকে বেরিয়ে, দুটি হাত তুলে নাচছে আর বলছে,—"আমি মুক্ত হয়েছি, আমি মুক্ত হয়েছি।" এ হ'ল জীবন্মুক্ত হয়ে থাকার দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি। "তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে বলবেন, তবে জানবি ঠিক হয়েছে।"

এই ভক্ত বুঝেছেন—তিনি মুক্ত।

তাঁর মন ভাবতে পারে না যে—তিনি বদ্ধ।

১১৯। "মন নিয়েই সব।"

শ্রীমতীর মনে শুধুই কৃষ্ণের মূর্তি—তাই তিনি যে দিকে আঁখি ফেরাচ্ছেন, সেই দিকেই কৃষ্ণ দেখছেন।

১২০। "কিন্তু একই মন।"

মন যখন শুদ্ধ হয়—তখন শুদ্ধ আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। আত্মার মধ্যেই শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ বুদ্ধি। তাই আত্মার দ্বারাই আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। আত্মার সাক্ষাৎকার না হ'লে এ বুঝা দুরূহ।

"শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ আত্মাও তা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা।'

১২১। "মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আমি মুক্তপুরুষ, সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি, আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে; আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নাই' জোর ক'রে বল্লে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি 'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত'—এই কথাটি রোক করে বলতে বলতে তাই হ'য়ে যায়। মুক্তই হ'য়ে যায়।"

ভক্তের প্রার্থনা—শ্রীভগবানের কাছে। তিনি প্রার্থনা শুনেন।

হাজরা মহাশয় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করছেন, "তাঁকে বললে তিনি শুনবেন?" ঠাকুর বললেন, "একশ' বার।"

এই প্রার্থনায়—বিবিদিষা আছে।

বিবিদিষা—বাঁদর ছানার ভাব।

বিবিদিষায় যদি সত্যিকারের নিষ্ঠা থাকে, তাহলে মৃত্যুকালে সে সাধক শ্রীভগবানের কৃপায় মুক্তিলাভ করতে পারেন। জীবদ্দশায় জীবন্মুক্ত হওয়া যায় না। বিদ্বৎ ব্যতীত জীবদ্দশায় জীবন্মুক্ত হতে পারা যায় না।

বিদ্বৎ—বিড়ালছানার ভাব,—বাপে যে ছোট ছেলেকে কাঁধে নিয়ে যায়।

১২২। "খৃষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে ব'ললুম। তাতে কেবল 'পাপ, আর 'পাপ'। (কেশবের প্রতি) তোমাদের ব্রাহ্মসমাজেও কেবল 'পাপী'। যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বার বার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়।"

মনের রং বুদ্ধিতে বর্তায়। বুদ্ধি মলিন হয়। সেই মলিন বুদ্ধি নিম্নগামী করে।

"ভগবান দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য।"

বিবিদিষায় শ্রীভগবান দর্শন হয় না।

তবে তেড়ে ফুঁড়ে খুব রোক করলে খানিকটা এগিয়ে যেতে পারা যায়।

শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত শ্রীভগবান দর্শন হয় না।

কৃপা হ'ল—বিদ্বৎ—স্বয়ম্ভু—আপনা হতে হয়।

১২৩। "ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কি? আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি?"

এ রকম মনের জোরকে শ্রীভগবানের কৃপা বলে।

তাঁর কৃপা—"হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে আলো নিয়ে গেলে দপ করে সমস্ত আলো হয়ে যায়।"

"তবে কৃপা কৃপা, বল্লেই কি হয়—সে দু-এক জনার।"

১২৪। "কৃষ্ণকিশোর ব'ল্লে, 'তুই বল শিব'। নে, এখন জল তুলে দে।"

"ভগবানের নাম করলে দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।"

নাম নামী অভেদ।

শ্রীভগবানের নামে দেহেতে শ্রীভগবান প্রকাশ পান। দেহী তখন দেহী নন—শ্রীভগবান,—শিব ('ঐক্য বন্ধনে'—দ্রষ্টব্য 'নিবেদন')।

তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়—জাতিভেদ থাকে না—‘এক’ই আছেন।

জাত—অষ্টপাশের একটি পাশ।

১২৫। “আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম।”

মা’র সাক্ষাৎকার হয়েছিল। ঐশ্বর্যময়ী মা, ঐশ্বর্য দেবার ইচ্ছা ছিল। নিষ্কামী সাধক মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলেন, “মা, আমার ঠাকুরের পায়ে যেন ভক্তি হয়।”

মা প্রসন্না হন।

এ সব চাক্ষুষ ঘটে।

ভক্তিই সার। ভক্তির সংজ্ঞা (defination) দেওয়া যায় না।

ভক্তির শ্রেষ্ঠ অনুভূতি—দেহের মধ্যে মানুষ-রতন। যতক্ষণ মানুষ-রতন দেহেতে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ ঠিক পাকা ভক্তি হয় না।

চৈতন্য—(যা সহস্রারে লাল আলো রূপে দেখা যায়) ঐ মানুষ-রতন বা অবতার মূর্তি ধারণ করেন।

১২৬। “কিন্তু ফস্ করে জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক রাজা নির্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন।”

যদিও জনক রাজার ‘বিদ্বৎ’, তবুও শ্রীভগবান জনক রাজাকে দিয়ে অনেক তপস্যা করিয়ে নিয়েছিলেন।

নারদেরও তাই।

শুক হলেন ব্রহ্মজ্ঞানের ঘন মূর্তি—আপনা হ’তে হয়েছে—‘পাতাল ফোঁড়া শিব।’

১২৭। “সংসারে থেকেও এক একবার নির্জনে বাস করতে হয়।”

সংসারের আবহাওয়া দেহের উপর আঘাত করতে থাকে—দেহ থেকে আত্মা নিঃসৃত হতে দেয় না।

“নাড়াচাড়া করলে দই বসে না”—দেহ যোগযুক্ত হয় না।

১২৮। “ফুট্‌পাতের গাছ; যখন চারা থাকে, বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। প্রথমাবস্থায় বেড়া; গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।”

"ফুট্‌পাত"—মানুষ—যাকে সর্বদা ভোগের মধ্যে বাস করতে হয়। "সংসার ভোগের স্থান"।

"গাছ"—কুণ্ডলিনী শক্তি—প্রথম অবস্থায়। বহু পরে আমগাছ—অমৃত বৃক্ষ—বহু ছোট বড় আম হয়ে আছে। নীচে ছোট, ওপরে বড় আম। নিজের দেহের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

"চারা"—কুণ্ডলিনী প্রথম অবস্থায় জাগ্রত হন সর্পের প্রতীকে—স্বপ্নে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর সূক্ষ্মভাবে দেহেতে জাগেন—সাধক তখনও বুঝতে পারেন না। পঞ্চকোষের সমস্ত অনুভূতি হয়ে গেলেও, তখনও কুণ্ডলিনী দেহ ফুঁড়ে জাগ্রত নন। এর বহু পরে—যখন মহাবায়ু পাঁচ রকম গতিতে সহস্রারে যান, আর ক্রমাগত সমাধি হ'তে থাকে, তখন সাধক কুণ্ডলিনীর পরিচয় সম্যক অবগত হন। এর পরীক্ষা অতি চমৎকার। যদি কারো শরীরে দেহ ফুঁড়ে, ষোল আনা কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে থাকেন—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, "কুণ্ডলিনী জাগ্রত হ'লে বেঙের মতন লাফাতে থাকে, এ কি রকম?" —অমনি দেখতে পাওয়া যাবে, তাঁর তলপেট থেকে কি একটা ওপর দিকে উঠছে, আর তাঁর শরীরটা বসে বসে ঠিক যেন লাফিয়ে উঠছে।

অতি আশ্চর্য! ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণমাত্র দেহেতে প্রকাশ পাচ্ছে। এই অবস্থা হ'ল—"গাছের গুঁড়ি"। কুণ্ডলিনীর আর একটি গতি আছে—তীরের মত। বহু শেষে কুণ্ডলিনীর আর একটি আকার দেখতে পাওয়া যায়—"শীর্ণা গোক্ষুরমণ্ডলী"। কপালে কিছু উঁচুতে কোন কোন ভাগ্যবান দেখতে পান—অবশ্য সমাধি অবস্থায়। এর পরেও মাথার শেষভাগে 'মহাকুণ্ডলিনী' দর্শন হয়।

"বেড়া"—নির্জনে সাধনভজন।

"ছাগল"—কাম।

"গরু"—ষাঁড়—ক্রোধ।

"প্রথমাবস্থায় বেড়া"—নির্জনে গোপনে সাধনভজন।

"গুঁড়ি হ'লে"—ব্রহ্মজ্ঞানের পর।

"শুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না—"

"হাতী"—মন—মনেতেই জগৎ।

ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হ'লে, এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞানীকে কখনও ত্যাগ করে না।

১২৯। "রোগটি হচ্ছে বিকার।"

'আমি' রূপ বিকার। আমার সত্যকারের স্বরূপ—'অজ'।

মায়ারূপ বিকারগ্রস্ত হয়ে সেই 'অজ'কে কি রকম দেখায়? এই স্থূল অন্নময় কোষ থেকে সাধন আরম্ভ ক'রে—ব্রহ্মজ্ঞান—তারপর তত্ত্বজ্ঞানে ফিরে এলে তবে 'আমি না,' অর্থাৎ 'অজ' বলতে পারা যায়। এই 'আমি'রূপ বিকার রোগে সমস্ত ভুল দেখে। যা নেই তা সত্য ব'লে বোধ হয়।

১৩০। "আবার যে ঘরে বিকারের রোগী, সেই ঘরে জলের জালা আর আচার তেঁতুল।"

"ঘরে"—দেহে।

"বিকারের রোগী"—'অহং' রূপ বিকার।

"জলের জালা আর আচার তেঁতুল"—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ইত্যাদি।

১৩১। "যদি বিকারের রোগী আরাম করতে চাও, ঘর থেকে ঠাঁইনাড়া করতে হবে।"

পঞ্চকোষের সাধন, ব্রহ্মজ্ঞান, তারপর তত্ত্বজ্ঞান। 'আমি এই স্থূল দেহ'—এই থেকে আরম্ভ করে 'আমি না' পর্যন্ত—এই হল 'ঠাঁই নাড়া'।

১৩২। "যোষিৎ-সঙ্গ........"

"সন্ন্যাসী নারীর ছবি পর্যন্ত দেখবে না।" "গোরা নারীর ছবি হেরবে না।"

"সন্ন্যাসী"—দেহ থেকে ষোল আনা আত্মা নিঃসৃত হয়ে, সহস্রারে সংকলিত হয়ে, যাঁর আত্মাসাক্ষাৎকার হয়—তিনি সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসীর অবস্থা অপরকে জানিয়ে দেয়—ইনি সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসীর কাছে কোন নারী এলে—হয় তিনি সমাধিস্থ হন, না হয় তাঁর চোখে 'জাল' পড়ে যায়,

অন্ধকার দেখেন। ঠাকুরের এই দুই অবস্থাই হ'ত। পরে এই অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়। তবে, সন্ন্যাসী নারীর সঙ্গ কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না—গা জ্বালা করে, শ্বাস রোধ হয়, আর শেষে সমাধি।

"মেয়ে মানুষ ছুঁলে আমার গায়ে সিঙি মাছের কাঁটা ফোটাতে থাকে।

১৩৩। "ঈশ্বর সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য, দুদিনের জন্য—এইটি বোধ, আর ঈশ্বরে অনুরাগ।"

"ঈশ্বর সৎ, নিত্যবস্তু"—ব্রহ্মজ্ঞান—'ঈশ্বরই আছেন'।

"আর সব অসৎ, অনিত্য, দুদিনের জন্য"—মায়া—মিথ্যা—অর্থাৎ যা নেই।

"এইটি বোধ"—দেহেতে ধারণা করা।

"আর ঈশ্বরে অনুরাগ"—পাকা ভক্তি—ব্রহ্মজ্ঞানের পর তত্ত্বজ্ঞান, তারপর অবতার-তত্ত্বে মানুষ-রতন বা অবতারকে নিজের দেহের মধ্যে দেখে যে ভক্তি।

১৩৪। "গোপীদের কৃষ্ণের উপর যেরূপ টান ছিল........"

নিশিদিন গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে থাকতেন—দৃষ্টি আবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণে—নিজের কারণশরীরে।

১৩৫। "ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।"

কুণ্ডলিনী না জাগলে ব্যাকুলতা আসে না—আর এই কুণ্ডলিনী শেষে সচ্চিদানন্দে, ব্রহ্মানন্দে পরিণত হন।

১৩৬। "........যেন শিবরামের যুদ্ধ।"

"শিব"—শিবগুরু। গুরু ইষ্ট এক হয়ে যান—ধ্যানে দেখতে পাওয়া যায়। আবার গুরু যখন ইষ্টসাক্ষাৎকার করিয়ে দেন, তখন দেখতে পাওয়া যায়—গুরু ইষ্টে লীন হয়ে গেলেন। আত্মাসাক্ষাৎকারের সময়ও গুরু আত্মাকে দেখিয়ে দিয়ে আত্মায় লীন হয়ে যান।

"রাম"—এক—অদ্বৈত।

এই শিবরামের যুদ্ধ ঠাকুর করেছিলেন—বেদান্ত সাধনার অনুভূতির সময়, সাধনকুটীরে পঞ্চবটী তলায়। অবশ্য বেদান্ত সাধনার অনুভূতি বহু

আগেই আপনা-আপনি হয়ে গিয়েছিল—এখন শুধু 'জড়' সমাধি। পুরী মহারাজ ঠাকুরকে সাধনকুটীরে ধ্যানে বসিয়ে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে চলে গেলেন। ঠাকুর ধ্যানে মগ্ন হলেন, কিন্তু মন যখনি ষষ্ঠভূমি অতিক্রম করতে চায়, তখনি মায়ের সেই আনন্দময়ী মূর্তি। সাধক সব ভুলে যান নিজের প্রিয় ইষ্টকে দেখে। ঠাকুরের মন কিছুতেই আর ষষ্ঠভূমি অতিক্রম করতে চায় না। এই রকম খুব খানিকক্ষণ কেটে গেল। পুরী মহারাজ পুনরায় ঘরে প্রবেশ করলেন। ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে বললেন—"আমার ওসব হবে না।" পুরী মহারাজ "কেঁউ নেই হোয়েঙ্গা"—এই ব'লে এক টুকরা কাঁচ নিয়ে ঠাকুরের ভ্রূমধ্যে একটু ফুটিয়ে দিয়ে বললেন, "এইখানে মন নিয়ে এস।" আবার দরজা বন্ধ, শিকল ও ঠাকুরের পুনরায় ধ্যান। আবার মায়ের সেই আনন্দময়ী মূর্তি! ঠাকুর এবার জ্ঞান খড়্গ বার করে, মাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললেন। মন হু হু করে উঠে গিয়ে একেবারে 'জড়' সমাধি।

বহুক্ষণ পরে পুরী মহারাজ ঘরে প্রবেশ করে, ঠাকুরের দেহে ও মুখে 'জড়' সমাধির লক্ষণসমূহ দেখে বলে উঠলেন,"আরে, এ কেয়া দৈবী হ্যায় রে!" শিবরামের যুদ্ধ শেষ হ'ল অদ্বৈত ভূমিতে। সাধক, শিবগুরু ও ইষ্ট, রামে পরিণত হলেন—এক হয়ে গেলেন।

১৩৭। "কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচিমিচি আর মেটে না।"

"শিবের ভূতপ্রেতগুলো"—তন্ত্রের সাধক।

"রামের বানরগুলো"—বেদান্তবাদী।

যাঁর যে রকম অনুভূতি, তিনি মনে করেন তাই ঠিক।

"যে বহুরূপীকে লাল দেখেছে, সে বলে লাল; যে হলদে দেখেছে, সে বলে হলদে," ইত্যাদি।

আংশিক অনুভূতি—তাই মীমাংসা হয় না।

১৩৮। "মায়ে ঝিয়ে……"

দেহ (আদ্যাশক্তি) ও ভাগবতী তনু।

১৩৯। "জটিলে কুটিলে না থাকলে লীলা পোষ্টাই হয় না।"

দেহ না থাকলে আত্মাসাক্ষাৎকার হয় না।

১৪০। "জটিলে কুটিলে না থাকলে রগড় হয় না"

"রগড়"—ব্রহ্মানন্দ। দেহ না থাকলে ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয় না।

১৪১। "তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য কর না, তাই এইরূপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।"

"পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিবে
তা বিনু সকলি পর।"

তোমায় সচ্চিদানন্দগুরুরূপে তোমার শিষ্যরা কেউ পায় নি। তোমার সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয় নি। তুমি মানুষ—তুমি গুরু হতে পার না।

"হেগো গুরু তার পেদো শিষ্য।"

১৪২। "কারুর ভিতর ক্ষীরের পোর।"

তন্ত্রের সাধন—কারণশরীর অর্থাৎ ইষ্টসাক্ষাৎকার—এই পর্যন্ত সাধন।

১৪৩। "কারুর ভিতর নারিকেলের ছাঁই········।"

কারো হয়ত সূক্ষ্মশরীর দর্শন হ'ল—এই পর্যন্ত।

১৪৪। "কারু ভিতর কলায়ের পোর········"

দেহ অসাড়—ভারী শরীর—কিছুই হয় না। বেদের সাধন হ'লে কিছু 'পোর' থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান—জগতের মানুষের সঙ্গে এক জ্ঞান,—চিন্তা বা কল্পনা দ্বারা নয়। বহুলোক তাঁকে দেখে তাদের দেহের ভিতরে, আর তারাই জানিয়ে দেয় যে তিনি এবং তারা এক,—আত্মিক জগতে—বাইরে নয়।

১৪৫। "আমি খাই দাই থাকি।"

আমি খাই, থাকি আর মায়ের নাম করি—এই আমার জীবত্ব।

"আমি একটু থাকে।" "থাক্ শালা দাস হয়ে।"

এখানে সন্তানভাব—মা আর ছেলে।

১৪৬। "········আর সব মা জানে।"

মা লীলা করছেন, আর আমি দেখছি। দেহের মধ্যে কখন তিনি

নিত্যে যাচ্ছেন, আবার কখনও বা লীলাময়ী হয়ে ফুটে উঠছেন। তিনি দেহেতে লীলাময়ীরূপে ফুটে ওঠেন—দেখতে পাওয়া যায়।

১৪৭। "গুরু, কর্তা ও বাবা।"

"গুরু"—"মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না—গুরু এক সচ্চিদানন্দ।" যে আত্মা ওতপ্রোতভাবে, অলক্ষ্যে ও নির্লিপ্তভাবে দেহকে ধারণ করে রেখেছেন তিনিই গুরু।

"কর্তা"—অহংকার। শ্রীভগবানের জগৎ—তিনিই কর্তা।

"বাবা"—মহামায়ার ফাঁদে প'ড়ে সন্তানাদি সৃষ্টি করা।

১৪৮। "গুরু এক সচ্চিদানন্দ।"

সচ্চিদানন্দগুরু মূর্তি ধারণ করে এসে আশীর্বাদ করেন আর বলেন, "তোর হবে।" দেহে এই সচ্চিদানন্দগুরুর উদয় হওয়া হ'ল—আত্মার বরণ করা।

"আত্মা যাকে বরণ করে তারই হয়।"

তিনি সমস্ত রাজযোগ শিক্ষা দেন।

তিনি কাকেও ইষ্টসাক্ষাৎকার করিয়ে ইষ্টে লীন হন।

তিনি আবার কাকেও আত্মাসাক্ষাৎকার করিয়ে আত্মায় লীন হন।

তিনি কারণশরীরে থাকেন—কখন নিজ মূর্তিতে ফুটে ওঠেন—আবার কখনও লীন হন।

এই সচ্চিদানন্দগুরুর শরীরে সাধন হয়—সাধক দেখেন। সচ্চিদানন্দগুরু লাভ না হ'লে সাধনভজন হয় না। ঠাকুর বলেছেন, "সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই।" "গতি"—ঊর্দ্ধগতি—কুণ্ডলিনীর জাগরণ ও সহস্রারে গমন। সচ্চিদানন্দগুরু লাভ না হ'লে কুণ্ডলিনী জাগেন না। কুণ্ডলিনী না জাগলে কিছুই হয় না। সচ্চিদানন্দগুরু লাভের অনেক স্তর। এই স্তরভেদে দেহেতে সাধন হয়। আত্মিক স্ফুরণ—কোনখানে ষোল আনা, কোনখানে আট আনা, কোনখানে চার আনা, কোনখানে দু আনা, কোনখানে এক আনা। "আমার ষোল টাং, তোদের এক টাং।" ঠাকুরের ষোল আনা—আর মহাপুরুষ মহারাজকে বলছেন, "তোদের

এক আনা।" তিনি হলেন মহাপুরুষ মহারাজ—স্বামী শিবানন্দ—অপর কেউ নন! তাঁরই এক টাং!

এই সচ্চিদানন্দগুরু যাঁর লাভ হ'ল—তিনি সেই সঙ্গেই সিদ্ধ হয়ে যান। তাঁর দেহেতে আত্মার প্রকাশ! আত্মাই সচ্চিদানন্দগুরুর চিৎ-ঘন-কায় মূর্তি ধারণ করে আসেন—দেহীকে বরণ করেন—কৃপা করেন। "স্বচ্ছন্দ দর্শন ও সত্যমুক্তি।"

সচ্চিদানন্দগুরুর অনেক স্তর :—

১ম। "কোন এক অজানা লোক আসবে—এসে বলবে—'চল্'। তখন তাঁর কাঁধে চেপে অনায়াসে যাওয়া যায়। ইনি হলেন ষোল আনা সচ্চিদানন্দগুরু—ছেলে বয়সে কৃপা করেন।

"অজানা লোক"—এমন চেহারা যাঁকে আগে কখনও দেখা যায় নি। অবশ্য পরে জানতে পারা যায়—ইনি—তিনি।

"এসে বলবেন চল্"—গতি নির্দেশ করে দেবেন—ঊর্দ্ধগতি।

"কাঁধে চেপে"—বাপের কাঁধে চেপে ছেলের যাওয়া। এতে আবার সখ্যভাবও আছে। 'শ্রীদাম সুদাম কখন কখন শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চাপতেন।'

২য়। একটি ভক্ত শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন সদ্‌গুরুর জন্য। শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দগুরুরূপে—তাঁর গুরুর মূর্তি দেখিয়ে দিয়েছেন। এই মূর্তি যদি জীবিত থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে—ঐ মূর্তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। আত্মা ঐ মূর্তি ধরে বিরাজ করছেন।

৩য়। সচ্চিদানন্দগুরু উদয় হয়ে ইষ্ট দর্শন করিয়ে ইষ্টে লীন হয়ে গেলেন।

৪র্থ। সচ্চিদানন্দগুরু হঠাৎ উদয় হলেন—প্রেমোন্মাদ ও সর্বত্যাগীর ভাব—"কৃষ্ণ কথা কহ জীব, কৃষ্ণ কথা কহ," এই ব'লে লীন হয়ে গেলেন।

৫ম। সন্ধ্যা হয়েছে। ভীষণ অরণ্য। আকাশ ভরা মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ্ পড়ছে। কড়্ কড়্ শব্দ। ভীষণ ঝড়। পথিক ব্যাকুল হয়ে আর্তস্বরে বলছে—"কি করে পার হব?" সচ্চিদানন্দগুরুর কণ্ঠে আকাশ বাণী হ'ল—"ঠাকুর, ঠাকুর বলে পার হয়ে যা।"

৬ষ্ঠ। ভক্ত দেখছেন—সচ্চিদানন্দগুরু পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র থেকে কুণ্ডলিনী জাগরণের বিষয় বলছেন।

৭ম। ভক্ত দেখছেন—সচ্চিদানন্দগুরু কর্ণধাররূপে নৌকা বেয়ে তাঁকে নিয়ে চলেছেন।

৮ম। ভক্ত দেখছেন—সমুদ্রতীরে নৌকা। নৌকায় সচ্চিদানন্দগুরু হাল ধরে বসে। ভক্তের খুব আনন্দ। "আপনি এখানে! আপনি এখানে!"—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। জবাব পেলেন, "তুমি আসবে, আমি জানতে পেরেছিনু, তাই তোমার জন্যে এসেছি।" ভক্ত নৌকায় উঠলেন।

৯ম। সচ্চিদানন্দগুরু পুরাণপুরুষরূপেও আসেন আর ভক্তকে ডাকেন।

১০ম। সচ্চিদানন্দগুরু ঋষিরূপেও আসেন আর জ্ঞানদান করেন।

এই সমস্ত অনুভূতি এক একটি ভক্তের স্বপ্নে হয়েছে। "স্বপন কি কম গা?" জাগ্রত অবস্থার অনুভূতির চেয়ে স্বপ্নের অনুভূতি শুদ্ধতর।

১৪৯। "আমার সন্তানভাব।"

এ হ'ল তত্ত্বজ্ঞান।

ব্রহ্মজ্ঞানে কিছু ছিল না। তত্ত্বজ্ঞানে সাধকের বোধ ফিরে এল। প্রথম বোধ হ'ল—'আমি না।' তবে কে? তখন উন্মেষ হ'ল—'তুমি, তুমি।' একে নিগমের অস্তিজ্ঞান বলা চলে—এই হ'ল পাকা 'অস্তি'। এই জ্ঞান একবার হ'লে—সে ত' আর যাবে না। এই তত্ত্বজ্ঞান যাঁদের হয়েছে—তাঁরা গুরুগিরি করতে পারেন না। কথায় কথায় ঠাকুর বলেছেন—'সচ্চিদানন্দগুরু'। লীলাময়ী মায়ের জগৎ, মা লীলা করছেন ঠাকুর আহোরাত্র সেই লীলা দেখছেন—অহোরাত্র দৃষ্টি মায়ে আবদ্ধ। তাই সন্তানভাব! তিনি গুরুগিরি করবেন কি করে? ভক্ত তেজচন্দ্র যখন মন্ত্রের জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ঠাকুর বলেছিলেন, "আমি গুরু হতে পারি না, উপগুরু হতে পারি।"

১৫০। "মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ।"

"মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না।"

১৫১। "সকলেই গুরু হতে চায়! শিষ্য কে হতে চায়?"

"গুরু হওয়া"—অহংকার। "শিষ্য"—নীচু জমি।

"উঁচু জমিতে জল জমে না, নীচু, জমিতে জল জমে।"

১৫২। "আদেশ না হ'লে কে তোমার কথা শুনবে।"

আদেশ না হ'লে আকর্ষণ হয় না। তোমার কথা তাদের দেহে স্থান পাবে না—আত্মিক স্ফুরণ হবে না—কুণ্ডলিনী জাগ্রত হবেন না—পর্বত (দেহ) টলবে না।

১৫৩। "যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস করে ফোলে।"

"কাঠ"—দেহ।

"জ্বাল"—ঠাকুর।

"দুধ"—আত্মা।

"ফোঁস ক'রে ফোলে"—উদ্দীপনা হয়।

ঠাকুরের কাছে ব্রাহ্মভক্তদের উদ্দীপনা হয়েছে—তাই এই উপমা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি উপমা নয়—বস্তুতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব।

১৫৪। "কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই।"

ঠাকুরের কাছ থেকে চলে গেলে আর উদ্দীপনা থাকবে না।

১৫৫। "কল্‌কাতার লোক হুজুগে। এই এখানটায় কূয়া খুঁড়ছে—বলে জল চাই। সেখানে পাথর হলো ছেড়ে দিলে। আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। সেখানে বালি মিলে গেল, ছেড়ে দিলে। আর এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ হলো। এই রকম।"

উপস্থিত ভক্তদের আপনা হতে সাধন হবে না—ঠাকুর এ কথা বুঝেছেন। তাই পুরুষকার সহায়ে একনিষ্ঠ হয়ে থাকতে বলছেন—যদি শ্রীভগবানের কিছু কৃপা মেলে।

১৫৬। "সে কথার জোর কত? পর্ব্বত টলে যায়।"

"পর্ব্বত"—দেহ—হাড় মাসের হিমালয়।

"টলে যায়"—কুণ্ডলিনী জাগরণ—শিহরণ—কম্পন—কপিবৎ মহাবায়ুর সহস্রারে গমন—সমাধি হওয়া।

১৫৭। "লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই।"

সচ্চিদানন্দগুরু লিখে দেখান কাগজে—ভক্ত দেখেন। এটি হ'ল প্রথম স্তরের চাপরাস। দ্বিতীয় স্তরের চাপরাস—ঠাকুর একটা কাগজে লিখেছিলেন, "নরেন্দির লোকশিক্ষা দিবেক।"

১৫৮। "ভগবান লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়।"

যাঁর শ্রীভগবান লাভ হয়েছে, তাঁর কাছে কেউ এলে তিনি ঐ লোকটিকে নিজের ভিতরে দেখতে পান। আত্মা ঐ রূপ ধারণ করে উদয় হন। যিনি এসেছেন তাঁর সম্বন্ধে সহজে সমস্ত জানতে পারা যায়। এটি ব্রহ্মজ্ঞানের একটি ফুট।

১৫৯। "ঈশ্বর কর্তা, ঈশ্বরই সব করছেন, আমি কিছু করছি না, এ বোধ হ'লে তো সে জীবন্মুক্ত।"

এ হ'ল তত্ত্বজ্ঞান—আমি না, তুমি। ব্যবহারিক জীবনে এ লক্ষণ যাঁর প্রকাশ পাবে—তিনি জীবন্মুক্ত। ব্যবহারিক জীবনের লক্ষণ—গুরুগিরি করবে না। "ও যদি সাধু হয়েছে ত' অপরের টাকা নেয় কেন?"—তিনি কারো টাকাও নেবেন না।

১৬০। "তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো।"

"তাঁর কৃপা ব্যতীত তাঁকে পাওয়া যায় না।" তবুও ঠাকুর ব্রাহ্ম-ভক্তদের উৎসাহ দিচ্ছেন—বিবিদিষার পথে, পুরুষকার আশ্রয় করে শ্রীভগবানকে ডাকতে। তিনি কৃপাময়—যতটুকু কৃপা করেন। "অনেক ফুল চুষতে চুষতে একটু মধু।"

তাঁর জগৎ, তিনি যা করবেন, তাই হবে—তুমি কিছুই করতে পার না।

১৬১। "কালীঘাটে দানই করতে লাগলো; কালীদর্শন আর হলো না।"

জগতে এসে, মায়ার খেলাই খেলা হ'ল। জীবনের উদ্দেশ্য—"ভগবান দর্শন"—সেই ভগবান দর্শন আর হ'ল না।

১৬২। "অন্নগত প্রাণ········।"

ক্ষীণজীবী—দুর্বল শরীর। সবল, সুস্থকায়, নিখুঁত দেহ না হ'লে—আত্মিক স্ফুরণ ও আত্মাসাক্ষাৎকার হয় না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

"কালো পাঁঠা, একটু খুঁত থাকলে—মায়ের ভোগে লাগে না।"

১৬৩। "জ্বর হলে কবিরাজী চিকিৎসা করতে গেলে এদিকে রোগী হয়ে যায়।"

"জ্বর"—ব্যাধি—'আমি'রূপ ব্যাধি।

"কবিরাজী চিকিৎসা"—বেদমতের সাধন।

"রোগী হয়ে যায়"—দেহ টুটে যায়।

"কলিতে বেদমত নয়"—পঞ্চকোষের সাধন দেহেতে হয় না।

১৬৪। "এখন ডিঃ গুপ্ত।"

'পুরাণ'-মত।

ঠাকুরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ যতদিন নরলীলা করেছিলেন, ততদিন 'পুরাণ'-মত ছিল। এখন দশমূল পাঁচন নয়, ডিঃ গুপ্ত নয়, ইন্‌জেক্‌সন (injection)। ঠাকুর দেখিয়ে দিয়েছেন।

'ইন্‌জেক্‌সন'—অন্তর (দেহের ভিতর) থেকে সচ্চিদানন্দগুরু ভিতর ফুঁড়ে বেরুবেন—তবে হবে। এই হ'ল ইন্‌জেক্‌সন,—বাইরে থেকে নয়—ভিতর থেকে।

"মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না--সচ্চিদানন্দই গুরু। সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই।"

১৬৫। "ভক্তিযোগই যুগধর্ম।"

সচ্চিদানন্দ গুরুরূপে দেহের মধ্যে লীলা করেন—ভক্ত দেখেন—সাক্ষীমাত্র।

"পাতাল ফোঁড়া শিব"—আপনি বেরুচ্ছে—ভক্ত দেখছেন।

"তোমার কাজ গো তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

১৬৬। "বেদান্তবাদীদের মত তোমরা জগৎ স্বপ্নবৎ বলো না।"

কেন বলে না?—জানে না, এ অনুভূতি হয় নি—তাই বলে না।

"জগৎ স্বপ্নবৎ"—বেদান্তের এ অনুভূতি তোমাদের হবে না।

১৬৭। "........তোমরা ভক্ত।"

তোমাদের ইষ্ট সাক্ষাৎকার—"কলিতে বেদমত নয়, তন্ত্রমত।"

তন্ত্রমত—কারণশরীর—ভাগবতী তনু—যিনি ইষ্টরূপে দর্শন দেন।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

ধর্ম ও অনুভূতি

দ্বিতীয় ভাগ

একত্বের এক কথা

একোঽহম্ বহুঃ স্যাম্

Universalle - La - Homme

....

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
চাত্মানং সর্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না, সকল কালে তাঁর প্রকাশ।"

—রবীন্দ্রনাথ

(বুদ্ধদেব)

●

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম ক'রে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।   ....

"সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম ক'রে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়।   ....

"সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে—

স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক.......।"

—রবীন্দ্রনাথ

(মানুষের ধর্ম, ভূমিকা)

(এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের 'নিবেদন' দ্রষ্টব্য)

"সমাধির পারে যা। কেন, ঐ যে রে তুই গান গাস, 'যো কুছ হ্যায়, সব তুঁহু হ্যায়'।"—শ্রীরামকৃষ্ণ।

'সমাধির পরে যাওয়া'—জগৎ-ব্যাপী হওয়া। হাজার হাজার নরনারী তাঁকে তাঁর জীবদ্দশায় ধ্যানে, স্বপ্নে জাগ্রত অবস্থায় ও নিদ্রার আবেশে (trance) দেখবে আর এই দেখার কথা প্রকাশ করবে—এই হল জগৎ-ব্যাপিত্বের প্রমাণ।

—শ্রীমাণিক

●

"ফল হলে ফুল আপনা হতে ঝরে যায়"—শ্রীরামকৃষ্ণ।

'ফল'—জগৎ-ব্যাপিত্ব (Universalism)।

'ফুল'—ব্যষ্টি (Individualism)।

—শ্রীমাণিক

●

"একত্বং ব্রহ্মণোঽপি স্যাদেবং মুক্তির্ণসর্ব্বথা।
অন্যস্য মুক্তির্ভবতি বিনা তজ্জ্ঞানকারণাৎ॥" ২।৫।২৪

"পরব্রহ্মের একত্ব (এক স্বরূপত্ব) জ্ঞানেই মুক্তি হয়। কিন্তু এই জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার বহুরূপত্ব দেখিতে গেলে কাহারও মুক্তি হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্
শ্রীমান মুরারি গুপ্ত প্রণীতম্
(মুরারির কড়চা)

●

"All the various practices and trainings, Bibles and Gods, are but the rudiments of religion, the kindergartens of religion.

"......How long will the world have to wait to reach the truth if it follows this slow, gradual process? How

long ? And where is the surety that it will ever succeed to any appreciable degree ? It has not so far. After all, gradual or not gradual, easy or not easy to the weak, is not the dualistic method based on falsehood ? Are not all the prevalent religious practices often weakening and therefore wrong ? They are based on a wrong idea, a wrong view of man. Would two wrongs make one right ? Would the lie become truth ? Would darkness become light ?"

—Swami Vivekananda.

('Is Vedanta the future religion ?'
Delivered in San Francisco on April 8, 1900.
Complete Works,Mayavati Memorial Edition,
Vol. VIII—Page 140, 141.)

●

"কেশবও ঐ কথা (পরজন্ম) জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি লেজামুড়ো বাদ দিয়ে বললুম।"—শ্রীরামকৃষ্ণ।

'লেজা'—অতীত।

'মুড়ো'—ভবিষ্যৎ।

অতীত ও ভবিষ্যৎ গেলে থাকে বর্তমান। শ্রীনন্দ বসুকে তিনি বলছেন, "তুমি আম পেয়েছ, আম খাও না।"

'আম'—এই দেহে অমৃতত্ব—ব্রহ্মত্ব—একত্ব আছে, — তাই খাও।

'আমখাওয়া'—Granted that you attain personal liberation by means of the realisation of the Advaita, but what matters it to the world ? You must liberate the whole universe before you leave this body. Then only you will be established in the eternal Truth. Has that bliss any match, my boy ?—Swami Vivekananda. (Complete Works Vol. VII Page 161)

।'আম খাওয়ার' রূপ হল—"আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভ-বুদ্ধিতে সকলকে এক করে। 'শিব ঐক্যবন্ধনে'........" —রবীন্দ্রনাথ
(মানুষের ধর্ম)

"Being one with Divinity there cannot be any further progress in that sense."—Swami Vivekananda.

—শ্রীমাণিক

●

আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন শ্রীমাণিক প্রশ্ন করলেন, "What is the eternal problem of this human life ? এই eternal problemটা কি ? 'এই আমি কে ? আর জগতের এই যে বিরাট মনুষ্যজাতি—এরা কে ? —এদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি ?' —এই হল eternal problem ! এই problem কখনও solve হয়নি। এই প্রশ্নের মীমাংসা হলে আর অসুর বা দেবতা, অর্থাৎ অধিকারিভেদ বলে কিছু থাকে না, আর re-birth বলেও কিছু থাকে না। স্বামিজীও (স্বামী বিবেকানন্দ) একথা বলে গেছেন, 'অদ্বৈতবাদে পুনর্জন্ম নাই' (বেদান্তের মত)।"

একজন ভক্ত—"মানুষ সেই problem solve করার জন্যেই তার যাত্রা সুরু করেছিল। কিন্তু they all had lost their track. আসল problem যেমন ছিল তেমনি রইল। কিন্তু মানুষ সেই problem থেকে দূরে সরে গেল, ঘুরে বেড়াতে লাগল কল্পনার রাজ্যে।"

শ্রীমাণিক—"হ্যাঁ, ঠিক্ তাই বাবা। দেখনা, ছ হাজার পাঁচশো বছর আগে মিশরের ফ্যারোয়া তৈরী করলে পিরামিড, আর তার ভিতর রেখে দিল নানাবিধ ভোগের সামগ্রী, মায় জীবন্ত মানুষ পর্যন্ত ; উদ্দেশ্য—মরার পরও সেই সব জিনিষ ভোগ করবে। কি অদ্ভুত অবাস্তব কল্পনা ! আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব বললেন 'নির্বাণের' কথা। অর্থাৎ মরে গিয়ে মুক্তি। বর্তমানের এই জীবনটা—এই বিরাট সত্য—সেটা বাদ পড়ে রইল, তিনি ধরে রইলেন ভবিষ্যৎ। যাজ্ঞবল্ক্য উষিষ্টাকে যা বলেছিলেন তার ইংরিজি অনুবাদটা বলি—তোরা ভাল করে বুঝতে পারবি—"Your Soul is the inner-self of all beings."

"কিন্তু এতেই কি problem solve হল ? একটা কথা জেনে রাখ, —কোন জিনিষের abstract idea কখনও তোরা গ্রহণ করিস নি। প্রমাণ দেখবি তবে নিবি। হ্যাঁ, ধর্মেরও প্রমাণ আছে, আর সে প্রমাণ দেয় জগতের মানুষ, যা চোখের সামনে এখানে ঘটছে।

খৃষ্টান বললে, "The world is a valley of tears."

মুসলমান ফকির গান গাইল—

"উঠো মুসাফির, বাঁধো গাঁঠরিয়া,
কাঁহা সে আয়া,
কাঁহা মে জায়েগা
কেয়া তেরা পাত্তা হই।"

শ্রীশঙ্করাচার্য লিখলেন, "কুত আয়াতঃ কুতো বা যাতঃ।"

"আর সেদিনও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে গান শোনা গেল—

"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই……"

" 'কোথা হতে আসি' কিরে বাবা ? বাপ-মার দেহ হতে আমরা এসেছি, আর কোথা থেকে আসবো ?

"দেখ, এই করে করে মানুষ আসল problem থেকে দূরে—বহুদূরে সরে গেল। এই বর্তমান জীবনটাই যে একমাত্র সত্য, সেকথা neglect করে কতগুলো উদ্ভট অবাস্তব কল্পনাকে আঁকড়ে ধরে রইল।

"ওরে, এই আমি কে, আর আমার সামনে এই মনুষ্যজাতি—এরা কে, —এদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি—এই eternal problem এতদিনে solve হয়েছে। আমি আর জগতের মানুষ—এক ! কোথায় এক ?—আত্মিক জীবনে ! আর সে একত্বের প্রমাণ দিচ্ছে জগতের মানুষ ! আমি বলছিনা—বলছে তারা, যারা আমাকে দেখছে। তারা আমায় দেখে বলছে—"ওগো, আমরা আর তুমি এক ! আমরা বাইরে বহু কিন্তু ভিতরে এক !"

●

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অমৃতবাণীর যৌগিক রূপ

২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ

শ্রীকেশব সেনের সহিত নৌকাবিহারের পর সুরেন্দ্রের বাড়ী

১৬৮। "ওরা কি জানে না, ওদের ভাতাররা যায় আসে ?"

"মেয়েরা আমার মায়ের এক একটি মূর্তি।" তবুও, "সন্ন্যাসী নারীর ছবি দেখবে না।" সন্ন্যাসী যে ইচ্ছে করে দেখবেন না, তা নয়। তাঁর শরীরের অবস্থা এখন এই রকম যে মেয়েছেলে চোখে পড়বার আগেই চোখে জাল পড়ে যাবে, অন্ধকার দেখবেন, না হয়ত সমাধি হয়ে যাবে। যদি কোন রকমে গায়ে গা ঠেকে যায় তাহলে দেহেতে শিঙি মাছের কাঁটা ফোটাতে থাকবে। ঠাকুর নিজের জীবনে এগুলি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন—"আমার এ-সব নজিরের জন্যে।" এ-সব নজির দেখে সকলে বুঝবে, জানবে।

মেয়েরা মায়ের মূর্তি, সেই মায়েদের জন্য তিনি কি করলেন ?

সেই কথা এখানে বলেছেন। ভারি মজা। ১২।১৩টি বন্ধু মিলে নিত্য কথামৃত পড়া হয়। বন্ধুগুলি কেউ বিবাহিত, আবার কেউ অবিবাহিত। তুটি বিবাহিত বন্ধু—তুজনেরই খুব উঁচু স্তরের সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়েছে। একজন শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন, 'ভগবান আমায় সদ্‌গুরু দাও'—দীর্ঘকাল। শ্রীভগবান তাঁকে 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ', অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ যে দেহেতে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করছেন, দেখিয়ে

দিয়েছিলেন। এই বন্ধুটি ঐ 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহের' বিষয় কিছুই জানতেন না—'প্রায় অজানা লোক'—অপরিচিত ব্যক্তি। দ্বিতীয় বন্ধুটিকে সচ্চিদানন্দ-গুরু ইষ্ট সাক্ষাৎকার করিয়ে ইষ্টে লীন হয়ে গিয়েছিলেন।

মহামায়া বিরূপ, দুটি মায়ের মূর্তি (দুজনের স্ত্রী) দুটি বন্ধুর উপর খড়্গহস্ত।

ঠাকুরের যুগ। অদ্ভুত কৃপা ঠাকুরের। দশমূল পাঁচন নয়, ডিঃ গুপ্ত নয়, ইন্‌জেক্‌সন (injection)। মা দুটির পরে স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরু লাভ ও স্বপ্নে নানা স্তরের সাধন ও অনুভূতি হয়েছিল।

একটি উদাহরণ দিই। একটি মা স্বপ্নে ঠাকুরের ছবি দেখছেন। সে ছবির মূর্তি জীবন্ত হয়ে উঠল; স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে এসে বললেন—"আমার খিদে পেয়েছে—আমায় কচুরি ভেজে দে।" স্বপ্নদ্রষ্টা তাড়াতাড়ি কচুরি ভেজে দিলেন আর ঠাকুর খেতে লাগলেন। স্বপ্ন ভেঙে গেল। কি অদ্ভুত কৃপা! কি অদ্ভুত লীলা ঠাকুরের!

এইখানেই ঠাকুরের লীলার শেষ নয়। ঐ বন্ধু দুটির বাড়ীর ছেলেমেয়েরা স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপা পেয়েছে,—এমনকি বাড়ীর শিক্ষয়িত্রী, রাঁধুনী পর্যন্ত দেবস্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল। এমনকি ঐ মা দুটির বান্ধবীরা পর্যন্ত দেবস্বপ্ন দেখেছেন। ঘরে বসে মেয়েদের সচ্চিদানন্দগুরুলাভের উদাহরণ এই প্রথম। (দ্রষ্টব্য—১ম ভাগের নিবেদন)।

যদি কোন ভাগ্যবান পুরুষ ঠাকুরের কৃপা পান, তখন সেই স্থানে তাঁর সংস্পর্শে সকলে কৃপা পান। তবে 'ষোল আনা, আট আনা, চার আনা, দু আনা, এক আনা'—মনে রাখতে হবে।

একটি বন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন—সচ্চিদানন্দগুরু তাঁকে একটি পয়সা দিয়েছেন। সেই এক পয়সাতেই তাঁর অবতার তত্ত্ব পর্যন্ত অনুভূতি হয়েছিল।

২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ

সিঁথি ব্রাহ্মসমাজ

১৬৯। "........অথবা নানা পুষ্প পরিভ্রমণকারী ষট্পদবৃন্দ পদ্মের সন্ধান পাইলে অন্য কুসুমত্যাগ করিয়া পদ্মমধু পান করিতে ছুটিয়া আসে।"

ব্রহ্মানন্দের কাছে অন্য আনন্দ আলুনি লাগে। মিছরির পানার আস্বাদন পেলে, চিটেগুড়ের পানা ভাল লাগে না।

বিষয়ানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ—দুয়ের তুলনা হয় না। গজমতি আর কাচখণ্ডে যে ফারাক—সেই ফারাক। প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ ব্যষ্টিতে নয়—সমষ্টিতে (universal)। সকলের দেহে সেই আনন্দময় পুরুষের রূপ ফুটে উঠবে—তারা সেই কথা প্রকাশ করবে—তাতে হবে তাঁর আনন্দ। "This is practical Vedanta"—Swami Vivekananda (Complete Works—vol. VII—Page no. 161—Dialogues)।

১৭০। "এই যে শিবনাথ। দেখ তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর একজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারি খুসী হয়।"

ভক্তকে দেখে শ্রীভগবানের আনন্দ।

"ভগবানকে দেখাও যা অবতারকে দেখাও তা।"

ঠাকুর—অবতার—শ্রীভগবান।

এর পরীক্ষা খুব সহজ। অবতারকে ভক্তিভরে কেউ প্রণাম করলে তিনি সমাধিস্থ হয়ে যাবেন, আর দেহেতে ঈশ্বরীয় লক্ষণ প্রকাশ পাবে। কাঠে আর পাথরের ঘর্ষণে কাঠটা জ্বলে ওঠে।

১৭১। "........হয়ত তার সঙ্গে কোলাকুলি করে।"

সচ্চিদানন্দগুরু আত্মসাৎ করেন—ভক্তকে নিজের সঙ্গে এক করে নেন—ব্রহ্মজ্ঞান দেন।

বাবু চাকরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে, চাকরের হাত ধরে নিজের আসনে বসিয়ে বলেন—"বস্ বস্, তুইও যা, আমিও তা,—এক।"

একটি বন্ধু দেখলেন—চোখ চেয়ে ধ্যানে—তাঁর সচ্চিদানন্দগুরু তাঁকে গিলে ফেলছেন—আত্মসাৎ করছেন। আর একটি বন্ধু স্বপ্নে দেখলেন—একটি বড় বাঘ চিৎ হয়ে পড়ে থাবার ভিতর বন্ধুকে নিয়ে নিতে চেষ্টা করছে।

বাঘ—সচ্চিদানন্দগুরু।

১৭২। "যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই........"

ঠাকুর এদের সকলকে নিজের ভিতর দেখতে পেতেন। এদের চেহারা ঠাকুরের ভিতর ফুটে উঠত—তখন তাঁদের ভিতর পর্যন্ত ঠাকুর দেখতে পেতেন। এটি ব্রহ্মজ্ঞানের একটি ফুট। আত্মার মধ্যে জগৎ—তারই অংশ মাত্র।

১৭৩। "হাবাতে লোক........"

হাবাতে লোকের লক্ষণ—শ্রীভগবানের কথা হলে সেখান থেকে এরা উঠে পালায়। "রাম নামে ভূত পালায়।" এদের দেহের গঠন এ রকম যে দেহ থেকে আত্মা নিঃসৃত হয় না।

১৭৪। "সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না।"

মুখের কথায় কারুর কিছু হয় না। "আত্মা যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন, তবে মুক্তি।"

"তবে সিদ্ধাইয়ের জোর থাকলে বাবুই গাছেও আম হয়।" ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কাছে গেলে তাঁর রূপ তাদের ভিতর ফুটে ওঠে অর্থাৎ একত্ব স্থাপিত হয়। ব্রহ্মত্ব—একত্ব।

১৭৫। "নিতাই কোন রকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন।"

নিত্যানন্দ প্রভু প্রকৃতি দেখে ভক্ত করেন নি। তাই নৈকষ্য কুলীন সৃষ্টি হয় নি। নৈকষ্য কুলীনের অভাবে যুগাবতারের দান উপে যায়। নৈকষ্য কুলীন—অন্তরঙ্গ। যাঁদের অন্তরে আত্মা 'সচ্চিদানন্দবিগ্রহ' রূপে

ফুটে উঠেন। ঠাকুরের 'বাইরের থাম' আর 'ভেতরের থাম'। থাম—আকার-রূপ—চেহারা। ভিতরের থাম—যাদের চেহারা ভিতরে ফুটে উঠবে—তারা অন্তরঙ্গ। এর উল্টো—'সচ্চিদানন্দবিগ্রহের' চেহারা যাদের ভিতরে রূপ ধারণ করবে তারাই অন্তরঙ্গ।

১৭৬। "ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য।"

নাম—নামী অভেদ। নামী—নামরূপে ফুটে ওঠেন—অন্তরে, আবার কখনও কোন ভাগ্যবানের দেহেতেও দেখতে পাওয়া যায়। আত্মা নামরূপে ফুটে উঠেন—তাই নামের অত মাহাত্ম্য। নাম ঈশ্বরের আর একটি রূপ। আবার নাম করলে নামী অন্তরে উদয় হন।

১৭৭। "........শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে।"

ব্রহ্মবিদ্যার নাশ নেই।

১৭৮। "যেমন কেউ বাড়ীর কার্ণিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হ'ল ও তার ফলও হ'ল।"

এ জন্মে এ বীজ থেকে দেহে সাধনবৃক্ষ নাও হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী কোন পুরুষে (Generation) অর্থাৎ কোন বংশধরে এ বীজ থেকে সাধনবৃক্ষ জন্মাবে। এসব রূপক নয়। দেখতে পাওয়া যায়।

সাধনবৃক্ষের দুটি রূপ—কেউ দেখেন অশ্বত্থ গাছ, কেউ বা দেখেন আম গাছ। অশ্বত্থের চেয়ে আম গাছ ভাল—আম গাছে 'অমৃত' ফল হয়। "তিনি লাউ কুমড়ো ফল দেন না—অমৃত ফল দেন।"

১৭৯। "........সত্ত্বগুণী ভক্ত কখনও তোষামোদ করে ধন লয় না।"

এইটি সত্ত্বগুণী লোকের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক লক্ষণ। ঠাকুর নিজের সম্বন্ধে বলতেন, "আমি কারুর কিছু লই না।"

১৮০। "ভক্তির তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত।"

"ভক্তির তমঃ"—পূর্বরাগ।

"বিশ্বাস"—কৃপা।

"জ্বলন্ত"—দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠা।

"হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে দপ্ করে আলো জ্বলে উঠ্লো।"

ঠাকুর কালীঘরে মায়ের খড়্গ নিয়ে নিজের গলায় চোপ্ দিতে গেলেন আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি মাকে দেখলেন,—সব স্থির।

১৮১। "ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে।"

ব্যাকুলতা—বিরহ—'দই মওয়া'।

১৮২। "ধন কেড়ে লওয়া........"

মাণিক কুড়িয়ে পাওয়া—আত্মা সাক্ষাৎকার করা।

১৮৩। "আমি তাঁর ছেলে........"

অনুরাগ—রাগানুগা ভক্তি—সন্তান ভাব—যেমন ঠাকুরের। রাগানুগার লক্ষণ দেহেতে প্রকাশ পায়। সমস্ত দেহের প্রতি অনুপরমাণু সিঁদুরের মতন লাল হয়ে ওঠে—রক্ত ঊর্দ্ধমুখী। গোলা লোক দেখলে বলে—"যেন একটা রক্তের চাঁই।"

১৮৪। "তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বর লাভ হয়।"

"তোমারি গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমারি রূপে........"

—এই ভাব।

শ্রীভগবান লাভের কামনা। তাঁর পাদপদ্ম দর্শনের লোভ। 'কেন তাঁর কৃপা পাব না—জগৎপতি, শালা'—এই ক্রোধ! জগৎ ভুলে যাওয়া—দেহেতে মনকে আবদ্ধ করা—এই মোহ। 'আমি তাঁর কৃপালাভ করেছি—আর আমার কিছু দরকার নেই,—কৃষ্ণ আমার—আর কারো নয়'—এই মদ।

"আমি শ্যামকঙ্কণ হাতে দিয়ে সই, গরব ক'রে চলে যাব, আমি কঙ্কণ দেখায়ে চলে যাব।"—এই মাৎসর্য।

১৮৫। "তাঁর কাছে জোর কর।"

দেহ, প্রাণ, মন, চিত্ত, আত্মা—সমস্ত তাঁর পায়ে অর্ঘ দিয়ে শরণাগত হওয়া—নেতি, নেতি, ধারণা ও বিচার, তবে নির্গুণে লয় হওয়া—এই হল জোর করা।

১৮৬। "তিনি ত পর নন্, তিনি আপনার লোক।"

"ওহি রাম সব্‌সে নিয়ারা।"

শ্রীভগবান যে তোমার দেহের ভিতরে,—'শ্বেতকেতু, তুমিই সেই—'তু সচ্চিদানন্দ'।

১৮৭। "……আর যখন শিষ্যরা কোনও মতে শুনছে না দেখে, কোনও আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য।"

"উত্তম আচার্য"—"গুরু এক সচ্চিদানন্দ"।

একটি বন্ধু—তাঁর ধ্যান হত না। তিনি স্বপ্নে দেখছেন—তাঁর সচ্চিদানন্দগুরু ঘাড় ধরে তাঁকে ধ্যান করাতে বসালেন, আর তিনি ধ্যানে ডুবে গেলেন। শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দগুরুরূপে কৃপা করলেন—তবে ধ্যান হল।

শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত তাঁকে ডাকাও যায় না—তিনি মূর্ত হয়ে অন্তর থেকে জানিয়ে দিলেন।

১৮৮। "ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।"

"বিকারে রুগী বলে, আমি এক জালা জল খাবরে, আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবরে।"—সেই রকম প্রশ্ন। "আগে শ্যামপুকুরে যাও—তবে ত' জানবে তেলীপাড়া কোথায়। সেদিকে পা বাড়ালে না—অথচ তেলীপাড়ার খবর চাই।"

১৮৯। "তাঁর ইতি করা যায় না।"

"তুমি আছ সর্বঘটে, অর্ঘ্যপুটে—সাকার, আকার, নিরাকারা।"

১৯০। "ভক্তের জন্য তিনি সাকার।"

ইষ্টমূর্তি। উঁচু সাকার ঘর হলে—বহুবিধ দেবদেবীর মূর্তি দর্শন হয়। আবার নিরাকার সাধক সাকার মূর্তি দেখেন—প্রথমে দশভুজা, তারপর চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ গোপাল—শেষে জ্যোতিদর্শন।

১৯১। "যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার।"

ব্রহ্মজ্ঞানের পর ফিরে এসে নিরাকার। "অবাঙ্মনসোগোচরম্"।

"ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না"। "সব জিনিষ এঁটো হয়েছে ব্রহ্ম কখন
উচ্ছিষ্ট হন নাই।"

১৯২। "ভক্ত জানে আমি একটি জিনিষ, জগৎ একটি
জিনিষ।"

দ্বৈতবাদ—ভক্ত ও শ্রীভগবান।

১৯৩। "তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর 'ব্যক্তি' হয়ে দেখা দেন।"

যদিও ঈশ্বর ব্যক্তি অর্থাৎ ইষ্টমূর্তি হয়ে দেখা দেন, কিন্তু জগৎটি তাঁর
ভিতরে। কৃষ্ণ কোলে মা যশোমতী,—কৃষ্ণ ঘুমচ্ছেন, হাই তুললেন, মা
যশোমতী ফিরে চাইলেন, দেখলেন,—কৃষ্ণের মুখের ভিতর বিশ্বসংসার।
ঠাকুর দেখছেন, 'মা ভয়ঙ্করা কালকামিনী, জগৎ গিলছেন, আবার প্রসব
করছেন।' এ সমস্ত 'আত্মার মধ্যে জগৎ'-এর সাকার অনুভূতি। "মায়ের
উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড—প্রকাণ্ড তা জান কেমন।"

১৯৪। "জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে।"

বোধস্বরূপ।

১৯৫। "তিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না।"

"সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই।"

১৯৬। "........অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তিভাব, কখন কখন
সাকার রূপ ধরে থাকেন।"

ষষ্ঠভূমি। ইষ্টমূর্তি দর্শন ও বহুবিধ সাকার রূপ দর্শন।

১৯৭। "জ্ঞানসূর্য উঠলে সে বরফ গ'লে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে
ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় না।"

সপ্তমভূমি—আত্মা সাক্ষাৎকার।

১৯৮। "........তাঁর রূপও দর্শন হয় না।"

নির্গুণ অবস্থা।

১৯৯। "তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না।"

সব লয় হয়ে গেছে—স্থিত সমাধি।

২০০। "প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর

সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।"

"প্যাঁজ"—দেহ।

"খোসা"—কোষ।

অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ, শেষে মহাকারণে লয়।

২০১। "যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ।"

"কলসী"—দেহ।

"পূর্ণ হয়"—নির্গুণ বা মহাকারণে লয় হয়।

শব্দ—সগুণ—সাকার অনুভূতিসমূহ।

২০২। "কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না।"

"কালাপানি"—মহাকারণ।

"জাহাজ"—বোধ।

"গেলে ফেরে না"—বোধাতীত অবস্থা—মহানির্বাণ লাভ।

২০৩। "ভক্ত আমি……"

অবতারের আমি! দেহের ভিতরে অবতার—ভক্ত দেখেন—সেই আমি।

২০৪। "তোমরা বেদান্তবাদী নও; জ্ঞানী নও।"

বেদান্তের অনুভূতি তোমাদের হবে না। তোমাদের জীবনে যোগাযোগের অভাব—মহামায়া তোমাদের সংসারে আবদ্ধ করেছেন।

২০৫। "ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।"

সচ্চিদানন্দগুরু যদি কৃপা করে কাঁধে তুলে নেন, তখন তাকিয়া পাওয়া যায়, ঠেসান দিয়ে বসবার। "সচ্চিদানন্দগুরু হলো, ঠেসান দিয়ে বসবার তাকিয়া পাওয়া গেল।"

২০৬। "……সাকার রূপ দেখা যায়।"

ইষ্ট সাক্ষাৎকার ও উঁচু সাকার ঘরে বহুবিধ দেবদেবীর মূর্তিদর্শন।

২০৭। "আবার অরূপও দেখা যায়।"

আত্মা সাক্ষাৎকার, 'খ' দর্শন, আবার পরমাত্মা দর্শন—এ তিনটি দর্শন আলাদা আলাদা হয়।

২০৮। "যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে........"

"চুষি"—দেহ। যতক্ষণ দেহকে নিয়ে 'আমি আমি' করে।

২০৯। "মা রান্নাবান্না বাড়ীর কাজ সব করে।"

মা—অন্তরে।

২১০। "ছেলের যখন চুষি আর ভাল লাগে না........"

দেহেব উপর বিরাগ আসে—ভোগতৃষ্ণা যায়।

২১১। "........চীৎকার করে কাঁদে।"

"কাঁদলে যোগ হয়"—তীব্র ব্যাকুলতা।

২১২। "ভাতের হাঁড়ি নাবিয়ে...... ."

দেহ ছেড়ে—শরীর থেকে। "স্বশরীরাৎ সমুত্থায়।"

২১৩। "দুড়্ দুড়্ করে........"

কুণ্ডলিনী জাগরণ। হৃদয়গ্রন্থি যখন ছিন্ন হয়—তখন বুকে গুর্ গুর্ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

২১৪। "........ছেলেকে কোলে লয়।"

দর্শন দেন। দেহীকে বরণ করেন।

২১৫। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তাহলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন।"

পূর্ণ-ব্রহ্মজ্ঞানের পর—সাধনের গোড়া থেকে আরম্ভ করে আর 'লয়' হবার পূর্বাবস্থা পর্যন্ত সমস্ত চোখের ওপর ভাসতে থাকে।

২১৬। "........তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে।"

ইনি অবতার—ঈশ্বরলীলা জানেন।

"গাছতলা"—সহস্রার।

"গাছ"—দেহ।

ঊর্দ্ধে—মূল, ডালপালা—নীচে। এটি হল মানুষের দেহ।

২১৭। "আমি এ গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি—তোম'রা যা যা বলছ সব সত্য,—সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন নীল, আরও সব কত কি হয়! বহুরূপী।"

কারণশরীর—ভাগবতী তনু—কৃষ্ণ, কালী, শিব, দুর্গা, গোপাল, নারায়ণ ইত্যাদি। যে ভক্তের যা ইষ্ট ভাগবতী তনু সেই মূর্তি ধারণ করে ভক্তকে দেখা দেন। "হিমালয়ের গৃহে পার্বতী জন্মালেন আর হিমালয়কে বহুবিধ রূপে দর্শন দিলেন।"

গাছতলায়, সহস্রারে, অবস্থান করলে তখন ঈশ্বরত্ব লাভ হয়, এসব জানতে পারা যায়।

২১৮। "আবার কখনও দেখি কোন রঙই নাই।"

নির্গুণ।

২১৯। "কবীর ব'লতো, নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।"

নিগমে দেহের মধ্যে সচ্চিদানন্দগুরুর প্রথম আবির্ভাব মূর্তি ধারণ ক'রে, আবার হাতপা না'ড়বেন, কথা কবেন ইত্যাদি।

"নিরাকার আমার বাপ'—নির্গুণ!

"সাকার আমার মা"—সগুণ—লীলা।

২২০। "........ভক্তের 'আমি' অভিমান ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।"

বৈকুণ্ঠে নারায়ণ আর নারদ—সালোক্য, সাযুজ্য নয়। নিকষা রামকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছে—বাঁচতে চায়, আরও লীলা দেখবে। নিকষা—ভক্ত।

২২১। "কালী কি শ্যামরূপ চৌদ্দপোয়া কেন? দূরে বলে।"

ষষ্ঠভূমির দর্শন—আত্মা তখনও বহুদূরে।

২২২। "দূরে বলে সূর্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা ক'রতে পারবে না।"

"সূর্য"—আত্মা। আত্মার মধ্যে জগৎ—বিশ্বরূপ।

২২৩। "আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূরে ব'লে।"

রূপ—মূর্তি—আত্মা থেকে বহুদূরে—তাই চিন্ময়। মণির আলো রূপ ধারণ করেছে—নিজের উপাস্যের রূপ—সাকার মূর্তি। আত্মা আর চিন্ময় মূর্তি পৃথক বস্তু নয়। এই শ্যামারূপ বা শ্যামরূপ, চিন্ময় মূর্তি, আত্মায় পরিবর্তিত হন।

২২৪। "........কাছে দেখ, কোন রং নাই।"

নির্গুণ।

২২৫। "এ সহজ পথ।"

সহজাত—সঙ্গে জন্মেছে—আপনা আপনি হয়—স্বয়ম্ভূ।

২২৬। "এই দুর্লভ মানুষ জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।"

হরিপাদপদ্ম ষষ্ঠভূমিতে আছে—দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়ে থাকা—ষষ্ঠভূমি আর পঞ্চমভূমিতে 'বাচ্' খেলিয়ে জীবন কাটান।

২২৭। "অনন্তকে জানার দরকারই বা কি?"

"গঙ্গাস্নান করতে হবে বলে—গঙ্গোত্রী থেকে সাগরতীর্থ পর্যন্ত স্নান করে ভাস্তে ভাস্তে আসতে হবে, তা নয়,—যে কোন এক যায়গায় স্নান করলেই হ'ল।"

২২৮। "বিষয় বুদ্ধির—কামিনী কাঞ্চনে আসক্তির—লেশমাত্র থাকলে........।"

দেহের একটি তন্তুও (fibre) যদি কোন রকমে মলিন, বিষাদগ্রস্ত বা ছিন্ন হয়,—কিংবা ক্রিয়াশীল ও সতেজ না হয়—তা হলে আত্মা সংকলিত হবে না—ষোল আনা হবে না। 'ষোল আনা না দিলে, ষোল আনা হয় না'—ষোল আনা দেহ, মন, প্রাণ, চিত্ত। ষোল আনা দেহ—২৪ থেকে ২৫ বছর বয়স—আর সত্যিকারের বলিষ্ঠ হওয়া চাই। আবার ষোল আনা পূর্ণাঙ্গ সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপা চাই—১২।১৩ বছরের মধ্যে। সচ্চিদানন্দগুরু সম্পূর্ণ

রাজযোগ শিক্ষা দেবেন। সেই সমস্ত রাজযোগ দেহের অন্তরে ধারণা হবে, আবার দেহ ভেদ করে ফুটবে—লক্ষণ দেখা যাবে। পঞ্চকোষের—বেদের সাধন—আপনা হতে দেহের মধ্যে হবে। তবে আত্মার সাক্ষাৎকার হবে।

২২৯। "........জ্ঞান হয় না।"

আত্মা সাক্ষাৎকার ও 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা'—এই জ্ঞান—বিজ্ঞানময় কোষ।

২৩০। "এ পথ কলিযুগের পক্ষে নয়।"

"কলিতে অন্নগত প্রাণ"—তুর্বল শরীর—ক্ষীণজীবী। এই তুর্বল শরীরে ব্রহ্মবিদ্যালাভ হয় না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

২৩১। "মনের পঞ্চমভূমি কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে উঠেছে, তার অবিদ্যা অজ্ঞান সব গিয়ে, ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কোন কথা শুনতে বা বলতে ভাল লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে, সেখান থেকে উঠে যায়।"

ঈশ্বরীয় কথা বলা আর শ্রবণ করা হ'ল পঞ্চমভূমির ব্যবহারিক লক্ষণ। অনুভূতি হ'ল—অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি। "তাই সচ্চিদানন্দ প্রথমে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধারণ করলেন।" দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হ'ল—আকাশ দর্শন। ঠাকুর এই আকাশ দর্শনকেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন বলেছেন। কিন্তু এ হ'ল অখণ্ড সচ্চিদানন্দের প্রতীক।

২৩২। "মন সেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়।"

নানাবিধ ঈশ্বরীয় মূর্তি—এসব অনুভূতি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকটির। অবতারের অন্যরকম,—প্রথমে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন—জ্ঞানচক্ষুর মধ্যে সপ্তমভূমির অনুভূতির প্রতীক জ্ঞানমূর্তি বুদ্ধ। তারপর রহস্যময়ী, স্নিগ্ধা, ধীরা, নৃত্যপরা, কৃশাঙ্গী, অপূর্ব লাবণ্যময়ী মায়ামূর্তি। তারপর দেবদেবীর মূর্তি। এরপর জ্যোতিদর্শন। এই জ্যোতিদর্শনেও ঈশ্বরকটি নিত্যসিদ্ধের সঙ্গে আর অবতারের সঙ্গে অনেক প্রভেদ। ঈশ্বরকটি নিত্যসিদ্ধ লণ্ঠনের ভিতর আলো —জ্যোতি দেখেন—আবার কেউ বাল্‌বের (bulb) ভিতর দেখেন, আবার কেউ লণ্ঠন ও বাল্‌ব তুয়ের মধ্যেই জ্যোতি দেখেন। এরপর তাঁরা আবরণ

হীন জ্যোতি দেখেন—কিন্তু এসব ষষ্ঠভূমি থেকে। অবতার দর্শন করেন—রেশমের পর্দা ঝুলছে—তার ওপাশে সূর্য।

২৩৩। "ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।"

আত্মা সাক্ষাৎকার। এই আত্মা সাক্ষাৎকারের পর নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর-কটির দেহ থাকে না। তাই স্বামিজীর জ্ঞানের ঘরে—সপ্তমভূমিতে—ঠাকুর চাবি দিয়েছিলেন। অবতারের আত্মা সাক্ষাৎকারের পরও দেহ থাকে। আত্মা কৃপা করে সাধন করবেন—মায়ার রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ হবে—শ্রীভগবান নিজের রস নিজে আস্বাদন করবেন—নরদেহে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করবেন—আর নিকষা সেই লীলা দেখবে।

২৩৪। "যাই তুমি এসে পড়েছ, অমনি সে সব কথা বন্ধ হয়ে গেল।"

সমাধি। দেহে সমস্ত শক্তি ব্রহ্মে পরিণত হ'ল—তখন ব্রহ্মানন্দ।

২৩৫। "ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম থাকে না।"

মায়ার রহস্য ভেদ হয়েছে—মায়ার খেলা আর খেলে না।

২৩৬। "........নিতাই আমার মাতা হাতী—নিতাই আমার মাতা হাতী।"

নিম্নাঙ্গের সাধন—দধি মন্থন হচ্ছে।

২৩৭। "........হাতী, হাতী! তারপর কেবল হাতী"

পঞ্চমভূমি ও ষষ্ঠভূমির মধ্যে বাচ্ খেলান।

২৩৮। "শেষে 'হা'............"

ষষ্ঠভূমির দ্বারদেশ।

২৩৯। "........চুপ হয়ে যায়।"

সমাধিস্থ।

২৪০। "ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রথমে খুব হৈ চৈ।"

বৈধী ভক্তি।

২৪১। "........পাতা সম্মুখে করে বসলো।"

স্থির হ'লে—কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

২৪২। "লুচি আন, লুচি আন........"

পূর্ণ ব্যাকুলতা।

২৪৩। “........লুচি তরকারী খেতে আরম্ভ করে।”

নানা রকম অনুভূতি। অর্থাৎ দেহ যোগযুক্ত হয়েছে।

২৪৪। “........বার আনা শব্দ কমে গেছে।”

দেহ থেকে বার আনা আত্মা নিঃসৃত হয়েছে। “সাধুর মন বার আনা ঈশ্বরে।”

২৪৫। “দই এল........”

সহস্রার দর্শন।

২৪৬। “নিদ্রা........”

সমাধি।

২৪৭। “গৃহস্থের বৌ........”

ভাগবতী তনু।

২৪৮। “অন্তঃসত্ত্বা........”

আত্মা সংকলন।

২৪৯। “শাশুড়ী........”

দেহ।

২৫০। “কর্ম কমিয়ে দেয়।”

মন আত্মস্থ হয় আর বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক চলে যায়। “বিষয় রস আলুনি লাগে।”

২৫১। “দশ মাসে........”

ষষ্ঠভূমির দ্বারদেশ—জ্যোতিদর্শন—রেশমের পর্দার আড়ালে সূর্য।

২৫২। “ছেলে........”

আত্মা।

২৫৩। “ছেলেটি নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে।”

আত্মার সাধন।

২৫৪। “ঘরকন্নার কাজ শাশুড়ী, ননদ, জা, এরা সব করে।”

“আমি খাবো, থাকবো, ঘুমুবো।”

“শাশুড়ী”—স্থূল। “ননদ”—সূক্ষ্ম। “জা”—কারণ।

২৫৫। "কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে……."

কূপে সচ্চিদানন্দ বারি। বারি বাষ্প হয়। তখন দেহভেদ ও নাদ-ভেদ। দেহভেদ ও নাদভেদের যৌগিক লক্ষণ দেহেতে প্রকাশ পায়।

দেহভেদ—দেহ ও আত্মা আলাদা হয়, মাথাটিকে ডাইনে ও বাঁয়ে দোলাতে থাকে, আর খট্ খট্ শব্দ হতে থাকে। সে শব্দ অপরে শুনতে পায়। 'খোড়ো নারকেল', 'শুকনো সুপারী'।

নাদভেদ—দেহভেদের লক্ষণের পরই যদি নাদভেদ হয়ে থাকে—মাথাটি সামনে ও পিছনে নড়্ নড়্ করে নড়তে থাকে—ঠিক যেন 'টাপুর-টুপুর'—উঠছে, ডুবছে,—তারপর ডুবে যায়—সমাধিস্থ। আর সকলকার চেয়ে মজা হ'ল—যাঁর এসব দেহে ধারণা হয়েছে—তাঁর সামনে এসব কথা বললে, তদ্দণ্ডে দেহেতে প্রকাশ পাবে—দেখতে পাওয়া যাবে। ব্রহ্মবিদ্যা—নিত্য, শাশ্বত।

"তদবধি নিত্যলীলা করেন গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

গোপন করবার উপায় নেই—দেহেতে শ্রীভগবান লীলা করছেন।

২৫৬। "পরে কেশবকে আমি বল্লুম, তুমি এগুলো এত বল কেন? —হে 'ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ',—এই সব?"

বাইরে মন পড়ে রয়েছে—ঈশ্বরে যোগযুক্ত নয়। বক্তা নিজে নিজের অবস্থা জানিয়ে দিচ্ছেন। "মুলো খেলে মুলোর ঢেকুর ওঠে।"

২৫৭। "তাই বলি, যাঁকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাঁকেই লোকে চায়: তাঁর বাড়ী কোথায়, ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত ধনজন, দাসদাসী,—এ খবরে কাজ কি?"

হঠাৎসিদ্ধের কথা। হঠাৎ কেউ সিদ্ধ হয়েছেন—শ্রীভগবানকে নিজের ভিতর পেয়েছেন—শ্রীভগবানকে নিয়েই উন্মত্ত—শ্রীভগবানের কোন ঐশ্বর্যের কথা তখন মনে থাকে না। গোপালের মার গোপাল। কামারহাটির বামনী (চিরপ্রণম্য মনুষ্যজাতির) গোপালকে নিয়ে উন্মত্ত। ঠাকুর রামলালাকে নিয়ে সর্বক্ষণ পাগল।

২৫৮। "ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ডাঙ্গায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন জন।"

ডাঙ্গা দিয়ে ডিঙে চলে—সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায়।

"ডাঙ্গা"—দেহ।

"ডিঙ্গে"—কুণ্ডলিনী।

কুণ্ডলিনী দেহ ভেদ ক'রে সচ্চিদানন্দ সাগরে—সহস্রারে গিয়ে পড়েছে। এসব দেখতে পাওয়া যায়—তা নইলে বুঝতে পারা যায় না। সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা করে দেখিয়ে দেন—শিক্ষা দেন।

ডিঙে দেখা যায়—দূরে ডাঙ্গায় রয়েছে। চক্ষের পলকে সে ডিঙে ডাঙ্গার উপর দিয়েই কাছে এসে হাজির হয়।

২৫৯। "নিকষা ব'ল্লে,—রাম, এতদিন বেঁচে আছি ব'লে তোমার এত লীলা দেখলাম, তাই আরও বাঁচবার সাধ আছে।"

"নিকষা"—'নিকষিত হেম' শরীর। সেই শরীরে 'মানুষ-রতন' লীলা করেন—ভক্ত তাই দেখেন। লীলা অনন্ত—তাই ভক্তের বাঁচবার সাধ—শুধু লীলা দেখবে বলে।

'নিকষিত হেম'—বাসনা কামনা বিবর্জিত দেহ।

২৬০। "শ্রীভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

"এক সের ঘটিতে চার সের দুধ ধরে না।"

শ্রীভগবানের সব ঐশ্বর্য দেহেতে ফোটে না। তিনি কৃপা করে যতটুকু ফোটান—ততটুকু।

তাই কোন দেহে ব্যষ্টির সাধনের (individualism) প্রকাশ, আর কোন দেহে সমষ্টির সাধনের (universalism) প্রকাশ।

তিন চার জন লোক যাঁকে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে পায় তিনি ব্যষ্টিতে আবদ্ধ (individual)। আর হাজার হাজার নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ যাঁকে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে পায় তিনি জগৎ-ব্যাপী। (universal,—Universalle-La-Homme)।

"সন্ন্যাসী—ন্যাসী—ন্যাসী—জগৎ গুরু"—শ্রীরামকৃষ্ণ।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ

শ্রীমন্দির—দক্ষিণেশ্বর

২৬১।"........শেষ জন্ম।"

মহাকারণে লয় হওয়া। এটি হল তন্ত্রের সাধন।

"তাঁর যদি দরকার হয়, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দেন।"

ব্রহ্মজ্ঞান দেহেতে ধারণা হতে গেলে—বেদমতে পঞ্চকোষের সাধন হওয়া চাই। এখানে দেহটি গিয়েছে—তাহলে আর দরকার ছিল না দেহের। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়ে বেঁচে থাকেন। এখানে জীবন্মুক্ত নয়, শুধু লয়।

২৬২। "জোট্‌পাট্‌ হয়েছে........"

এই হ'ল যোগাযোগ। পূর্বপুরুষের সংস্কার আর শ্রীভগবানের কৃপায় এই যোগাযোগ হয়! বেদান্ত বিচারে—ত্রিকালের অনুভূতিতে—'কাল' সম্বন্ধে যখন ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্‌ দেখায় তখন বুঝতে পারা যায়—সব হয়েই আছে (predestination)। যাঁর জীবনে যা যোগাযোগ আছে, হবেই—সে আগে থাকতে হয়ে আছে।

ঠাকুরের ইচ্ছা হ'ল একটি তুলসী কাননের। কিছু জোগাড় নেই। ভেসে এল গঙ্গার জলে—তাড়া বাঁধা বাখারি, দড়ি, মায় কাটারি পর্যন্ত। ভর্তৃহরি, বাগানের মালী, নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললে, 'সব পাওয়া গেছে।' তৈরী হয়ে গেল তুলসী কানন।

শ্রীমন্দির তৈরী হল দক্ষিণেশ্বরে—ঠাকুর থাকবেন আর হরিকথা বলবেন। তাই রাণী রাসমণি স্বপ্নে মন্দির নির্মাণের আদেশ পেলেন।

ঠাকুরের চৌষট্টিখানি তন্ত্রের সাধন হবে—ভৈরবী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এসে হাজির।

পুরী মহারাজের আগমনও—সেই এক কারণ। এইগুলি হ'ল যোগাযোগ—'জোট্ পাট্'।

২৬৩। "যখন সোনার প্রতিমা একবার মাটির ছাঁচে ঢালাই হয়, তখন মাটির ছাঁচ রাখতেও পারে, ভেঙ্গে ফেলতেও পারে।"

"সোনার প্রতিমা"—কারণ শরীর। কারণ শরীরের দুটি রূপ—প্রথম ভাগবতী তনু, দ্বিতীয়—আত্মা। এই ভাগবতী তনু ইষ্টমূর্তি ধারণ করে, দেহ থেকে বেরিয়ে—অবশ্য সাধক জানেন না যে তাঁরই দেহ থেকে এই ইষ্টমূর্তি বেরিয়েছে—সাধকের সামনে আসেন, কথা কন। সাধক মনে করেন তাঁর ইষ্ট বাইরে থেকে এসেছেন।

আত্মা সাক্ষাৎকার হয় সহস্রারে,—সচ্চিদানন্দগুরু কথা কন আর দেখিয়ে দেন। এই আত্মা সাক্ষাৎকারের পর শ্রীভগবানের যদি দরকার হয়, তাহ'লে দেহ রেখে দেন—তা না হ'লে সাধক মহাকারণে লয় হয়ে যান—বড় জোর একুশ দিন দেহটি থাকে।

২৬৪। "তাই কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর, ভগবান লাভের পর, শরীর ত্যাগ করে! কিন্তু সেরকম শরীর ত্যাগ, অনেক দূরের কথা।"

"জ্ঞানলাভ"—এখানে আত্মা সাক্ষাৎকার, 'আমি আত্মা'—এই জ্ঞান।

"ভগবান লাভ"—এখানে বিশ্বরূপ দর্শন। আমি আত্মা—আত্মার মধ্যে জগৎ—আমার মধ্যে জগৎ।

এসব "কোটিতে গুটি"—অতএব শরীর ত্যাগের কথা ওঠে না। যাঁর জ্ঞানলাভ, শ্রীভগবান লাভ হয়—সে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়—ঈশ্বরের দরকার তাই হয়—দেহ যাবার বা শরীর ত্যাগের জন্য নয়।

২৬৫। "........চৈতন্য হয় না।"

এদের দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হন না।

২৬৬। "আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া।"

দেহেতে কখনও ঈশ্বরীয় আনন্দের আস্বাদন পায় না—কেবল হাড়-মাসের বোঝা নিয়ে বেড়ায়।

২৬৭। "যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, মরে যাবে।"

সাধুসঙ্গ এরা সহ্য করতে পারে না—হরিকথা হ'লে সেখান থেকে পালায়।

ঠাকুরের ঘরে—দক্ষিণেশ্বরে—একটি লোক এসে বসে ছিল। খানিকক্ষণ পরে, সে লোকটি আপনা আপনি বলছে—"যাই, ছেলের চাঁদ মুখটি গিয়ে দেখিগে।" ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "বেরো শালা, এখান থেকে। ঈশ্বরের চাঁদ মুখ না দেখে, ছেলের চাঁদ মুখ! বেরো শালা।"

"পোকা"—জীব—লিঙ্গ-গুহ্য-নাভিতে মন আবদ্ধ।

"ভাতের হাঁড়ি"—সহস্রার।

যদি জীবকটি লোকের মন কখন সহস্রারে যায় একুশ দিনের মধ্যে সে মারা যাবে।

২৬৮। "ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য হলে........"

বিবিদিষার এ বৈরাগ্য,—তবুও ঈশ্বরের কৃপা না হলে বৈরাগ্য হয় না।

যেখানে 'পাতাল-ফোঁড়া শিব'—সেখানে আপনা হতে সব ত্যাগ হয়ে যায়। দেহ ভোগ গ্রহণ করতে চায় না। 'পাতাল-ফোঁড়া শিবের' যত স্ফুরণ হতে থাকে—অন্তরে, দেহের তত পরিবর্তন হতে থাকে—ব্যবহারিক জীবনে তার লক্ষণ পাওয়া যায়। ঠাকুরের হাত বেঁকে যেত টাকা ছুঁলে—মেয়েছেলে সামনে এলে চোখে জাল পড়ে যেত—অন্ধকার দেখতেন কিংবা সমাধি হ'ত।

২৬৯। "অনাবৃষ্টি হয়েছে........"

—কৃপাবৃষ্টি হয় নি। যদি কেউ আত্মিক স্বপ্নে বৃষ্টি হতে দেখেন—জানবেন সে শ্রীভগবানের কৃপাবৃষ্টি বরিষণ। 'বৃষ্টি'—ঈশ্বর-কৃপার

২৭০। "চাষারা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে।"

এঁরা সব বিবিদিষাপন্থী। এঁরা দেহ কর্ষণ করে আত্মাকে নিঃসৃত করতে চান। কিন্তু এ হয় না।

২৭১। "যতক্ষণ না খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়........"

কুণ্ডলিনী যতক্ষণ না সহস্রারে গিয়ে মেশে।

২৭২। "মেয়ে ও স্ত্রী……."

মহামায়ার মূর্তি। "স্ত্রী"—মোহিনী—অবিদ্যামায়ার প্রতীক। "মেয়ে" কোমলতা—বিদ্যামায়ার প্রতীক। কিন্তু ব্রহ্মত্বে—একত্বে—বিদ্যা অবিদ্যার প্রশ্ন ওঠে না। অন্তরে নারী ও পুরুষ সকলেই এক।

২৭৩। "চাষা কোদাল হাতে করে তাড়া কল্লে।"

মহামায়াকে তাড়িয়ে দিলে।

২৭৪। "খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে।"

কুণ্ডলিনী সহস্রারে গিয়ে মিলিত হ'ল।

২৭৫। "নেয়ে খেয়ে……."

নানাবিধ অনুভূতির পর।

২৭৬। "নিদ্রা……."

সমাধি।

২৭৭। "কামিনীকাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে।"

দৃষ্টি কামিনীকাঞ্চনে আবদ্ধ করে রাখে। দৃষ্টি যোগযুক্ত হবার যন্ত্র। যে দৃষ্টি শ্রীভগবানে যুক্ত হয়ে থাকা উচিত, সে দৃষ্টি কামিনীতে আবদ্ধ—ঈশ্বরেতে যোগ নেই। নারীর দেহের এ রকম গঠন, দৃষ্টিমাত্রেই যোগবিচ্যুতি ঘটায়। তাই "সন্ন্যাসী নারীর ছবি হেরবে না।" আবার "মেয়েছেলে সামনে রেখে ধ্যান হয় না।" নারীর আকর্ষণে চিত্ত স্থির হয় না—অজ্ঞাতসারে চাঞ্চল্য আনে। মনকে যোগযুক্ত হতে দেয় না—"দুধ নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না।" কাঞ্চন—শুধু সাধারণভাবে পেটচলা পর্যন্ত—তা নইলে বিপর্যয়। সৎপথে থেকে নিজের পেটচলা পর্যন্ত উপার্জন। "বাপে ধরেছে" যাঁকে, তাঁকে এসব চেষ্টা করে করতে হয় না। আপনা হতেই হয়। "বাপে ধরেছে" —তার কিন্তু ব্যবহারিক লক্ষণ আছে দুটি,—নারীসঙ্গ তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না—মেয়েছেলের কাছ থেকে সর্বদাই দূরে। আর অপরের কিছু দান গ্রহণ করবেন না। "কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার।" "মেয়ে সব দিল খেয়ে"। মহামায়া অভাবের সৃজন করেন—অভাব কাঞ্চন অন্বেষণ করায়।

২৭৮। "ন্যাড়াদের এত তেজ যে, ধ্যান করতে করতে সমাধি হলো। কখন জোয়ার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে হুঁস নাই। আবার ভাঁটা পড়েছে, তবু হুঁস নাই।"

হঠযোগের সমাধি। এ সমাধিতে সচ্চিদানন্দ হওয়া যায় না, বা নির্বিকল্প সমাধিও হয় না। "বেদে রাজযোগ, হঠযোগ নয়।"

২৭৯। "মেয়ে মানুষ সঙ্গে থাকতে আর সে বল রইল না।"

নারী সত্তা হরণ করে নেয়। নর ও নারীর দেহের গঠন এ রকম— উভয়ের কথার স্বর কিংবা দৃষ্টি শরীরের উপর ক্রিয়া করে, তদ্দণ্ডেই যোগবিচ্যুতি ঘটায়। "সাধু সাবধান! কামিনী কাঞ্চন।"

কাশীপুরের বাগান। ঠাকুরের কাছে একটি ছোকরাকে এনেছিল— তার বাড়ীর লোকেরা। ছোকরাটি শ্রীভগবানের প্রেমে মাতোয়ারা। ঠাকুর বললেন, "এর হঠাৎ মধুরভাব হয়েছে—এখানে রেখে যাও। মেয়েছেলে ছুঁলে এর এ ভাব থাকবে না।" তারা কিন্তু ছেলেটিকে বাড়ীতে নিয়ে গেল। ঠাকুরের লোকচক্ষুর অন্তরালে যাবার পর, একজন মহারাজ (পূজ্যপাদ ৺স্বামী সারদানন্দ) সে ছেলেটির খোঁজ করতে গিয়েছিলেন। ছেলেটির সে ভাব নষ্ট হয়ে গেছে। নারীর গায়ের হাওয়ায় সমস্ত উপে যায়।

২৮০। "........তাহলে আর মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না"

দেহেতে শ্রীভগবান প্রকাশ পেয়েছেন। দেহের ভিতরকার অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। সেই সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। "আমি মেয়েকে বাঘের মতন দেখি।"

২৮১। "ঈশ্বর বড় চুম্বক পাথর, তাঁর কাছে কামিনী ছোট চুম্বক পাথর।"

এই হ'ল বিদ্বৎ। "বাপে ধরলে সে ছেলের পড়বার ভয় থাকে না।"

২৮২। "তিনি ঠিক দেখেন যে মেয়েরা মা ব্রহ্মময়ীর অংশ, আর মা বলে তাই সকলকে পূজা করেন।"

এ সবই ঠিক—তবে ঐ দূর থেকে পূজা। "যখন দেখি মেয়েরা ঘরে

বসে আছে, নড়তে চাইছে না, তখন নিজেই বাইরে চলে যাই।" 'একত্বে'এ প্রশ্ন ওঠে না।

২৮৩। "তুমি মাঝে মাঝে আসবে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে।"

শ্রীভগবান ভক্তকে চান—ঈশ্বরীয় কথা হবে। ভক্ত না হ'লে, ঈশ্বরীয় কথা স্ফুরণ হয় না। মানুষের দেহ না হলে আত্মা প্রকাশ পান না।

২৮৪। "ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না।"

"মা দেখিয়ে দিলেন আমার অনেক ভক্ত আছে।"

এ রকম দর্শনের পরও শুদ্ধসত্ত্বগুণী ভক্ত 'চুপচাপ' থাকে। ঈশ্বরের জগৎ,—এখানে গাছের পাতাটি পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা না হ'লে নড়ে না। এই অবস্থায় শ্রীভগবান আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে অপর ভক্তের অন্তরে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে উদয় হয়ে ভক্তকে পাঠিয়ে দেন। এই হ'ল 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' আদেশ। ঠাকুর কৃপা করে এই নূতন অবস্থাটি জানিয়েছেন, দেখিয়েছেন, বুঝিয়েছেন। ভক্ত সেই আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অন্তরে দর্শন করে তাঁর কাছে আসেন।

২৮৫। "শেষে কোম্পানীর চাপরাসী এসে নোটিশ টাঙিয়ে দিল।"

সচ্চিদানন্দ—গুরুজনের মূর্তিধারণ করেন আর 'দলিলে' লিখে দেন ও দেখান। আত্মা বাক্যরূপে মাথায় ফুটে ওঠেন—এত গম্ভীর ও গাঢ় যে দ্রষ্টা মনেপ্রাণে বুঝতে পারেন—এই আচার্যের কাজ তাঁকে দিয়ে করাবেই।

২৮৬। "ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্যের এমন কঠিন কাজ করতে পারে না।"

'মানুষ-রতন' হয়ে শ্রীভগবান দেহেতে অবতীর্ণ না হ'লে, আচার্য হওয়া যায় না। তখন দেখতে পাওয়া যায় শ্রীভগবান ভিতরে থেকে সব করছেন। "মা, আমি বলছি, না তুমি বলছ।"

২৮৭। "মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে?"

"ঈশ্বর যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন,—তবে মুক্তি।" তিনি

সচ্চিদানন্দগুরুরূপে দেহে উদয় হন,—এই হ'ল মুক্তির আরম্ভ। কাশ্মিরী শৈবমতে (Kashmir Shaivism) একেই 'সদ্যোমুক্তি' বলে।

২৮৮। "যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন।"

"ভুবনমোহিনী মায়া"—দেহ 'আমি'। পৃথিবীর সকল লোক মনে করে—সে এই দেহ। দেহীর দেহে সাধন আরম্ভ হ'ল। ভাগবতী তনু দর্শন হল। তখন এই 'আমি'—ভাগবতী তনু—ইষ্ট—আত্মা, বিশ্বরূপ, বীজ, স্বপ্ন, বোধহীন শূন্য, 'আমি-না', 'তুমি'—তবে মুক্ত—জীবন্মুক্ত—তত্ত্বজ্ঞানের আরম্ভ। শ্রীভগবান দেহের মধ্যে লীলা ক'রে তাঁর স্বরূপ দেখান—'আমি'র স্বরূপ।

২৮৯। "সচ্চিদানন্দগুরু বই আর গতি নাই।"

সচ্চিদানন্দগুরু নিগম থেকে এই দেহেতে আসেন—আর সেই গুরুর দেহে সূক্ষ্মভাবে কুণ্ডলিনীর জাগরণ,—তা নইলে কুণ্ডলিনী জাগেন না—আর ঊর্দ্ধগতি লাভ হয় না। কুণ্ডলিনীর দেহ ফুঁড়ে (কপিবৎ) জাগরণ—সে অনেক দূরের কথা।

২৯০। "যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই........"

যারা আত্মা সাক্ষাৎকার ও সচ্চিদানন্দ লাভ করে নি। প্রকৃত ঈশ্বর লাভ হ'লে জগতের অসংখ্য নরনারী তাঁকে অন্তরে দর্শন করে ও সেই কথা প্রকাশ করে। "বিভুরূপে তিনি সর্বভূতে এক হয়ে আছেন।" বিভু—পরমাত্মা—Universal Self 'in the shape of a person.'

২৯১। "........তাঁর আদেশ পায় নাই।"

বাক্যরূপে আত্মিক স্ফুরণ হবে ও অপরকে দেখিয়ে দেবে আচার্যের সচ্চিদানন্দগুরু রূপ। এই গুরু রূপ 'অজানা'—তিনি এই রূপ আগে কখনও দেখেন নি।

"যদি কখনও আমায় স্বপ্নে উপদেশ দিতে দেখ, জানবে সে সচ্চিদানন্দ"। এ হ'ল "আস্‌তে যেতে উদ্দীপন"—অনেক নিম্নস্তরের সচ্চিদানন্দগুরু লাভ।

২৯২। "ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই।"

'মানুষ-রতন' লাভ হয় নি।

২৯৩। "যদি সদ্গুরু হয়........"

সচ্চিদানন্দগুরুই সদ্গুরু। সৎ—অস্তি—আছেন। এই 'সৎ' গুরুরূপ ধারণ করে দেহীর দেহে উদয় হন। একেই বলে—সচ্চিদানন্দগুরু লাভ।

২৯৪। "জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে।"

তিনটি অনুভূতি—ইষ্ট সাক্ষাৎকার, ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্ আর মহাকারণে লয় হওয়া। এটি হ'ল তন্ত্রের।

বেদমতে 'তিন ডাক'—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা।

জ্ঞান—সচ্চিদানন্দগুরু।

জ্ঞেয়—আত্মা।

জ্ঞাতা—বোধ। আত্মার সাক্ষাৎকার।

২৯৫। "কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না।"

"মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না।" মানুষগুরু করলে সে মুক্ত হয় না। "শিল খেকো আঁব"—ঠাকুরকে দেওয়া যায় না—আর নিজের খেতেও সন্দেহ হয়।

ঠাকুরের মানুষ গুরু ও গয়লা মেয়ের কথা। গয়লা মেয়েকে শ্রীভগবান কৃপা করেছিলেন—নারায়ণ সাক্ষাৎকার হয়েছিল। সেই গয়লা মেয়ে আবার গুরুকে কৃপা করে নারায়ণকে দর্শন করিয়েছিলেন। এই গল্পে ঠাকুর বলেছেন যে মানুষগুরু শিষ্যকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে না, বরং শিষ্য মানুষগুরুকে যদি কৃপা করে তবে সেই মানুষগুরুর ইষ্ট সাক্ষাৎকার হতে পারে।

২৯৬। "জীবের অহংকারই মায়া।"

"জীব"—দেহ।

"অহংকার"—আমি বোধ। অবিদ্যার ঐশ্বর্যকে নিজের স্বরূপজ্ঞান।

"মায়া"—'আছে,' 'আছে-নাই,' 'নাই,' 'নাই-আছে'।

মায়ার চারটি অবস্থা।

'আছে'—যা কিছু দেখছি সমস্তই সত্য।

'আছে-নাই'—সগুণ অবস্থার ক্রমাগত পরিবর্তন। পঞ্চকোষের সাধন দেহেতে হচ্ছে—সাধক দেখছেন—তাঁর স্থূল দেহ থেকে তিনি প্রাণময় কোষে পরিবর্তিত হয়েছেন; আবার প্রাণময় কোষ মনোময় কোষে পরিবর্তিত; মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষ হয়েছে,—নিজেকে দেখলেন অর্ধনারী ও অর্ধপুরুষ; সেও উপে গেল,—রহস্যময়ী অদ্ভুত নারীমূর্তি, নৃত্যপরা, অপূর্ব সে মূর্তি—বিস্ময় ও হর্ষে অভিভূত হয়ে তিনি দেখছেন—উপে গেল। রেশমের পাতলা পরদা ঝোলান রয়েছে—তার পিছনে সূর্য। জ্যোৎস্না—অতি স্নিগ্ধ, দাঁড়িয়ে সচ্চিদানন্দগুরু, কথা কয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন—'এই ভগবান! এই ভগবান দর্শন !!' মিলিয়ে গেল গুরুমূর্তি—রইল আত্মা। সে ধানের শীষের গোছার মতন লম্বা হয়ে গেল—শেষে মিলিয়ে গেল। দ্রষ্টা আত্মার ভিতর থেকেই সমস্ত দেখছেন। ফিরে এল তাঁর জৈবী সংবিৎ। তিনি এসব তাঁর মাথার ভিতর দেখেছেন—ষোল আনা আছে মনে। এরপর বার বছর চার মাস ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট্ কাটে। এই ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কাটবার সময়—কাল ও স্থান (Time and Space) নেই—এই অনুভূতি হয়। আবার শ্রীভগবান দেহেতে—এ অনুভূতি দৃঢ়তর হয়। তিনি মূর্তি ধারণ করে দেহ থেকে বাইরে আসেন আবার ভিতরে ঢোকেন। ভক্ত চোখ চেয়ে দেখেন। 'আমি দেহ নই, আমি আত্মা' (সগুণ)—এ বোধ হয়। তারপর বিশ্বরূপ দর্শন—আত্মার মধ্যে এই বিরাট বিশ্ব। আবার সেই বিরাট বিশ্ব বীজে পরিণত হ'ল। বীজ—স্বপ্নে পরিণত। স্বপ্নও নেই। কি আছে? সংবিৎ ছিল না—কে বলবে, আর কি বলবে? সংবিৎ ছিল না, অতএব কিছুই জানি না। 'আমি' ছিল না—'আমি-না,'—তত্ত্বজ্ঞানে ফিরে তবে 'আমি-না'—এটি হ'ল জীবন্মুক্ত অবস্থা। এ সমস্ত হল, তবু দেহটি ঠিক আছে—তাই মায়া—'আছে-নাই।

'নাই'—নির্গুণ—কিছু জানি না, তাই কিছু বলবার যো নেই। 'আমি' ছিল না—কে বলবে?

'নাই-আছে'—'আমি-না'—আমি অকর্তা'—তুমি কর্তা'। এই 'তুমি' হল অস্তিজ্ঞান মাত্র। এটিকে তত্ত্বজ্ঞানের অস্তি বলে—অর্থাৎ 'তুমি' তুমি'—

তত্ত্বজ্ঞান। এর পরে অবতারতত্ত্ব। তবে বেদান্তবাদীদের মতে—অর্থাৎ আগমে মায়া মানে—নেই—কিছু নেই—সমস্ত সগুণ অবস্থাই মায়া—কারণ তিনি ‘অজ’। যিনি জন্মান নি—তাঁর জীবন-মৃত্যুর কথাই ওঠে না। বেদান্তবাদীরা ‘নাই-আছে’ জানে না। “যার যা পেটে সয়।”

২৯৭। “এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে।”

স্বস্বরূপকে প্রকাশ পেতে দেয় না। “ভাঁড়ারে একজন কর্তা থাকলে, আসল কর্তা আর আসে না।”

২৯৮। “আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।”

নির্গুণে স্থিতসমাধি। প্রকৃত ক্ষুদ্র ‘আমি’ জগৎ-ব্যাপী হয়। তখন ক্ষুদ্র ‘আমি’ মরে গিয়ে জগৎ-ব্যাপী ‘আমি’ হয়।

২৯৯। “সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না।”

সপ্তমভূমির প্রবেশদ্বার—পাতলা রেশমের চাদর ঝুলছে—চাদরের পিছনে সূর্য।

৩০০। মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়।”

পাতলা চাদর সরে গেছে—আত্মা সাক্ষাৎকার হ’ল।

৩০১। ”যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।”

‘আমি আত্মা’—এই জ্ঞান হওয়া আর আত্মার মধ্যে জগৎকে দেখা—‘আমার মধ্যে জগৎ’। ঈশ্বর—শ্রীভগবান, এই জগৎরূপে প্রকাশ হয়েছেন দেহের ভিতরে আত্মায়—আমি এখন ভিতরে। আমি যখন বাইরে, তখনও সামনে জগৎ—ঈশ্বর—শ্রীভগবান। শ্রীভগবান ও জগৎ এক (identical)।

৩০২। “ভগবান সকলের চেয়ে কাছে।”

দেহের মধ্যে শ্রীভগবান—“ওহি রাম সব্‌সে নিয়ারা।”

৩০৩। “এক একটি উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়।”

অবিদ্যার ঐশ্বর্যও অনন্ত—অবিদ্যাও শ্রীভগবানের আর একটি রূপ। কথা-প্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন, “বিদ্যা ও অবিদ্যা”। স্বামিজী বললেন “সবই বিদ্যা”। ঠাকুর তখন বললেন “ওটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয়।”

৩০৪। "তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতীকে লাথি দেখাতে লাগল, আর বল্লে, 'তোর এত বড় সাধ্য যে আমায় ডিঙিয়ে যাস্' !"

অর্থ অজ্ঞান করে রাখে। অহঙ্কার বাড়ায়।

"ব্যাঙ"—অহং।

"হাতী"—মন।

অহঙ্কার যখন মনকে অতিক্রম করে শুদ্ধমন হতে চায় তখন অহং বাধা দেয়। "শুদ্ধ মনও যা, শুদ্ধ বুদ্ধিও তা, শুদ্ধ আত্মাও তা"।

৩০৫। "লণ্ঠনের ভিতর আলো দর্শন হয় কিন্তু স্পর্শ হয় না, ছুঁই ছুঁই বোধ হয়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না।"

ষষ্ঠভূমি থেকে এই দর্শন হয়—এঁদের আত্মা সাক্ষাৎকার হয় না। তবে এ কোষ বদ্ধ থাকলেও, এঁরা উঁচু অবস্থা প্রাপ্ত হন। পূর্ণাঙ্গ সাধন-ষোল আনা সচ্চিদানন্দগুরু লাভ না হলে আত্মা সাক্ষাৎকার হয় না। ছেলে বয়সে ১২।১৩ বছরে যদি সচ্চিদানন্দগুরু কৃপা করেন, তবে পূর্ণাঙ্গ সাধন। "সূর্য ওঠবার আগে মাখন তুলতে হয়, তা নইলে সব মাখন ওঠে না।"

৩০৬। "জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে, এই আমি মাঝখানে আছে বলে।"

জীব, আত্মা, আমি—তিনটি যেন আলাদা বস্তু। না, তা নয়। শুধু বোঝাবার জন্য ভাগ দেখান হয়েছে। জীব, অহং নাশের পর, আত্মায় পরিণত হন। "আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ।"

৩০৭। "তুই একটি লোকের সমাধি হ'য়ে 'অহং' যায় বটে, কিন্তু প্রায় যায় না।"

'তুই' কথাটি এখানে 'মাত্রা' মাত্র। একটি যুগে একটি মাত্র লোকের হয়—তিনি হলেন ঠাকুর। ঠাকুরের এই অবস্থা হল দেহাভ্যন্তরীণ অহংনাশের অবস্থা (esoteric condition)। জগতের অসংখ্য নরনারী যখন একটি লোককে অন্তরে দর্শন ক'রে সেই কথা প্রকাশ করে তখন বুঝতে হবে সেই লোকটির 'অহং' নাশ হয়েছে—তিনি জগৎ-ব্যাপী হয়েছেন। এই জগৎ-ব্যাপী না হলে প্রকৃত অহং নাশ হয় না।

৩০৮। "একান্ত যদি আমি যাবে না, থাক্ শালা 'দাস আমি' হয়ে। হে ঈশ্বর! তুমি প্রভু, আমি দাস', এইভাবে থাকো। 'আমি দাস', 'আমি ভক্ত' এরূপ 'আমি'তে দোষ নাই; মিষ্ট খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়।"

ব্রহ্মজ্ঞানের পর 'দাস আমি' বা 'বিদ্যার আমি' বা ভক্তির আমি' থাকে না—'জগৎ-ব্যাপী আমি' হয়।

৩০৯। "ভক্তিপথ সহজ পথ।"

"সহজ"—সহজাত—সঙ্গে নিয়ে এসেছে—আপনা আপনি হয়—স্বয়ম্ভু; আবার স্বয়ংবেদ্য—হচ্ছে জানতে পারা যায়।

৩১০। "ভগবানকে লাভ করবে……"

যতটুকু হবার ততটুকু হবে—এক আনা, দু' আনা, চার আনা ইত্যাদি। প্রকৃত শ্রীভগবানলাভ হল—জগৎ-ব্যাপী হওয়া।

৩১১। "বালকের আমি……"

এখানে পরমহংস অবস্থার 'আমি'। এ পাকা ভক্তির অবস্থা—জীবন্মুক্ত অবস্থার পর তত্ত্বজ্ঞানের 'আমি'। এ হল দ্রাবিড়ী বা Semitic কৃষ্টি—পরাবিদ্যা নয়।

৩১২। 'হাঁ, 'দাস আমি' অর্থাৎ আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁর ভক্ত, এই অভিমান। এতে দোষ নাই, বরং এতে ঈশ্বর লাভ হয়।"

সাধন অবস্থার 'আমি', দেহেতে ভক্তি সঞ্চার হচ্ছে সেই সময়ের 'আমি'—'সত্ত্বের আমি'। 'ত্রিগুণাতীত আমি' বা 'তত্ত্বজ্ঞানের আমি' নয়। 'ত্রিগুণাতীত আমি' হল—ব্রহ্মত্ব।

৩১৩। "যদি ঈশ্বর লাভের পর 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারো অনিষ্ট করতে পারে না।"

'ত্রিগুণাতীত আমি', 'তত্ত্বজ্ঞানের আমি'—এ 'আমি'তে জৈবীভাব কিছু থাকে না।

৩১৪। "পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবার সোনা হ'য়ে যায়, তরবারের আকার থাকে, কিন্তু কারো হিংসা করে না।"

নির্গুণ ব্রহ্মে লয় হওয়া, তারপর তত্ত্বজ্ঞান ও অবতারতত্ত্বে ফিরে এসে দেহ চিন্ময় হয়। "চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম",—"সাধুর দেহ চিন্ময়",—সে দেহে জীবত্বের লক্ষণ থাকে না—শিবত্বের প্রকাশ (Universality—Perfect—একত্ব—'শিবঃ ঐক্য বন্ধনে')।

৩১৫। "বালকের যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের মধ্যে কোন গুণের আঁট্ নাই।"

বালকের ত্রিগুণাতীত 'আমি'। ঠাকুরকে বলতে হ'ত, "মা আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছে।"

ঠাকুরের যুগ। ধারা নূতন। কারো যদি বালকের অবস্থা হয়, সেটি অপরকে দেখিয়ে দেবে। যাঁর বালকের অবস্থা হয়েছে, তাঁকে মুখে বলতে হবে না। যাঁর বালকের অবস্থা হয়েছে তাঁর বৌমা দেখছেন,—৫২ বছরের বৃদ্ধ শিশুটি হয়ে গেছে—নেংটা, হু'হাত তুলে নৃত্য করছে। ঐ যে ঠাকুরের কথা, "তুই মনে ভাবলে নয়—তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে বল্বেন—তবে জানবি।" আপনি সাক্ষাৎকার করলেন, শ্রীভগবান বললেন, কিন্তু সেকথা আপনাকেই বলতে হবে। তোমার নিজের কথা তুমি বলবে, সেকথা অপরে নেবে না—"তোমার কথা লবে কে?" অপরে তোমার অবস্থা দর্শন করবে, তবে বলবে—সে কথার ঢের বেশী জোর। ঠাকুরের যুগে এই নূতন ধারা।

৩১৬। "তাই জাতি বিচার নাই........"

"বালকের ঘৃণা নাই, শুচি অশুচি বোধ নাই"—অষ্টপাশ খুলে যায় অষ্টপাশ গিয়েছে—তা দেখতে পাওয়া যায়। সচ্চিদানন্দগুরু আসেন, ভক্তের হাতে তীক্ষ্ণ খাঁড়া দেন, সেই খাঁড়ায় কটিদেশের দড়ির (nerves) বাঁধন কাটেন। সেই সময় কটিদেশে ও সহস্রারে কি যেন একটা পরিবর্তন হচ্ছে বুঝতে পারা যায়।

৩১৭। "কেউ কেউ সমাধির পরও 'ভক্তের আমি' 'দাস আমি' নিয়ে থাকে।"

এটি হল তত্ত্বজ্ঞানের 'আমি'।

৩১৮। "ঈশ্বরলাভের পরও থাকে, সব 'আমি' যায় না।"

এই হল অবতারতত্ত্বের 'আমি'—ভিতরে 'মানুষ-রতন'কে দেখছেন —'মানুষ-রতন' হরিনাম করছেন।

ঈশ্বরলাভের পর অর্থাৎ ঈশ্বরে পরিবর্তিত হবার পর ব্যষ্টির কোন 'আমি' যথা 'দাস আমি' বা 'ভক্তির আমি' বা 'বিদ্যার আমি' থাকে না।

৩১৯। "আবার এই অভিমান অভ্যাস করতে করতে ঈশ্বরলাভ হয়।"

সাধকের 'আমি'। এতে প্রকৃত ঈশ্বরলাভ হয় না।

৩২০। "ভক্তির পথ ধরে গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়।"

"ভক্তির পথ"—সহজ—সহজাত—আপনা আপনি হয়—স্বয়ম্ভূ—'পাতাল ফোঁড়া শিব'। আপনা হতে যদি দেহেতে সাধন হয়, তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। একেই বলে পরাবিদ্যা।

৩২১। "ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না।"

নিকষা দেহের মধ্যে শ্রীভগবানের লীলা দেখবে বলে লয় হতে চায় না। "শ্যামা মা কি কল করেছে, কালী মা কি কল করেছে, চৌদ্দ পোয়া কলের ভিতর কত রঙ্গ দেখাতেছে।"

এই দ্বৈতবাদে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতে পারে না।

৩২২। "হাঁ, বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। একেই জ্ঞানযোগ বলে। বিচারপথ বড় কঠিন।"

"বিচার"—মনে চিন্তা।

"হাঁ, বিচারপথেও তাঁকে পাওয়া যায়"—মনের এই চিন্তা, দেহের ভিতরে ধারণা হবে, আবার দেহভেদ করে শরীরে রূপ ধারণ করবে, তবে তাঁকে পেয়েছে বুঝতে পারা যাবে। শুধু চিন্তা—ঈশ্বরের ধারণা নয়—সে চিন্তা মাত্র। সে ঈশ্বরলাভ নয়। তাহলে, "বড় কঠিন"—হয় না।

কাশীতে মহাপ্রভু ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী। প্রকাশানন্দ সরস্বতী বিচার করছেন—দেহেতে বিচারের রূপ নেই—ফুট্‌ছে না। মহাপ্রভু লক্ষ্য করছেন—বিচার শুধু চিন্তা ও কথা মাত্র—ধারণা নেই,—দেহেতে বিচারের রূপ, যোগৈশ্বর্য নেই—এ কিছু নয়।

৩২৩। "প্রেমাভক্তি না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না"

নিত্যসিদ্ধ—স্বতঃসিদ্ধ। আপনা হতে সাধন না হলে প্রেমাভক্তি হয় না, ঈশ্বরলাভও হয় না।

৩২৪। "যতক্ষণ না তাঁর উপর ভালবাসা জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি কাঁচাভক্তি।"

ঈশ্বরকে না দেখলে ভালবাসা জন্মায় না। তিনটি অবস্থার দরকার, তা না হলে ভালবাসা জন্মাবে না—তিনি কৃপা করে সচ্চিদানন্দগুরুরূপে ভক্তকে ধারণ করবেন, তবে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হবে—এটি দ্বিতীয়; আর কুণ্ডলিনী জাগ্রত না হলে—আত্মা সংকলিত ও সাক্ষাৎকার হয় না।

"কাঁচাভক্তি"—প্রবর্তকের ভক্তি—বিধিবাদীয়।

৩২৫। "তাঁর উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাকাভক্তি।"

ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পর এই ভালবাসা আসে। অস্তি—ভাতি—প্রিয়। এর দুটি লক্ষণ। ব্যবহারিক লক্ষণ—ভক্তিভক্ত নিয়ে থাকা; আর আন্তরিক লক্ষণ—যাঁর এই অবস্থা হয়, তিনিই দেখতে পান—দেহের মধ্যে শ্রীভগবানের লীলা।

"পাকাভক্তি"—তত্ত্বজ্ঞান ও অবতারতত্ত্বের ভক্তি।

৩২৬। "যাঁর কাঁচাভক্তি, সে ঈশ্বরের কথা, উপদেশ ধারণা করতে পারে না।"

বৈধী ভক্তি, প্রবর্তক, সাধক। দেহের ভিতর তাঁর আত্মিক স্ফুরণ ও উপলব্ধি হয় না।

৩২৭। "পাকাভক্তি হলে ধারণা করতে পারে।"

সংস্কার, স্বতঃসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ। এই ধারণার একটি সুন্দর উদাহরণঃ—দুই বন্ধু। প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে প্রায় বলতেন, "ব্রহ্মবিদ্যা দান করা যায়।" কিন্তু কি করে দান করা যায়, সে কথা কিছু বলতেন না। দ্বিতীয় বন্ধুটি ঠাকুরের পরম ভক্ত। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন আর তাঁর সচ্চিদানন্দগুরু তাঁর উপর শুয়ে আছেন, মুখের উপর মুখটি দিয়ে, গালের ভিতর জিভে জিভটি দিয়ে। এই স্বপ্ন যখন প্রথম বন্ধুটির কাছে দ্বিতীয় বন্ধুটি বললেন, তখন প্রথম বন্ধুটি বিস্ময়ে বলে উঠলেন, "এ কি! এ

যে ব্রহ্মবিদ্যা দান! কথামৃতে ঠাকুর এর সামান্যমাত্র লক্ষণ রেখে গেছেন—ঠাকুর নিজের জিভ থেকে থুতু নিয়ে অপরের জিভে লাগিয়ে দিতেন।” ব্রহ্মবিদ্যা দানের কথা শুনে—সংস্কারবশতঃ আর সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায় স্বপ্নে ব্রহ্মবিদ্যার স্ফুরণ হয়ে গেল—দেহের মধ্যে। এই হল ধারণা।

৩২৮। “ফটোগ্রাফের কাঁচে যদি কালি মাখান থাকে·······”

“ফটোগ্রাফ”—দেহ।

“কাঁচ”—মন।

“কালি মাখান”—পূর্ব সংস্কার বশতঃ রাগানুগা ভক্তি। যাঁদের পূর্ব সংস্কার আছে, তাঁদের ঈশ্বরীয় কথা ধারণা হয়। এই সংস্কার জন্মগতভাবে সঞ্চারিত হয় (hereditary)।

৩২৯। “·······যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা”

সন্তানভাব।

৩৩০। “মার ছেলের উপর ভালবাসা।”

বাৎসল্য।

৩৩১। “স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা”

মধুর।

৩৩২। “সংসার বিদেশ বোধ হয়, একটি কর্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কিন্তু কল্‌কাতা কর্মভূমি; কল্‌কাতায় বাসা করে থাকতে হয়, কর্ম করবার জন্য।”

বার তেরটি বন্ধুর মধ্যে, যাঁদের পল্লীগ্রামে বাড়ী আছে, তাঁরা সকলেই স্বপ্নে দেখেছেন— দেশ থেকে কলকাতায় আসছেন, আবার কলকাতা থেকে দেশে যাচ্ছেন ও গেছেন। ঈশ্বরের কাছে ‘দেশ’ সালোক্য, আর ‘সংসার বিদেশ’—দেহাত্মবোধ—বহির্মুখী মন।

৩৩৩। “·······সংসারাসক্তি”।

ভোগের বাসনা—এর মানে নয় যে তিনি খাবেন না।

৩৩৪। “·······বিষয়বুদ্ধি”।

দেহজ্ঞান।

৩৩৫। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে দর্শন হয় না।"

দেহব্যাপ্তি আত্মা—ষোল আনা যদি দেহ থেকে নিঃসৃত হয়ে সংকলিত হন—তবে আত্মাসাক্ষাৎকার। দেহের একটি মাত্র তন্তুতেও (fibre) যদি আত্মা নিঃসৃত হতে বাধা পান, অর্থাৎ তন্তুটি যদি দোষগ্রস্ত হয়, মলিন হয়—তাহলেও আত্মা সংকলিত হন না ও দর্শন করা যায় না। "কাল পাঁঠা —যদি একটুও খুঁত থাকে, তাহলে মায়ের বলিতে লাগে না।" যাঁদের আত্মার সাক্ষাৎকার হয় তাঁরা দৈবী মানুষ—'শ্রীভগবান নিজের হাতে তৈরী করেন।'

৩৩৬। "দেশলায়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘসো, কোন রকমেই জ্বলবে না।"

"দেশলায়ের কাঠি"—দেহ। দেশলায়ের কাঠির মাথায় বারুদের টোপ্—দেহের উপর মাথা। মাথার মধ্যে সহস্রার। সহস্রারে চৈতন্য দপ্ করে জ্বলে ওঠেন—ঠিক বারুদ যেমন জ্বলে ওঠে।

"ভিজে থাকা—বিষয়াসক্তি থাকা। বিষয়াসক্তির লেশমাত্র থাকলে আত্মা সংকলিত হন না—চৈতন্য সাক্ষাৎকারও হয় না। "মেঠোপুকুরের জল সূর্যের তাপে আপনা হতে শুকিয়ে যায়।"

৩৩৭। "অনুরাগ অঞ্জন মাখো, তাঁকে দেখতে পাবে।"

বিষ্ণুধ্যান—নাসিকাগ্রে মন স্থির। যোগের অর্ধবাহ্য—আধখানা মন বাইরে, আধখানা ভিতরে। ভিতরের আধখানা মন ভাগবতী তনু কৃষ্ণমূর্তিতে যুক্ত অর্থাৎ সর্বক্ষণ কৃষ্ণমূর্তি দর্শন করছে, আর আধখানা মন ভিতরের কৃষ্ণ-মূর্তির প্রতিচ্ছবি চক্ষুতে গ্রহণ করে—যেদিকে চাইছে, সেইদিকেই কৃষ্ণ দর্শন করছে—ভিতরের কৃষ্ণমূর্তির প্রতিচ্ছবি মাত্র—"যথা আঁখি যায় তথা কৃষ্ণ স্ফুরায়।"

"অনুরাগ অঞ্জন"—রাজযোগে ষষ্ঠভূমির অবস্থা—হঠযোগে এ সব হয় না। মন্ত্রযোগে বা ভক্তিযোগে রূপ দর্শন হতে পারে কিন্তু ওই পর্যন্তই! তাই মন্ত্র বা ভক্তিযোগে রূপ নিয়েই লীলা—অর্থাৎ সবিকল্প সমাধি, নির্বিকল্প নয়।

৩৩৮। "........তাহলে সাকার নিরাকার তুই সাক্ষাৎকার হয়।"

"সাকার"—সচ্চিদানন্দগুরু, ভাগবতী তনু, ইষ্টমূর্তি, বহু দেবদেবীর মূর্তি, গুরু-ইষ্ট এক হয়ে যাওয়া, আবার সচ্চিদানন্দগুরু।

"নিরাকার"—আকাশ দর্শন, জ্যোতি দর্শন, আত্মা সাক্ষাৎকার, মহাযোগীর পরমাত্মা সাক্ষাৎকার।

যদি কারো ষোল আনা সাধন দেহেতে বর্তায় আর ধারণা হয়, তাহলে তিনি দেখতে পান ও বুঝতে পারেন,—এক হরি, আত্মা, ব্রহ্ম দেহ হতে যোগনিদ্রা থেকে উঠে শরীরের মধ্যে এই লীলা করছেন, তাঁর স্বরূপ কি দেখাচ্ছেন—অর্থাৎ 'আমির' স্বরূপ !

৩৩৯। "চিত্তশুদ্ধি না হ'লে হয় না।"

বহির্মুখী মন—অন্তর্মুখী হলে—তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। দেখতে পাওয়া যায়—সামনে মুখ আছে—পিছন দিকে মুখ হয়ে গেছে, পিঠ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে; এই সময় আদ্যাশক্তি বালিকামূর্তিতে এসে বলতে থাকেন, "মুখ বেঁকায় দে মা।" এ হল ষোল আনা।

আবার আংশিক চিত্তশুদ্ধিও হয়। একটি বন্ধু শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেতেন। তাঁর আর একটি বন্ধু বললেন, "ঠাকুর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খেতে নিষেধ করেছেন।" বন্ধুটি আবার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেয়েছেন। এই শ্রাদ্ধের খাওয়ার পরদিন বন্ধুটি স্বপ্ন দেখছেন—আগের দিন যেখানে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলেন—ঠিক সেইখানে সেই চেয়ার টেবিলে একলা বসে—সেই সব খাবার খাচ্ছেন। ভারি একটা মজা হচ্ছে কিন্তু—যে খাবারই মুখে দিচ্ছেন—সে খাবার তৎক্ষণাৎ মাছ হয়ে যাচ্ছে—মাছের আস্বাদন। বন্ধুটি মাছ খান না—মুখে মাছের আস্বাদনে তাঁর সমস্ত শরীরটা বিষিয়ে উঠছে আর তিনি থু থু করে মুখের খাবার ফেলে দিচ্ছেন। এ স্বপ্নের অনেক অর্থ আছে—কিন্তু তার মধ্যে একটি অর্থ চিত্তশুদ্ধি। বন্ধুটি সেই থেকে আর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ খেতে পারেন না—এমন কি কোনও anniversaryর খাওয়াও খেতে পারেন না।

৩৪০। "........তখন ঈশ্বররূপ চুম্বক পাথর মনরূপ ছুঁচকে টেনে নেয়।"

মন ময়লায় চাপা পড়েছিল। চাপা সরে গেল। মন ঊর্দ্ধে উঠে গেল।

মন—কুণ্ডলিনী—মহাবায়ু। তিনি যেমন উর্দ্ধে উঠছেন—তেমনি তাঁর রূপের পরিবর্তন হচ্ছে—শেষে তিনি আত্মারূপে পরিবর্তিত হন আর আত্মার মধ্যে শুদ্ধমন হয়ে অবস্থান করেন। এই শুদ্ধমনই ত্রিপুটি অবস্থায় সমস্ত দর্শন করেন।

৩৪১। "........তখন সমাধি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।"

সমাধি—উন্মনা সমাধি। ভ্রূমধ্যে জ্যোতির্বিন্দু ; উন্মনা—ছড়ানো মন কুড়িয়ে বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। তারপর মন সহস্রারে প্রবেশ করে আর আত্মার রূপ ধারণ ক'রে আত্মার মধ্যে থেকেই আত্মা সাক্ষাৎকার করে।

৩৪২। "কিন্তু হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না।"

বিবিদিষায় নয়—বিদ্বতে বস্তুলাভ।

আত্মা যাঁকে বরণ করে—তাঁরই হয়,—তাঁরই আত্মাশক্তি ব্রহ্মে পরিণত হন। ভক্ত এই বরণ করাকে 'কৃপা' বলে।

৩৪৩। "অহংকার একেবারে ত্যাগ করতে হবে।"

এটি হল বিবিদিষার কথা।

৩৪৪। "আমি কর্তা—এ বোধ থাকলে ঈশ্বর দর্শন হয় না।"

'কর্তা' বোধ আপনা আপনি উপে যায়,—যখন যায় তখন টের পাওয়া যায় না। পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পর এ সব বুঝতে পারা যায়—তা নইলে কি একটা হচ্ছে—বেশ হচ্ছে—এ অতি চমৎকার—বিস্ময়কর—অতি অদ্ভুত —এই পর্যন্ত।

৩৪৫। "যে নিজে কর্তা হয়ে বসেছে তার হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না।"

সহস্রারে দুয়ের স্থান নেই, দুই নেই,—এক ঈশ্বরই আছেন। এখানে বহুর কথা আর ওঠে না।

৩৪৬। "তিনি জ্ঞানসূর্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে ; তবেই আমরা পরস্পরকে জান্‌তে পারছি।"

শ্রীভগবান জ্ঞানসূর্যরূপে ভিতরে। 'আমি' তাঁর একটি কিরণ। সেই কিরণ সূর্য থেকেই আসছে। 'আমি'র সঙ্গে সূর্যের সঙ্গে সোজা সম্বন্ধ। সূর্য

বিশ্বরূপে প্রতীয়মান—তাই পরস্পরকে জানতে পারা যায়। এ উপমা নয়—দেখতে পাওয়া যায় ; প্রথমটি রেশমের পর্দার পিছনে সূর্য—সপ্তমভূমিতে প্রবেশের শেষ আবরণ ; আর দ্বিতীয়টি বিশ্বরূপের প্রতিবিম্ব—'আমি'রূপ আয়নাতে এই জগৎ দেখছি।

৩৪৭। "সার্জেন্ সাহেব রাত্রে আঁধারে লণ্ঠন হাতে ক'রে বেড়ায় ; তার মুখ কেউ দেখতে পায় না।"

অন্তর্যামী শ্রীভগবান—আপনার অন্তরে বাস করেন, আপনার কাজ সমস্তই দেখছেন, অথচ আপনি কিছু টের পাচ্ছেন না।

"সাহেব"—শ্রীভগবান।

"লণ্ঠন"—জ্ঞাননেত্র। এই জ্ঞাননেত্র উদ্ভাসিত না হলে শ্রীভগবান দর্শন হয় না।

৩৪৮। "কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুখ দেখতে পায় ; আর সকলে পরস্পরের মুখ দেখতে পায়।"

মন বহির্মুখী। তাই জগৎ দেখছে, সকলকে দেখছে—বাইরে। অন্তরের অবস্থা—অন্তর্মুখী মন নিয়ে জগৎকে দেখছে—অন্তরে। ভিতর বাহির—এক—সমান।

৩৪৯। "সাহেব ! কৃপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর একবার ধর, আমি তোমায় দর্শন করি।"

অন্তর্মুখী মন—ষোল আনা সাধন। আত্মা সাক্ষাৎকার, পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, অবতারলীলা,—শ্রীভগবান যদি কৃপা করে এই সব দেখান তবে দেখতে পাওয়া যায়। এই সবগুলিই 'সাহেব' অর্থাৎ শ্রীভগবান অথাৎ 'আমির' এক একটি অবস্থা।

৩৫০। "হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বাল্‌তে হয়।"

"জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন, সচ্চিদানন্দ লাভ,"—চৈতন্যকে দেহেতে ধারণা করা! জ্ঞান-দীপ দেহেতে জ্বলে—দেখতে পাওয়া যায়। এখানে বন্ধুদের মধ্যে বহুলোক এই জ্ঞান-দীপ দর্শন করেছেন তাঁদের দেহের ভিতরে।

স্থান—গ্রীস—ম্যাসিডোন।

কাল—মধ্যাহ্ন।

হাতে প্রজ্জ্বলিত দীপ নিয়ে ডাইয়জেনীস (Diogenes) আলেকজাণ্ডারের সামনে ঘোরাফেরা করছেন। আলেকজাণ্ডার জিজ্ঞাসা করলেন—"এ কি? এখন যে দুপুর বেলা!" ডাইয়জেনীস জবাব দিলেন—"মানুষ খুঁজছি।" ডাইয়জেনীসের কথার মর্মার্থ এই যে যাঁর অন্তরে জ্ঞান-দীপ জ্বলে তিনিই 'মানুষ'—ঠাকুরের 'মান-হুঁস'। সেই রকম মানুষই তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

২৯শে মার্চ্চ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ

শ্রীমন্দির—দক্ষিণেশ্বর

৩৫১। "রাখাল, তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।"

শরণাগতি—প্রভু, আমি শরণাগত।

সবই তুমি—অসুখও তোমার একটি রূপ। তুমি এই দেহ। সেই দেহেতে তুমি অসুখরূপে ফুটে উঠেছ। তুমি তোমার শান্ত মূর্তি ধারণ কর। আমার 'আমি' আছে, যায় নি—আমি শরণাগত। আমায় কৃপা কর। এই দেখ—আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী—তোমার প্রসাদ খাচ্ছি।

ভাবগ্রাহী জনার্দন। এত বিচার—এত চিন্তা করতে হয় না। প্রসাদ গ্রহণ করলে—অন্তর্যামী তিনি—সমস্ত বোঝেন—আর তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি কৃপা করেন—তিনি ইচ্ছাময়। এই রকম মানসিক চিন্তা দ্বারা 'Faith cure' হয়। যীশু বলছেন—"Your faith has cured you."

৩৫২। "........আবার গেরুয়া কেন?"

শ্রীভগবানকে পাবার জন্য গেরুয়া পরবার দরকার নেই। তিনি দেহের ভিতরে আছেন। তিনি দেহীকে বরণ করে কৃপা করে ফুটে ওঠেন। তাঁর

কৃপায় কোন ভাগ্যবান লোক এ সমস্ত দেখতে পান—নিজের দেহের মধ্যে। বাইরের কোন বস্তুর বা চিহ্নের আবশ্যক করে না। গেরুয়া বাইরের বস্তু বিবিদিষার চিহ্ন।

"কেয়া জানে কোন্ ভেক্‌সে নারায়ণ মিল্ যায়!"—ঠাকুর বলতেন। নারায়ণকে পাবার জন্য কোন ভেকের আবশ্যক নেই। ঠাকুর কি গেরুয়া প'রতেন? না! দরকার নেই—তাই পরেন নি। ঠাকুর আমার আদর্শ।

ঠাকুরের পায়ে বার্ণিশ করা চটি, পরণে লালপেড়ে ধুতি, শ্রীঅঙ্গে জামা, রাসমণির দেবালয়ের একটি ঘরে থাকেন, খাট-বিছানায় শোন, তেল মাখেন, মাছ-পান খান,—কিন্তু কেবল নিশিদিন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা—শ্রীমুখে ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কিছু নেই।

এই ত' আমার আদর্শ। আমার জীবনে, তাঁর জীবনে—সমস্তই ত' মেলে—তিনি ত' আমারই জীবন যাপন করে গেছেন। এখন তাঁর কাছে শুধু প্রার্থনা—যাতে নিশিদিন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে থাকতে পারি, আর মুখ থেকে ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কথা না কইতে হয়।

শ্রীবুদ্ধ এলেন........।

সৃষ্টি হল একদল পীতরঙের কাপড় পরা শ্রমণের। জগৎ ভাবল—পীতরঙের কাপড় যারা পরে—শ্রীভগবান তাদেরই একচেটে—এরা পীতরঙের কাপড় পরে শ্রীভগবানকে ইজারা দিয়ে নিয়েছে। ভারি হ্যাঙ্গামা ওসব—দরকার নেই আমার!

শ্রীশঙ্করাচার্য এলেন........।

নেড়া মাথা, গেরুয়া পরা সন্ন্যাসীর দল বেরুল। সেই বৌদ্ধযুগের বি—জগৎ দূরে দাঁড়িয়ে দেখল, তাঁকে গ্রহণ করল না।

স্থান—পুরী, গম্ভীরা।

বসে আছেন শ্রীগৌর-সুন্দর—"সোনার গৌরাঙ্ আমার"। সেই বরবপু, কিন্তু পরণে কটিদেশে কৌপীন মাত্র। জগৎ স্তম্ভিত হয়ে দেখছে। প্রভু শ্রীমুখে বলছেন, "তোমরা সংসারে থেকে হরিনাম কর।" প্রভুর বাণীতে আর প্রভুর নিজের জীবনে সামঞ্জস্য নেই—ভয়ানক ফারাক। শ্রীবুদ্ধ ও

শ্রীশঙ্করাচার্য বিবিদিষার প্রবর্তক ; কিন্তু তাঁদের জীবনে বিবিদিষা অত মূর্ত হয়নি, যে রকম মূর্ত হয়েছিল মহাপ্রভুর জীবনে। তিনি বলছেন, "সংসারে থেকে হরিনাম কর।" সেকথা নেবে কে ?

স্থান—দক্ষিণেশ্বর—রাসমণির ঠাকুরবাড়ী।

দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের ঠাকুর। পায়ে বার্ণিশ করা চটি, পরণে লালপেড়ে ধুতি, গায়ে পিরাণ। আমারি মতন একজন লোক।

জিজ্ঞাসা কর, "মশাই, ভগবানকে কি দেখা যায় ?" অমনি বলবেন, "মাইরি বলছি, তোকে যেমন দেখছি সেই রকম দেখেছি—ভগবানকে।"

হয়ত আবার কাকেও বলবেন, "বাবা, সচ্চিদানন্দলাভ না হলে কিছু হল না।"

কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করবে, "মশাই, আমাদের কি হবে ?"

অমনি জবাব আসবে, "সে কি গো, চাঁদা মামা সকলের মামা।"

প্রশ্ন—"পাই কি করে ?"

উত্তর—"তাঁর কৃপা।"

প্রশ্ন—"কৃপা হয় না কেন ?"

উত্তর—"তাঁকে ডাক।"

এই ত' আমার ঠাকুর—পীতরঙের কাপড় নেই, 'বিহার' নেই, গেরুয়া নেই, মঠ নেই, গম্ভীরা নেই, কৌপীন নেই—একজন আমার মতন অতি সাধারণ লোক—শ্রীভগবানকে পেয়েছেন—সচ্চিদানন্দ লাভ হয়েছে। শুধু শ্রীভগবানের কৃপা—'চাঁদা মামার' কৃপা!

ঠাকুরকে দেখে জগৎ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। জগৎ বলছে—'আমার ঠাকুর—আমার জীবন'।

৩৫৩। "একটা কি পরলেই হলো!"

শ্রীভগবানকে দেখবার জন্য তাঁকে লাভ করবার জন্য, শুধু তাঁর কৃপা—আর কিছুর দরকার নেই।

৩৫৪। "আবার সব আছে, কোন অভাব নাই, কিছু ভাল লাগে না ভগবানের জন্য এক্‌লা এক্‌লা কাঁদে। সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।"

নিত্যসিদ্ধের রূপ।

৩৫৫। "মিথ্যা কিছুই ভাল নয়।"

দেহেতে সত্যের স্ফুরণ হয়ে—সত্যস্বরূপ—স্বস্বরূপ দর্শন, এই হল জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠা। শিবের দুটি রূপ—কখনও 'জড়' সমাধিতে স্থির হয়ে আছেন, আবার কখনও দেহের মধ্যে স্বস্বরূপের লীলা দেখে নাচছেন আর বলছেন, "আমি কি! আমি কি!" এই সত্যাশ্রয়ী কখনও মিথ্যা অভিনয় করতে পারেন না। জীবনে যাঁর সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তিনি মিথ্যার খেলা খেলতে পারেন না।

সত্য কি? আমি সত্য! 'অহমস্মি,' 'আন্-উল্-হক্,' সবার উপরে মানুষ সত্য।'

প্রমাণ কি? আত্মিক জগতে সকলে তাঁকে অন্তরে দর্শন করবে—প্রমাণ হবে 'স একঃ'! ধর্ম—জীবিত অবস্থায়,—মৃত্যুর পর নয়।

৩৫৬। "একজন কেশবকে বল্লে, 'কলির চৈতন্য হচ্ছেন আপনি'। কেশব আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বল্লে, 'তাহলে ইনি কি হলেন?'"

কেশববাবু বুঝেছিলেন—ঠাকুরের ভিতর চৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছেন—অবশ্য ঠাকুরের কৃপায়। "অবতারের কৃপা না হ'লে, অবতারকে চেনা যায় না।"

দেহের ভিতরে অবতারের মূর্তি দেখা যায়। সচ্চিদানন্দ যে দেহেতে অবতীর্ণ হন—সেই মূর্তি ধারণ করে দেখান আর বলেন, "আমি কে জানিস? আমি ভগবান!" একটি বন্ধু এইরকম স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই হল কৃপা। এ রকম কৃপাও সকলে গ্রহণ করতে পারেন না, কিন্তু কেশববাবু করেছিলেন—তাই ঠাকুরের ওপর অত ভক্তি, ভালবাসা।

৩৫৭। "·······যেন পাতাল-ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়।"

দেহেতে আপনা-আপনি আত্মিক স্ফুরণ হয়েছে—হচ্ছে। অবশ্য এর ক্রম আছে—এক আনা, দু আনা, চার আনা ইত্যাদি।

"বসানো শিব"—বিবিদিষা—বড় জোর রূপদর্শন—তাও ক্বচিৎ।

৩৫৮। "সব পাখীর ঠোঁট বাঁকা নয়।"

"পাখীর ঠোঁট"—মানুষের গলার কাঁটি।

কাঁটি গলায় আছে—প্রত্যেক মানুষের। এই কাঁটি বাইরে না বেরিয়ে যদি ভিতরে থাকে তাহলেই ভাল—যোগের ব্যাঘাত হয় না। কাঁটি যদি বাইরে বেরিয়ে থাকে, তাহলে পূর্ণভাবে আত্মা সংকলিত হয় না। "কাঁটি বেরুলে পাখী আর পড়ে না"—ঠাকুর বলতেন।

৩৫৯। "........কেবল ফুলের ওপর বসে মধুপান করে।"

"ফুল"—সহস্রার।

"মধু"—ব্রহ্মানন্দ।

সহস্রারে ব্রহ্মানন্দ। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে পদ্ম-ভূমি-চক্র প্রস্ফুটিত হয়—আর সেই পদ্মে অবস্থান। কেউ বা চতুর্থে জ্যোতিদর্শন করছেন। কেউ বা পঞ্চমে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, কেউ বা ষষ্ঠে রহস্যময়ী মায়ামূর্তি দর্শন করছেন—মধুপান করছেন।

৩৬০। "যেমন ধান হ'লে মাঠ পার হতে গেলে, আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। আবার যেমন সম্মুখের গাঁয়ে যাবে, কিন্তু বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে।"

সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপা না হলে কুণ্ডলিনী জাগেন না। বৈধীভক্তিতে ঈশ্বরলাভ সুদূর পরাহত।

"মাঠ" আর "গাঁয়ে"—সহস্রার।

৩৬১। "তখন ধানকাটা মাঠ যেমন পার হওয়া। আল দিয়ে যেতে হয় না। সোজা একদিক দিয়ে গেলেই হলো।"

কুণ্ডলিনী জাগরণ—সহস্রারে গিয়ে নৃত্য। "কমলে কমলে নাচ মা, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী।"

"ধানকাটা মাঠ"—নিষ্কামী মন—সহস্রার— (tabula rasa)।

"সোজা একদিক দিয়ে যাওয়া"—মহাবায়ুর সহস্রারে গমন।

নিষ্কামী মন হলে মহাবায়ু কপিবৎ সহস্রারে গমন করেন।

৩৬২। "বন্নে এলে আর বাঁকা নদী দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয় না। তখন মাঠের উপর এক বাঁশ জল। সোজা নৌকা চালিয়ে দিলেই হ'লো।"

"ড্যাঙ্‌ ড্যাঙ্‌ ড্যাঙ্‌ ডাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন জন ?" ড্যাঙায় ডিঙে চলেছে—দেখতে পাওয়া যায়। চোখের পলকে ডিঙে পৃথিবীর অপর প্রান্ত থেকে নিকটে এসে গেল। এটি হল মহাবায়ুর জাগরণ—দেহেতে মহাযোগের স্থিতিলাভ। মহাবায়ু জাগরণের খুব সোজা পরীক্ষা—যাঁর মহাবায়ু জাগরণ হয়েছে তাঁর সামনে গিয়ে বললে, "আপনার মহাবায়ু জাগরণ হয়েছে ?"—তখনি তাঁর তলপেট লাফাতে থাকবে, দেহ লাফাতে থাকবে, আর মাথাটাও লাফাতে থাকবে—এর পর সমাধি হয়ে যাবে। ব্রহ্মবিদ্যা, শোনা মাত্র, দেহে প্রকাশ পাবে।

৩৬৩। "এই রাগভক্তি, অনুরাগ, ভালবাসা না এলে ঈশ্বরলাভ হয় না।"

সচ্চিদানন্দ লাভ। দেহেতে মহাবায়ুর জাগরণ—মহাযোগ স্থিতিলাভ করা—সচ্চিদানন্দ লাভের লক্ষণ। সচ্চিদানন্দ অবস্থা দেহেতে দেখতে পাওয়া যায়। দুটি গাল ফুলে ওঠে। একটি গাল ফুলে ওঠাকে বলে—'ভাব', আর দুটি গাল ফুলে উঠলে—'সচ্চিদানন্দ অবস্থা'। এটি ব্যষ্টির(individualism)। সমষ্টিগত সচ্চিদানন্দ লাভ হলে জগতের অসংখ্য নরনারী তাঁকে অন্তরে দর্শন করেন (Universalle-La-Homme)।

৩৬৪। "কুমুরে পোকা চিন্তা ক'রে আরস্থলা কুমুরে পোকা হয়ে যায়।"

(১) "আরস্থলা"—আদ্যাশক্তি। "কুমুরে পোকা"—আত্মা (সগুণ)।

(২) "আরস্থলা"—জীবাত্মা। "কুমুরে পোকা" নির্গুণ ব্রহ্ম।

(৩) "আরস্থলা"—আদ্যাশক্তি, পরে আত্মা—পরে নির্গুণ ব্রহ্ম—কুমুরে পোকা।

আরস্থলা কুমুরে পোকায় পরিবর্তিত হয়। জীব শিব হয়। চিৎপথে—যোগে—আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিবর্তিত হন।

যোগ মানে যুক্ত হওয়া নয়—পরিবর্তিত হওয়া। ব্যষ্টিতে এর কোন প্রমাণ নেই। মহাপ্রভু দিবারাত্র শ্রীমতীর ভাবে থাকলেও শ্রীমতীতে পরিবর্তিত হন নি। এ হল ভাব মাত্র। রাখালকে (পরে পূজ্যপাদ ৺ব্রহ্মানন্দ মহারাজ) কোলে করলেও ঠাকুর মা যশোমতী হয়ে যান নি। এও ভাব

মাত্র। সমষ্টিতেই এই পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। সকলে তাঁকে অন্তরে দর্শন করেন ও তাঁর ব্রহ্মে পরিবর্তিত হওয়ার প্রমাণ পান ও দেন।

৩৬৫। "........যেমন হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে হয়।"

"হাঁড়ি"—দেহ। "মাছ"—বোধ। "গঙ্গা"—সচ্চিদানন্দ। সমাধিতে 'বোধ' মাত্র আছে। সেই 'বোধ' সচ্চিদানন্দ সাগরে বিলাস করছে।

'স্থূল-বোধ' দেহ থেকে মুক্ত হয়ে, 'সূক্ষ্ম-বোধে' পরিবর্তিত হয়েছে আর সচ্চিদানন্দে—সহস্রারে—গিয়ে পড়েছে,—সেই মুক্তির আনন্দ। এই আনন্দ মুখে কিল্‌বিল্‌ করে প্রকাশ পায়—জলে যেমন মাছ কিল্‌বিল্‌ করে। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই অবস্থাকে 'কিলকিঞ্চন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ হল ব্যষ্টি।

সমষ্টিতে এর অর্থ—

"হাঁড়ি"—দেহ।

"মাছ"—আত্মা—পরমাত্মা ('in the shape of a living person') —সচ্চিদানন্দ। মনুষ্যজাতির অন্তরে ইনি লীলা করেন। তাঁরা দেখেন আর বলেন।

৩৬৬। "সোনার একটু কণা, সোনার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায়।"

স্থূল, সূক্ষ্মে পরিবর্তিত হয়েছে—মোটা,'অহং', 'বোধ' মাত্র হয়েছে—জড় সমাধি। মানুষটির এই 'বোধ' mathematical point মাত্র। 'অব্যপদেশ্যম্'।

৩৬৭। "........আর যেমন বড় আগুন, আর তার একটি ফিন্‌কি।"

আত্মার জড় সমাধি। 'বিশ্বরূপ' 'বীজে' পরিণত হয়। ঠাকুর মহামায়ার মায়া কি দেখেছিলেন—একটি জ্যোতিবিন্দু গোটা জগৎকে ঢেকে ফেলছে।

৩৬৮। "........বাহ্যজ্ঞান চলে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু 'অহং' রেখে দেন—বিলাসের জন্য।"

দ্বৈত-জ্ঞান—তবে শুধু 'বোধ' মাত্র। লয় হল না—মহানির্বাণ বা স্থিত সমাধি লাভ হল না।

৩৬৯। "তখন কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে।"

কেউ নেই—'শূন্যম্'—তাও বলবার জো নেই—একেবারে 'চুপ'।

২২শে জুলাই, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ

শ্রীমন্দির—দক্ষিণেশ্বর

৩৭০। "এদের মত কি জান? আগে সাধন চাই, শম দম তিতিক্ষা চাই। এরা নির্বাণের চেষ্টা করছে।"

বিবিদিষায় বস্তুলাভ করে মুক্ত হওয়া,—বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত পথ। পুরুষকারের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম করে—মহাকারণে লয় হওয়া—এ জীবকটির কথা,—হয় না। চেষ্টার দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম কিংবা মুক্তিলাভ করা যায় না।

"আত্মা যাকে বরণ করে, তারই হয়।"

"আত্মা যদি কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হন, তবে মুক্তি।"

"বন্ধন আর মুক্তি, সবই তাঁর হাত।"

"তুমি হাজার চেষ্টা কর, তাঁর কৃপা না হ'লে কিছু হয় না।"

ঠাকুর বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত পথ উল্টে দিলেন। চেষ্টায় শ্রীভগবান লাভ নয়, মুক্তি নয়—শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীভগবান লাভ, মুক্তি। যাঁর হয়, তাঁরই হয়—আপনা-আপনি হয়—তিনি শুধু সাক্ষী মাত্র।'

৩৭১। "এরা বেদান্তবাদী; কেবল বিচার করে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। বড় কঠিন পথ।"

বিচারের দ্বারা 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এ অনুভূতি হয় না। শ্রীভগবান দেহেতে আপনা-আপনি প্রকাশ পান—ইষ্টমূর্তি সাক্ষাৎকার, আত্মার দর্শন, আত্মার মধ্যে জগৎ—বিশ্বরূপ, সেই বিশ্বের বীজে পরিণত হওয়া, আবার সেই বীজের স্বপ্নে পরিণত হওয়া—এই লীলা করেন। ভক্ত দেখেন। শ্রীভগবানের এই লীলায়' ভক্তের দেহেতে এসব ধারণা হয়—তবে 'জগৎ স্বপ্নবৎ'। এই হল "আত্মা যদি কৃপা করে সাধন করে"—আত্মা যদি তাঁর স্বরূপ দেখান—তবে স্বপ্নবৎ। "ভগবানের যদি দরকার হয়—তবে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দেন।"

"শিব নিজের স্বস্বরূপ দেখেন আর আনন্দে নৃত্য করেন আর বলেন, "আমি কি! আমি কি!" এ রকম অনুভূতি—শ্রীভগবানের প্রকাশ—ঠাকুরের হয়েছিল—তোতাপুরী মহারাজের হয় নি। সব অবতারের আধারেও এত কোষ উন্মুক্ত হয় না।

৩৭২। "জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা; যিনি বলছেন তিনিও মিথ্যা, তাঁর কথাও স্বপ্নবৎ।"

এ অবস্থা হলে 'সব চুপ'—আমি মিথ্যা—আমি নেই। স্থিত সমাধি হয়—দেহ চলে যায়। শুধু অবতারের দেহ থাকে। তত্ত্বজ্ঞানে—দ্বৈতবাদে—'পাকা' ভক্তি ও শ্রীভগবান—এই মাত্র! তাই 'তুমি, তুমি',—'ঈশ্বর, ঈশ্বর'! ঠাকুরের 'মা, মা'। "মা, আমি করি, না তুমি কর,—তুমি!"

৩৭৩।"........বড় দূরের কথা।"

সাধন করে 'জগৎ মিথ্যা'—এ অনুভূতি হয় না—শুধু কল্পনা মাত্র।

৩৭৪। "........যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না।"

"কর্পূর"—আত্মা।

যদি কারো শুধু জ্ঞানমার্গের সাধন ও অনুভূতি হয়—তাহলে স্থিত সমাধি হয়ে দেহ চলে যায়; 'জগৎ স্বপ্নবৎ' বলবার জন্য তিনি ফিরে আসেন না। একেই বলে 'লয় যোগ'।

৩৭৫। "কাঠ পোড়ালে তবু ছাই বাকী থাকে।"

"কাঠ"—দেহ।

"কাঠ পোড়ালে"—দেহেতে পঞ্চকোষের সাধন ও আত্মার সাধন হলে।

"ছাই"—তত্ত্বজ্ঞানের 'তুমি, তুমি', 'মা, মা'—'পাকা' ভক্তি। পঞ্চ-কোষের সাধন হবে, আত্মার সাধন হবে, তত্ত্বজ্ঞান হবে, তারপর অবতারতত্ত্বে স্থিতিলাভ। 'অহং' এখন ছাই (actionless)!

৩৭৬। "পদ্মলোচন ভারি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি 'মা-মা' করতুম তবু আমায় খুব মানতো।"

পণ্ডিত মশায়ের আত্মা সাক্ষাৎকার হয় নি—'সে তুএক জনা'—অতএব

তিনি ভক্ত। তিনি পণ্ডিত, বিচারের দ্বারা মস্তিস্কে ধারণা করতে চেষ্টা করতেন —সাধক।

৩৭৭। "তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না।"

এই 'কান্না' হল পণ্ডিত মশায়ের ভক্তির চিহ্ন। তবে তিনি ভাগ্যবান লোক, ঠাকুরের মুখ থেকে 'মা, মা' শুনেছেন। ঠাকুরের 'মা, মা'—এই ব্রহ্মময়ীর নাম পণ্ডিত মশায়ের ভিতরে ভক্তির বন্যা এনেছিল—তাই 'কান্না', অবশ্য সাময়িক।

৩৭৮। "সে বল্‌লে, আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই।'"

"শিব দেখা" কিংবা "ব্রহ্মা দেখা"—কারণশরীর দেখা।

পণ্ডিত মশাই কারণশরীর সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। কারণশরীর—ভাগবতী তনু—ইষ্টমূর্তি ধারণ করে ভক্তকে দেখা দেন, কথা কন ইত্যাদি। আবার উঁচু সাকার ঘর হলে—নানাবিধ রূপ ধারণ করেন, ভক্ত দেখেন। বহুপরে ভক্ত বুঝতে পারেন—'শিব ও ব্রহ্মা এক,—উঁচু সাকার।

৩৭৯। "যে সমন্বয় করতে পেরেছে, সেই ধন্য।"

এর একটি অর্থ, যিনি কারণশরীরের রহস্য বুঝেছেন তিনি ধন্য। তিনি বুঝেছেন—সমস্ত সাকার মূর্তি—রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, দুর্গা—সব এক। এই হল ব্যষ্টির সমন্বয়।

সমষ্টির (universal) সমন্বয়—একটি জীবিত মানুষের আত্মিকরূপ অন্তরে দর্শন করেন হাজার হাজার নরনারী। যদিও বাইরে তাঁরা বহুবিধ রূপে (forms and appearances) বিভিন্ন, আত্মিক জগতে তাঁরা এক। এই হল সমষ্টিগত সমন্বয়।

৩৮০। "আমি কি বলবো, বললাম—কে জানে বাপু, আমার টাকাকড়ি ওসব ভাল লাগে না"

ঠাকুরের দেহ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করেছে—গ্রহণ করতে পারে না। কেন এ রকম ত্যাগ হয়—সমস্ত কথা খুলে বললেও পণ্ডিত মশাই ধারণা করতে পারবেন না। নিজের দেহে ধারণা না হলে বুঝতে পারা যায় না।

তাই ঠাকুর 'কামিনীকাঞ্চন' ত্যাগের কথা চাপা দিয়ে গেলেন। "কারেই বা বলছি, কেই বা বুঝবে !"

৩৮১। "একটু হুঁস হবার পর কা-কা-কা (অর্থাৎ কালী) এই শব্দ কেবল করতে লাগলো।"

"কালী"—আদ্যাশক্তি—'কালী-প্রধানা'—তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়।

এই ভদ্রলোকটির আধার ক্ষুদ্র ছিল—তাই কালী দর্শনে উন্মাদ হয়ে গেলেন—কা কা করতে লাগলেন।

দক্ষিণেশ্বর—পঞ্চবটীতলা।

লাটু মহারাজ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

ঠাকুর পা দিয়ে লাটু মহারাজের বুক ডল্‌ছেন আর বলছেন,—'চুপ্ কর শালা, পেঁচী মাতাল; শালা মাকে দেখেছে, তাই এমন করছে।'

৩৮২। "বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই।"

বহির্জগতে দৃষ্টি—সেই দৃষ্টি গুটিয়ে অন্তরে আবদ্ধ হলে তবে যোগ হয়। যোগীর দৃষ্টি দেহেতে—অন্তরে—আবদ্ধ।

৩৮৩। "অন্তরে সোনা চাপা আছে; যদি সেই সোনার সন্ধান পেত, এত বাহিরের কাজ যা কচ্ছে, সে সব কম পড়ে যেত।"

"অন্তরে"—সহস্রারে।

"সোনা"—আত্মা—শ্রীভগবান।

শ্রীভগবান যদি দেহেতে প্রকাশ পান—তাহলে বাইরের কাজ থাকে না—কোনও রকমে বেঁচে থাকা। ঠাকুর বলছেন, "আমি খাবো, থাকবো, ঘুমুবো; আমি খাবো, থাকবো, হাগবো।"—এই পর্যন্ত কাজ। আর যদি অন্য কাজ কিছু করেন, বুঝতে হবে,শ্রীভগবানের আদেশ—চাপরাশের ঠেলায় শ্রীভগবান তাঁকে দিয়ে করাচ্ছেন।

৩৮৪। "........শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেতো।"

নিগুর্ণ—নিষ্ক্রিয়।

৩৮৫। "দয়া—সর্বভূতে সমান ভালবাসা।"

যখন সমস্ত ঈশ্বরময়—চৈতন্যময়—আবার আমি এক—আমি বহু—খাদ কিছু নেই—সবই সেই চৈতন্য—সবই আমি—এ বহুও আমি—সবই আমার ভিতরে—একা আমিই আছি—তখনকার ভালবাসা শান্ত, তাতে ক্রিয়া নেই, আর চ্যুতি-বিচ্যুতিও নেই—অচ্যুত। এ হল পূর্ণ সদ্‌বিদ্যা বা সদাখ্যাতত্ত্ব (Kashmir Shaivism)। (All is one and one is all —Pantheism)

৩৮৬। "কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণের পার।"

সত্ত্বরজস্তমঃ তিন গুণ—দেহে ব্যবহারিক লক্ষণ। ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত—নির্গুণ অবস্থা।

৩৮৭। "প্রকৃতির পার........"

দেহবোধ বিবর্জিত অবস্থা—মহাকারণে লয়—স্থিত সমাধি। এই স্থিত সমাধির পর জগদাত্মক হয়ে যায় (Universal Self in the shape of a living person)। এই হল—প্রকৃতির পার।

৩৮৮। "তিন গুণই চোর।"

চোর থাকলেই গৃহস্বামী আছে। গৃহস্বামী—ঈশ্বর। গৃহস্বামীর সমস্ত অধিকার। চোরের অধিকার কিছু নেই। চোর অলীক (false personnel)। মায়া—যা নেই—তার রঙ মাত্র,—এই রঙের দ্বারা মায়া তাঁর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছেন।

৩৮৯। "........যার হয় সে খবর দিতে পারে না।"

যাঁর দেহস্থ আদ্যাশক্তি ব্রহ্মে পরিবর্তিত হয়—তিনি আর কথা কন না—একেবারে চুপ—লয়। আমি নেই—কথা বলবে কে? ব্রহ্মত্বের প্রমাণ একত্ব আর সেই একত্বের প্রমাণ জগতের নরনারী জানিয়ে দেয়।

৩৯০। "তাতে অবাক হ'য়ে 'হা, হা, হা, হা' বলে ভিতরে পড়ে গেল।"

"অবাক"—বাক্যহীন—চুপ—সমাধি।

"হা, হা, হা, হা,"—নাদভেদ। এর পরীক্ষা—যদি কারুর নাদভেদ

হয়ে থাকে, তাঁর সামনে নাদভেদের কথা বললে, তাঁর মাথাটা সামনে ও পিছনে নড়তে থাকবে। শ্রবণ মাত্র ব্রহ্মবিদ্যা দেহেতে প্রকাশ পাবে।

"ভিতরে পড়ে গেল"—মহাকারণে লয় হয়ে গেল।

৩৯১। "জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, এরা ব্রহ্ম দর্শন ক'রে আর খবর দিতে পারে নাই।"

এঁদের মনের লয় হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল—অহং-তত্ত্বের লয় হয় নি। অহং-তত্ত্বের লয় না হওয়াতে—দেহেতে ভাগবতের প্রতিষ্ঠা হয় নি। তাই এঁরা শুকদেবের মত ভাগবত প্রচার করেন নি—খবর দিতে পারেন নি।

"মনের লয় হওয়া চাই, আবার 'রামপ্রসাদের' অর্থাৎ অহং-তত্ত্বের লয় হওয়া চাই।" এই দুয়ের লয় হলে তবে ষোল আনা। অহং-তত্ত্ব—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন।

৩৯২। "শুকদেব ব্রহ্মসমুদ্র দর্শন স্পর্শন মাত্র করেছিলেন।"

সচ্চিদানন্দ সাগরের আস্বাদন করেছিলেন।

"শিব হাঁটু পর্যন্ত নেমে সচ্চিদানন্দ সাগরের তিন গণ্ডূষ জল পান করেছিলেন; শুকের দর্শন স্পর্শন, আর নারদের দূর থেকে সচ্চিদানন্দ সাগরের বাতাস গায়ে লেগেছিল।"

৩৯৩। "........নেমে ডুব দেন নাই।"

স্থিত সমাধিতে যান নি।

৩৯৪। "পরীক্ষিৎ........"

যাঁদের দেহের ভিতর সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়—তাঁরাই পরীক্ষিৎ।

৩৯৫। "ভাগবত........"

আত্মিক স্ফুরণের পর দেহে শ্রীভগবানের লীলা—আগম ও নিগম দুই।

আগমের লীলা—ইষ্ট সাক্ষাৎকার, আত্মা সাক্ষাৎকার, আত্মার বিবিধ রূপ, নির্গুণ ব্রহ্ম। নিগমের লীলা—তত্ত্বজ্ঞান, অবতারতত্ত্ব ও নিত্য-লীলা আর লীলা-নিত্য যোগ।

৩৯৬। "........বিদ্যার 'আমি' এক রেখে দিয়েছিলেন।"

এ অবস্থা দেখিয়ে দেন। সাধক সমাধিস্থ—সমাধিতে দেখছেন—

স্নিগ্ধা, অপরূপা নারী এক—পিছন দিক থেকে, দুই বাহু প্রসারিত করে, অতি সন্তর্পণে আর ধীরে, সাধকের বাহুর উর্দ্ধভাগে, নিজের বাহুর উর্দ্ধভাগ রক্ষা করল। এই নারী স্পর্শে সাধকের সমস্ত দেহ শীতল হল, নারীমূর্তি সাধকের দেহেতে মিশিয়ে গেল। সেই সময় সাধকের মনে স্ফুরণ হল—'বিদ্যা মায়া।'

৩৯৭। "আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর ভক্ত, আমি অকর্তা, তিনি কর্তা।"

এ হল পাকাভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের অবস্থা—'আমি'র রেখা মাত্র। ব্যষ্টিতে অকর্তা জ্ঞান হয় না—জগৎ-ব্যাপিত্বে অকর্তা। "সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই"—অভাবমুখ চৈতন্য।

৩৯৮। "আমি বললাম তুমি লক্ষণ দেখ না কেন, যাকে তাকে চেলা ক'রলে কি হয়?"

'পরীক্ষিৎ না হলে 'শুকে'র কাছ থেকে ভাগবত কথা শুনতে পারে না—ধারণা হয় না। সচ্চিদানন্দগুরু লাভ না হলে 'পরীক্ষিৎ' হওয়া যায় না। কিংবা শ্রীভগবান যদি কৃপা করে দেখিয়ে দেন—'এরা সব তোর কাছে আসবে'—তারাও 'পরীক্ষিৎ'। মা ঠাকুরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—'এরা সব তোর ভক্ত'। ঠাকুর যেমন ভক্তদের দেখছেন, আবার ভক্তরা যদি সেই রকম ঠাকুরকে দেখেন, তাহলে আরও উঁচু অবস্থা হয়। শ্রীভগবান ঠাকুরকে দেখিয়ে দেবেন, আবার ভক্তও ঠাকুরকে সচ্চিদানন্দরূপে লাভ করবে—"তবে দাঁতে দাঁত বসবে।"

৩৯৯। "কেশব কালী মেনেছিল।"

কেশববাবু মায়ের চিন্ময়ী মূর্তি দর্শন করেছিলেন—অবশ্য ঠাকুরের কৃপায়।

৪০০। "ভাগবত—ভক্ত—ভগবান।"

শ্রীভগবান দেহেতে প্রকাশ হলেন। যাঁর দেহেতে তিনি প্রকাশ পান—তিনি শ্রীভগবানকে দেহেতে ধারণা করলেন—তিনি ভক্ত। আর দেহেতে শ্রীভগবানের প্রকাশ কাহিনী হল ভাগবত।

৪০১। "গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব।"

নির্গুণ থেকে নিগমে সচ্চিদানন্দগুরু যে দেহেতে কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করেন, তিনিই বৈষ্ণব। এরূপ ভক্তের, চিন্ময় দেহে—শ্রীভগবান কারণশরীরে অবস্থান করেন। আবার তিনি গুরুরূপে ভক্তকে শিক্ষা দেন—তাই গুরু। তাহলে একই তিন আর তিনই এক হয়। কারণ এ সমস্ত ভক্তের দেহেতে হচ্ছে।

৪০২। "মানুষে তাঁর বেশী প্রকাশ।"

তিনি সেইখানেই প্রকাশ যেখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। যাঁর সচ্চিদানন্দ-গুরু লাভ হয়, অবতারতত্ত্ব পর্যন্ত তাঁর অনুভূতি,—অবশ্য এর মধ্যে স্ফুরণের ক্রম, কমবেশি আছে। মনুষ্যদেহই শ্রীভগবানের প্রকাশের একমাত্র আধার। মানুষের প্রাণশক্তি বা কুণ্ডলিনী রাজযোগের মাধ্যমে সহস্রারে অবস্থান ক'রে শ্রীভগবান হন। বাইরে থেকে কিছু আসে না। মানুষের সহস্রার ছাড়া শ্রীভগবানকে আর কোথাও দেখা যায় না।

৪০৩। "ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন।"

"ত্রিগুণাতীত হওয়া"—ব্রহ্মত্ব লাভ করা। এর প্রমাণ—যিনি ত্রিগুণাতীত হয়েছেন তাঁর রূপ হাজার হাজার নরনারী দর্শন করেন ও সে কথা জগতে প্রকাশ করেন। এ ব্যষ্টি নয়—সমষ্টিগত। ব্যষ্টিতে কোন প্রমাণ নেই।

তিনি হলেন 'তিন পুরুষে আমির'। ঠাকুরদা দেখেন তাঁকে, বাপ দেখেন, নাতিও দেখে তাঁকে।

৪০৪। "ঈশ্বরলাভ না করলে হয় না।"

ঈশ্বরবস্তু—আত্মা—দেহেতে ধারণা করা। দেহেতে শ্রীভগবান দর্শনের বহু—বহু—বহু পরে ত্রিগুণাতীত অবস্থা হয় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান হয়।

৪০৫। "মা, ওকে এক কলা দিলি কেন? মা, বুঝেছি, এক কলাতেই যথেষ্ট হবে। এক কলাতেই তোর কাজ হবে, জীবশিক্ষা হবে।"

ঠাকুরের ভিতর সচ্চিদানন্দ ঠাকুরের কোন ভক্তের রূপ—মূর্তি—ধারণ করে প্রকাশ পেয়েছেন, সেই অবস্থায় ঠাকুর দেখছেন—ভক্তের সহস্রার থেকে

এক কলা পরিমাণ 'পানা'—আবরণ—সরে গিয়ে সচ্চিদানন্দ প্রকাশ হলেন। তাই মাকে বলছেন। একে বলে গুরুর শরীরে ভক্তের সাধন। এর উল্টো দিক—ভক্তের কারণশরীরে গুরুর অবস্থান—আর সেই শরীরে সাধন। এই দুই অবস্থাই দেখতে পাওয়া যায়।

ঠাকুরের ঘরে তখন পরম পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ স্বামী (রাখাল মহারাজ) আর পরম পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণেতা)। এই দুজনের মধ্যে একজনের কথা ঠাকুর মার সঙ্গে বলছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি 'শ্রীম'!

৪০৬। "তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে বলে!"

উদ্দীপনা বাড়বে। "পাথরের কাছে থাকলে পাথর হয়ে যায় (fossil), তেমনি সাধুর কাছে থাকলে সাধু হয়ে যায়"।

৪০৭। "হাজরাকে দেখলাম শুষ্ক কাঠ।"

"শুষ্ক কাঠ"—আত্মিক স্ফুরণহীন দেহ।

আত্মিক স্ফুরণ জীবদ্দশায় হবে না। হাজরা মহাশয় মৃত্যুকালে ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন।

এ মুক্তির কোন মূল্য নেই। জীবদ্দশায় মুক্তিলাভ করলে তবে প্রকৃত মুক্তি (নির্বিকল্প সমাধি—জগৎ-ব্যাপিত্ব—Universalism)

৪০৮। "জটিলে কুটিলে থাকলে লীলা পোষ্টাই হয়।"

ঈশ্বরের মহিমা বেশি প্রকাশ পায়।

"জটিলে কুটিলে"—(১) বিজাতীয় লোক—বিপরীত ভাবাপন্ন।

(২) এমন সহস্রার যেখানে শ্রীভগবানের স্ফুরণ হয় না, উল্টে বিপরীত ভাবাপন্ন হয়। (oppositionist)।

৪০৯। "........যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন।"

"আত্মা"—আত্মার মধ্যে জগৎ।

"মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।"

এই মন যখন শুদ্ধ মনে ('শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা—তিনিই এক') পরিবর্তিত হয়, তখন বিশ্বরূপ দর্শন হয়—প্রথম অনুভূতি বিজ্ঞানীর।

৪১০। "সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ ক'রে রয়েছে।"

পুরুষকার—বিবিদিষা—অথচ এতে ভক্তির তম যথেষ্ট আছে—"হয় দেখা দে, নয় গলায় ছুরি দেবো।"

"সিংহ"—বিক্রম।

"হাতী"—মন। বিক্রমের দ্বারা মনকে বশ করা—এ হয় না। অন্তর নিগ্রহই শ্রেষ্ঠ আর তা আপনা আপনি হয়—রাজযোগের মাধ্যমে।

৪১১। "........সে দূর বোলে"

ধ্যানের প্রথম অবস্থা—অন্ধকার।

৪১২। "কাছে গেলে কোন রঙই নাই।"

নির্গুণ।

৪১৩। "পেছিয়ে একটু দূরে এলে আবার 'আমার শ্যামা মা'! যেন ঘাস ফুলের রং।"

ষষ্ঠভূমির রহস্যময়ী মায়ামূর্তি।

৪১৪। "শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি?"

আত্মার লিঙ্গভেদ নেই। আত্মার সগুণ অবস্থায় আকার আছে, আর সে দেখতে পাওয়া যায়। পঞ্চমভূমির 'অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তিই' প্রকাশ করে যে আত্মার লিঙ্গভেদ নেই। এটি বিজ্ঞানময় কোষের প্রথম অনুভূতি।

৪১৫। "আমি এখনও চিন্‌তে পারি নাই, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি।"

পুরুষ আর প্রকৃতি—এক—একই আছে—আত্মা, আরও উঁচুতে 'অস্তি'—'অস্তি-বোধ' মাত্র। "আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ।"

৪১৬। "ব্রহ্মশক্তি—শক্তিব্রহ্ম। অভেদ।"

"ব্রহ্মশক্তি"—নিগম।

"শক্তিব্রহ্ম"—আগম।

"অভেদ"—এক—নির্গুণ।

৪১৭। "সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।"

আত্মা আর দেহ। শিবশক্তিতত্ত্ব। (কাশ্মিরী শৈববাদ—Kashmir Shaivism)

৪১৮। "অদ্বৈত, চৈতন্য, আর নিত্যানন্দ।"

এই নিত্যানন্দ অবস্থারও পার—নিত্য থেকে লীলা—আর লীলা থেকে নিত্য।

৪১৯। "পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন।"

"পুরুষ"—আত্মা।

"প্রকৃতি"—দেহ ও গুণত্রয়।

দেহেতে আত্মার লীলা—আগমে এই রকম বোধ হয়।

৪২০। "ছাদও যে জিনিষে তৈয়ারী—ইঁট চুণ সুরকি—সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈয়ারী।"

নির্গুণ আত্মা থেকে দেহ, আবার দেহ থেকে আত্মা। "রেতঃ এত কোমল পদার্থ কিন্তু তা থেকে এই মানুষের দেহ হয়।"

৪২১। "শুধু বিচার! থু! থু! কাজ নাই।"

শুকনো জ্ঞান—সে কিছু না।

৪২২। "তুমিই আমি, আমিই তুমি।"

সগুণ অবস্থায় 'সোঽহং'—আর নির্গুণে কিছু বলবার নেই।

৪২৩। "তুমিই তুমি........"

তত্ত্বজ্ঞান।

৪২৪। "শক্তির অবতার।"

শক্তি সহস্রার থেকে অবতরণ করেন, জ্যোতি রূপে,—দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম কণ্ঠদেশ পর্যন্ত—নিগমের 'চেতন'—"শুক আর নারদের চেতন সমাধি";—তারপর সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত—এই হল ঈশ্বরকটির ষোল আনা স্ফুরণ ও স্থিতি।

৪২৫। "এক মতে রাম ও কৃষ্ণ চিদানন্দ সাগরের দুটী ঢেউ।"

সচ্চিদানন্দ সাগর থেকে—রাম অবতারে ও কৃষ্ণ অবতারে—দুবার দুটি ঢেউ—জ্যোতির ঢেউ—তাঁদের দেহেতে অবতরণ করেছিল। তাই তাঁরা অবতার।

৪২৬। "অদ্বৈত........"

সগুণে 'সোঽহং'—নির্গুণে কিছু নেই—তাও বলবার জো নেই। আমি একাই আছি ("অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোঽসি")।

৪২৭। "চৈতন্য........"

সাক্ষাৎকার হয়।

৪২৮। "নিত্যানন্দ........"

নিত্যানন্দের তিন অবস্থা।

১ম। মনে করলেই দেহেতে নিত্যানন্দের অনুভূতি। এটি হল ব্রহ্মবিদ্যা।

২য়। দেহেতে স্থায়ী একটি আনন্দোচ্ছ্বাস সর্বক্ষণ থাকে।

৩য়। দেহের মধ্যে 'মানুষ-রতন' যখন আনন্দে হরিনাম করেন আর নাচেন।

৪২৯। "যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে,—'আয় মার কাছে নিয়ে যাই'—তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে ক'রে নিয়ে যায়, তারই সঙ্গে যাবে।"

ইনি হলেন পূর্ণাঙ্গ—ষোল আনা—সচ্চিদানন্দগুরু। ইনি অচেনা লোক—আগে কখনও তাঁকে দেখা যায় নি। সময়—বাল্যকাল—১২।১৩ বছরের মধ্যে। ঘাড়ে বসিয়ে নেন সচ্চিদানন্দগুরু।

"মার কাছে নিয়ে যাই"—জড়ের সত্তা চৈতন্যে লয় আর চৈতন্যের সত্তা জড়ে লয়।

১৯শে আগষ্ট, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে

শ্রীমন্দির—দক্ষিণেশ্বর

৪৩০। "আত্মজ্ঞানের কথা আছে।"

"আত্মজ্ঞান"—তত্ত্বজ্ঞান—সগুণ ও নির্গুণ।

সগুণ—আত্মা সাক্ষাৎকারের পর—যখন বোধ হয়, আমি দেহ নই—আমি আত্মা।

নির্গুণ—পেঁয়াজের সব খোসা ছাড়িয়ে গেলে—যা থাকে তাই; কি থাকে তা বলবার জো নেই। কর্পূর পুড়ে গেলে কিছুই থাকে না। এই নির্গুণ অবস্থায় স্থিত সমাধি (মরে যাওয়া) না হয়ে যদি তত্ত্বজ্ঞানে নেমে আসে, তখন দেহে মহাবায়ু ও মহাযোগ—'ধানকাটা মাঠ', 'বন্যায় ডাঙাতে এক বাঁশ জল'—স্থিতিলাভ করে—সেই সময় পরমাত্মা সাক্ষাৎকার হয়। পরমাত্মা সাক্ষাৎকার চৈতন্য সাক্ষাৎকারের বহু আগে হয়। শ্রীকৃষ্ণ মহাযোগী ছিলেন—শ্রীকৃষ্ণের মতন যদি কারো দেহে সাধন স্থিতিলাভ করে, তাঁর পরমাত্মা সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীভগবান—শ্রীভগবান 'ষোল আনা' তাঁর দেহেতে প্রকাশ পেয়েছিলেন—সাধন ও অনুভূতির দিক দিয়ে, ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে নয়। এ হল ব্যষ্টির আত্মজ্ঞান।

জগৎ-ব্যাপী আত্মজ্ঞান—Universalism—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, পার্শী ইত্যাদি সকলে তাঁকে অন্তরে দর্শন করে বলেন—"ওগো! আমরা তুমি!"

৪৩১। "আমিই সেই পরমাত্মা।"

এখানে পরমাত্মা—শুদ্ধ আত্মা। এটি কল্পনার অভ্যাস মাত্র—এই অভ্যাস করতে করতে যদি এই অবস্থা লাভ হয়; অবশ্য তা হয় না।

৪৩২। "বেদান্তবাদী........"

যাঁদের 'আত্মার' সাধন হয়েছে।

৪৩৩। "সন্ন্যাসীর........"

আত্মা সাক্ষাৎকারের পর, দেহ আর আত্মা যাঁদের পৃথক হয়েছে, তাঁরাই সন্ন্যাসী। যাঁর দেহ থেকে আত্মা পৃথক হয়েছে—'দেহ ও আত্মা পৃথক', এই কথা শুনলেই—তাঁর ঘাড় ডান দিকে আর বাঁ দিকে নড়তে থাকবে—আর ভিতর থেকে শুকনো সুপারী বা খোড়ো নারকেলের মত খট্ খট্ শব্দ হতে থাকবে। এঁদের সত্যিকারের বিষয়রস শুকিয়ে গিয়েছে—এই হল সন্ন্যাসী হওয়ার যৌগিক লক্ষণ। আরও শ্রেষ্ঠ অবস্থা—"খাপ ও তরোয়াল"।

৪৩৪। "আমি 'খ'—অর্থাৎ আকাশবৎ........"

শূন্য; কিন্তু একথা মুখে বলবার 'আমি' থাকে না। লয়-যোগের সমাধি থেকে এই কথার সৃষ্টি, কিন্তু বাস্তবে নয়।

৪৩৫। "........তা সে পরম ভক্ত, তার মুখে ওকথা বরং সাজে।"

হয়ত কৃষ্ণকিশোরের লয়-যোগে সমাধি হয়েছিল তাই ওকথা সে বলতে পারে।

৪৩৬। "........কিন্তু সকলের মুখে নয়।"

সাধারণ লোক যা বলে, তা নিছক কল্পনা।

৪৩৭। "আমি মুক্ত একথা ব'লতে ব'লতে সে মুক্ত হয়ে যায়।"

অভ্যাসযোগ। এই অভ্যাস করতে করতে মৃত্যুকালে শ্রীভগবানের কৃপায় মুক্তিলাভ করতে পারে।

নিত্যানন্দ, বেঁচে থেকে—তবেই।

মৃত্যুকালে মুক্তি—এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জীবন্মুক্তের প্রমাণ দেয় জগতের নরনারী—তাঁকে অন্তরে দেখে।

৪৩৮। "এ কি মায়া না দয়া ?"

ব্যবহারিক জীবন। এ দয়াও নয় আর মায়াও নয়—যেটা চোখের সামনে পড়ে সেটা করে।

৪৩৯। "........কিন্তু কোন্ বাবুকে আবার ব'লতে যাব! কে ব'লে বেড়ায় ?"

"মাঙ্ নেসে ছোটা হো যাতা"—ঠাকুর এ কথাটি বলতেন।

৪৪০। "সেখানেও সিংহবাহিনীর মুখের ভাব জ্বল্ জ্বল্ ক'রছে। আবির্ভাব মান্‌তে হয়।"

ঠাকুরের ভিতর মায়ের আবির্ভাব—সেই প্রেমাঞ্জন চোখে লেগে আছে। তাই ঠাকুর দেখছেন—সিংহবাহিনীর মুখের ভাব জ্বল্ জ্বল্ করছে।

৪৪১। "........মৃন্ময়ী"

কোমর পর্যন্ত শ্রীদুর্গা প্রতিমা—লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ নেই।

৪৪২। "আচ্ছা, দীঘিতে আবাঠার (মাথাঘসার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি? আমি ত' জানতুম না যে মেয়েরা মৃন্ময়ী-দর্শনের সময় আবাঠা তাঁকে দেয়।"

শ্রীমতী যত শ্রীকৃষ্ণের দিকে এগুচ্ছেন, ততই কৃষ্ণগন্ধ পাচ্ছেন। দেহেতে আত্মিক স্ফুরণের সময় শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য অনুভূতি হয়। নাসিকাগ্রে মন স্থির হলে 'কৃষ্ণগন্ধ', অর্থাৎ সুগন্ধ পাওয়া যায়।

৪৪৩। "আর দীঘির কাছে আমার ভাবসমাধি হলো। তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ী দর্শন হ'ল—কোমর পর্যন্ত "।

ঠাকুরের দেহটি বেদান্তের অনুভূতিসমূহের প্রমাণের মাপকাঠি। ঠাকুরের ভিতর আত্মা—আত্মার মধ্যে জগৎ—বিশ্বরূপ। তিনি বহির্জগতে মৃন্ময়ীদেবীর কাছে এসেছেন। বহির্জগৎ ও আত্মার মধ্যে জগৎ এক—এই দেখাবার জন্য আত্মিক স্ফুরণে দেবী মৃন্ময়ীর প্রকাশ। বহির্জগৎ আত্মার মধ্যে জগৎ—সেই জগতের, 'আমি'রূপ আয়নায়—প্রতিবিম্ব মাত্র। আবার বহির্জগৎও সত্য—ঈশ্বরের রূপ। কই, তিনি ত জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন না, বলছেন জগৎও সত্য। এটি হল বর্তমান 'কালের' (present) অনুভূতি। নবদ্বীপে অতীতের (past) অনুভূতিও ঠাকুরের এই রকম হয়েছিল। গঙ্গার তীরে, নৌকার উপরে, যখন আকাশ থেকে জ্যোতির ধুচুনি মাথায় দিয়ে, গৌরাঙ্গ মূর্তি ও নিত্যানন্দ মূর্তি নেমে এসে ঠাকুরের দেহেতে মিশে গিয়েছিল। ঐ মূর্তি দুটি আকাশ থেকে আসে নি—ঠাকুরের দেহেতে স্ফুরিত হয়েছিল—বিষ্ণুধ্যানে—অর্ধবাহ্যে ঐ অনুভূতি,

—ভিতরে আধখানা, বাইরে আধখানা,—ভিতরে স্ফুরণ হচ্ছে, সেই স্ফুরণের ছবি বাইরের আধখানা ধরে নিচ্ছে—তাই বাইরে বলে বোধ হচ্ছে। বাইরে যদি হত—সকলেই দেখতে পেত। "যা আছে ভাণ্ডে তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।" তাই আত্মিক স্ফুরণে ঠাকুরের দেহের মধ্যে—মৃন্ময়ী প্রকাশ ও দর্শন। ছান্দোগ্য বলেছেন—'তোমার চক্ষে এই পুরুষের মূর্তি। তাকে বাইরে বিক্ষেপ করে ভাবছ—এই পুরুষ বাইরে!'

৪৪৪। "কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র।"

কালুবীরের দেহে ভগবতীর বেশী প্রকাশ অন্য সকলের অপেক্ষা সেই যুগে,—তাই বরপুত্র।

"বর"—মানে শ্রেষ্ঠ।

৪৪৫। "শ্রীমন্ত বড় ভক্ত।"

মায়ের কৃপায় শ্রীমন্তের 'কমলে কামিনী' দর্শন হয়েছিল। সিংহলের রাজাকে তিনি 'কমলে কামিনী' দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু পারেন নি—তাই মশানে কাটতে নিয়ে গিয়েছিল। একজনের অনুভূতি হয়েছে—সে ইচ্ছা করলে অপরের যে সেই অনুভূতি হবে—তা হয় না। "ভগবানের কৃপায়—ভগবান দর্শন।" এ কমলে কামিনী দর্শন শ্রীমন্তের সহস্রারে হয়েছিল। কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন তিনি বাইরে দেখছেন—তাই এই গোলোযোগ।

৪৪৬। "কিন্তু কাঠুরের কাজ আর ঘুচ্‌লো না! সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে।"

ব্রহ্মবিদ্যার সঙ্গে আর দেহের সুখ-দুঃখ, খেটে খাওয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। সত্যিকারের নিষ্কামী মনে বুঝতে পারা যায়—ঈশ্বরলাভ ঈশ্বরলাভের জন্য।

৪৪৭। "ঐশ্বর্য কখনও যাবার নয়।"

ব্রহ্মবিদ্যার নাশ নেই—যে দেহে প্রকাশ পায়, সেখানে অবস্থান করে। 'বাপ ছেলেকে কাঁধে নিয়েছে'—আত্মা বরণ করেছে।

৪৪৮। "পূর্ণ হয়ে বসে আছে, তাই শব্দ নাই। (সকলের হাস্য)। পূর্ণ কুম্ভ।"

"কুম্ভ"—শরীর। শরীর থেকে যখন ষোল আনা আত্মা মুক্ত হয়ে সহস্রারে সংকলিত হয়ে দেখা যায়—তখন কুম্ভ পূর্ণ হয়েছে—সমাধি—তাই চুপ।

৪৪৯। "........এঁরা সমাধির পর নেমে এসেছিলেন।"

এঁদের নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা নয়—শ্রীভগবানের ইচ্ছায় এই অবতরণ।

৪৫০। "'আনন্দ অমৃতরূপে'—এই কথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।"

শ্রবণমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা দেহেতে প্রকাশ—এই হ'ল ব্রহ্মবিদ্যার পরীক্ষা। শুনবে, বলবে, আর যাঁর দেহেতে ব্রহ্মবিদ্যা স্থিতিলাভ করেছে—অমনি প্রকাশ পাবে—সেই দেহেতে। আবার এই রকম দেহ থেকে বেদ তৈরি হয়। এঁদের দেহ শ্রীভগবানের নিজের হাতে তৈরি—"ভগবান আপনাকে নিজের হাতে তৈরি করেছেন।" "আচার্য্যবান্ পুরুষঃ হি বেদ।"

৪৫১। "চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদের আনন্দ হবে।"

"চিৎ"—যোগ। সৎ, চিৎ আশ্রয় করে, সহস্রারে আনন্দ রূপে ফুটে ওঠেন (সমাধি)। তখন ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয়।

৪৫২। "চিদানন্দ আছেই—কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ।"

"চিদানন্দ"—শ্রীভগবান—আনন্দরূপ—সহস্রারে।

"আবরণ"—ঢাকা।

"বিক্ষেপ"—ঢাকাকে খুলে দেওয়া।

পুকুরের জল পানা-ঢাকা আছে। বাতাসে পানা সরে গেল, জল দেখা গেল। কুণ্ডলিনী দেহভেদ করে সহস্রারে গিয়ে ঢাকা সরিয়ে দিলে—সচ্চিদানন্দ দর্শন হ'ল।

৪৫৩। "বিষয়াসক্তি যত কমবে, ঈশ্বরের প্রতি মতি তত বাড়বে।"

দেহ থেকে আত্মা যতই মুক্ত হতে থাকবেন, ততই সহস্রারে সংকলিত হবার জন্য গতি বাড়বে—ব্যাকুলতা—'ক্রমমুক্তি'।

৪৫৪। "শ্রীমতী যত কৃষ্ণের দিকে এগুচ্ছেন, ততই কৃষ্ণের দেহগন্ধ পাচ্ছিলেন।"

"শ্রীমতী"—দেহ—আদ্যাশক্তি।

"কৃষ্ণ"—আত্মা।

"এগুচ্ছেন"—কোষমুক্ত হচ্ছেন। বেদমতে—পঞ্চকোষ। তন্ত্রমতে—চারকোষ।

"দেহগন্ধ"—নানা রকম অনুভূতি। আদ্যাশক্তি আত্মায় পরিবর্তিত হচ্ছেন—আর সেই পরিবর্তনের মধ্যে নানাবিধ অনুভূতি হচ্ছে—চারিদিকে জ্যোতিদর্শন, অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, জ্ঞানচক্ষু, মহামায়া, আত্মা ইত্যাদি।

৪৫৫। "ঈশ্বরের নিকট যত যাওয়া যায়, ততই জোয়ার ভাঁটা দেখা যায়।"

দেহেতে অনুভূতির লক্ষণ প্রকাশ পায়—যেমন ঠাকুরের ভাব, ভাব-সমাধি, কখন মুহুর্মুহু সমাধি, কখনও বা 'জড়'-সমাধি।

৪৫৬। "জ্ঞানীর ভিতর একটানা গঙ্গা বহিতে থাকে।"

"জ্ঞানী"—মুক্তিকামী সাধক—এঁরা লয় হতে চান। এঁদের ভিতর কোষ মুক্ত হয় না। এঁরা দেহের মধ্যে যে শ্রীভগবান আছেন, শ্রীভগবানের লীলা, মায়ার রহস্য—এ সব কিছুই জানেন না। দৃষ্টান্ত—পুরীমহারাজ। পুরীমহারাজ জানতেন না—আদ্যাশক্তি কি।

আদ্যাশক্তি—প্রথম অবস্থায় দেহ—শেষে আত্মা—দেহের শক্তির সার,—যেমন গোলাপ ফুল ও গোলাপের আতর। কোষমুক্ত হয়ে এ সব দর্শন না হ'লে—এসব অজ্ঞাত থেকে যায়। এই সাধন সর্বাঙ্গীন বা পূর্ণাঙ্গ নয়—তাই একটানা।

৪৫৭। "তার পক্ষে সব স্বপ্নবৎ।"

এই শ্রেণীর সাধকেরা ধরে নিয়েছেন স্বপ্নবৎ—কল্পনা করে স্বপ্নবৎ দেখবার জন্য—প্রকৃত অনুভূতি হয় নি।

৪৫৮। "সর্বদা স্বস্বরূপে থাকে।"

নির্গুণ অবস্থা কল্পনা করেন—নির্গুণ হবার প্রকৃত অবস্থা নয়—এ

অলীক। জগৎ-ব্যাপী না হ'লে স্বস্বরূপে থাকা যায় না। জগৎ-ব্যাপী হ'লে তাঁর রূপ হাজার হাজার নরনারী দর্শন করেন আর সেই কথা প্রকাশ করেন।

৪৫৯। "জোয়ার ভাঁটা হয়।"

'ভক্ত প্রথমে দেখে দশভূজা, তারপর চতুর্ভূজ, তারপর দ্বিভূজ গোপাল, শেষে জ্যোতিদর্শন।'

৪৬০। "........হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়।"

উর্জিতা ভক্তিতে দেহের লক্ষণ। এ কিন্তু বাহ্যিক লক্ষণ। লোকে মিথ্যা অনুকরণ করতে পারে।

৪৬১। "কখন সাঁতার দেয়, কখন ডুবে, কখন উঠে।"

সমাধির নানারকম অনুভূতি।

৪৬২। "জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়।"

এঁরা বিবিদিষাপন্থী—সাধক। আত্মা সাক্ষাৎকার না হ'লে জ্ঞানী হয় না।

৪৬৩। "ভক্তের ভগবান—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান।"

আগমের অনুভূতি—আত্মার মধ্যে জগৎ—বিশ্বরূপ—এই হ'ল ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবান। এই জগৎ তাঁর রূপ।

৪৬৪। "কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।"

নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হয়েছেন—অবতারতত্ত্বে বুঝতে পারা যায়। "লীলা থেকে নিত্য।"

৪৬৫। "যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী।"

অবতারতত্ত্বের শেষ অনুভূতি—নির্গুণ ব্রহ্ম ও দেহ অভেদ—এক থেকে আর একের উৎপত্তি। 'রেতঃ এত কোমল—তা থেকে হাড়, মাস ও দেহ—শক্ত পদার্থ।' "The absolute is identical with the phenomenal world."

৪৬৬। "কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধাভক্তি এক।"

শুদ্ধজ্ঞানের অনুভূতিও যা, শুদ্ধাভক্তির অনুভূতিও তাই—দুয়েতেই লয় হয়—লয়-যোগে সমাধি—সবিকল্প সমাধি। এখানে জ্ঞান মানে 'আমি'

জ্ঞান লয় হওয়া। ভক্তিতেও এই রকম লয়-যোগ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মহাপ্রভুর সার্বভৌমের নিকট দশা প্রাপ্তি। এই লয়-যোগে মনের লয় হয়, এমনকি অহং-তত্ত্বেরও লয় হয় কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি—'চিৎ স্বরূপ ভাব'—অর্থাৎ জগৎ-ব্যাপী হয় না।

৪৬৭। "ভক্তিপথ বেশ সহজ পথ।"

"সহজ"—সহজাত—সংস্কার—নিত্যসিদ্ধ—আপনা আপনি হওয়া।

৪৬৮। "পণ্ডিত মূর্খ হ'য়ে দাঁড়ায়।"

সম্পূর্ণ বুঝতে চায় অথচ পারে না, তখন নিজের অহংকারে আঘাত পড়ে—তবে এতে সত্যিকারের অহংকার যায় না। দেহেতে আত্মিক স্ফুরণ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দগুরু উদয় না হ'লে ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান হয় না।

জ্ঞান হওয়া কি ?

'আমি কি'—এই জানা !

জগতের মনুষ্যজাতি আমাকে তাদের দেহের ভিতর দেখে আমাকে বলবে—'আমি আর তারা আত্মিক জগতে এক'—এই হ'ল জ্ঞান ! 'আমি'র স্বরূপ জানা।

৪৬৯। "নিত্যসিদ্ধ........"

সংস্কারবান—যেমন প্রহ্লাদ—'ক' দেখে কৃষ্ণ স্ফুরণ হচ্ছে। কিন্তু এ নিত্যসিদ্ধের অতি সামান্য চিহ্ন মাত্র।

'নিত্যসিদ্ধ' কথাটি 'ভাগবত' থেকে নেওয়া। বেদে আছে 'জন্মসিদ্ধের' কথা, যেমন—মহামুনি কপিল।

ঠাকুর বলেছেন, "আমায় কঠোর সাধনা করতে হয়েছে। নিত্যসিদ্ধের সাধন করতে হয় না।"

৪৭০। "ঈশ্বরকটি........"

'কোন বাঁশের ফুটো বেশী—কোন বাঁশের ফুটো কম।'

'বাঁশ'—মেরুদণ্ড।

'ফুটো'—ফাঁক—কুণ্ডলিনীর সহস্রারে যাবার পথ। ঈশ্বরকটির কুণ্ডলিনী জাগরণের পরিমাণ (volume) বেশী—'বেশী ফুটোওলা বাঁশ'

এঁরা জন্মেছেন দেহের এই রকম গঠন নিয়ে। জীবকটির তা নয়। বেশী পরিমাণ কুণ্ডলিনী জাগরণ—এইটি হ'ল ঈশ্বরকটির প্রথম অবস্থা।

চৈতন্য যখন কটিদেশ পর্যন্ত অবতরণ করেন—তখন এর পূর্ণ স্ফুরণ ও স্থিতি। এঁরাই প্রকৃত ঈশ্বরকটি। এ হ'ল দ্রাবিড়ী বা Semitic কৃষ্টি। সনাতনধর্মে ঋষিদের 'পরাবিদ্যায়' জীবকটি আর ঈশ্বরকটির প্রশ্ন ওঠে না। সকলেই ব্রহ্ম। আর এর প্রমাণ হ'ল—আমাদের একত্ব। (দ্রষ্টব্য—১ম ভাগের নিবেদন।)

২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ

সিঁদুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজ

৪৭১। "সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।"

সত্যস্বরূপা মা ঠাকুরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা। সেই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। ব্যবহারিক জীবনে সেই সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কামিনী-কাঞ্চন ঠাকুরের পূর্ণ ত্যাগ হয়েছিল। তাই মেয়েছেলে সামনে এলে চোখে জাল পড়ে যেত, আর টাকা হাতে ঠেকলে হাত বেঁকে যেত। এ হ'ল বড় ব্যাপার। ছোট জিনিসেও তাই—'খাবনা বলে ফেলেছি—তা আর খাওয়া হবে না।'

৪৭২। "নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করা কঠিন।"

হয় না।

ব্রহ্মজ্ঞানের পর সংসার করা—বেঁচে থাকা। ঠাকুরের, 'আমি খাবো, থাকবো, আর ঘুমুবো'—'আমি খাবো, থাকবো, আর হাগবো'—এইটুকু জীবত্ব ;—তাও শ্রীভগবান তাঁর শরীর দিয়ে লীলা করবেন—তাই।

৪৭৩। "........ভক্তিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়।"

"ভক্তিলাভ"—কুণ্ডলিনী জাগরণ—যৌগিক লক্ষণ ভক্তির। দেহেতে

ভক্তির প্রতিষ্ঠার আরম্ভ মাত্র। ভক্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা—যখন দেহের মধ্যে 'মানুষ-রতন' হরিনাম করেন।

"জ্ঞানলাভ"—আত্মা সাক্ষাৎকার।

সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায় কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন আর আত্মা সাক্ষাৎকার হয়। 'আমি দেহ নই আমি আত্মা'—এই জ্ঞান হয়।

৪৭৪। "তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই।"

এঁদের দ্বারা মায়ার সংসার করা হয় না। এঁদের বেঁচে থাকাকে বলে 'সংসার করা'—যেমন দত্তাত্রেয় আর জড়ভরত, আর যেমন ঠাকুর।

৪৭৫। "জ্ঞান ভক্তি লাভ ক'রে........"

পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের পর স্থিত সমাধিতে লয় না হয়ে—অবতারতত্ত্বে দেহের মধ্যে যখন 'মানুষ-রতন' হরিনাম করেন, তখন ভক্তি লাভ হয়।

ভক্ত জানবেন কি করে, তাঁর ভক্তিলাভ হয়েছে ?

"তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে বলবেন তবে জানবি ঠিক্ হয়েছে।" তাই শ্রীভগবান 'মানুষ-রতন' হয়ে জানিয়ে দেন—'আমি তোর দেহের মধ্যে ভক্তির অবতার হয়ে আছি।' (জ্ঞান লাভ—দ্রষ্টব্য—৪৬৮ নং ব্যাখ্যা।)

৪৭৬। "হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে আঠা লাগে না।"

"তেল ও মধু"—চৈতন্যের প্রতীক। তেল ও মধু দেখা—দ্বিতীয় স্তরের চৈতন্য অনুভূতি। ভক্ত দেখেন—ঈশ্বর কৃপায়।

"কাঁঠাল"—দেহ—কোষ—পঞ্চকোষ—বেদমতে সাধন।

"আঠা"—মায়া।

চৈতন্য সাক্ষাৎকার ও লাভ করে বেঁচে থাকলে ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয় না। 'ভুবনমোহিনী মায়া' হ'ল—আমি এই দেহ, কিন্তু প্রকৃত সে দেহ নয়—আত্মা।

৪৭৭। "চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই।"

"চোর চোর"—ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজ, তম—এরা তিনজনেই চোর।

ত্রিগুণাতীত হয়ে সচ্চিদানন্দ লাভ করলে—আর মায়ায় মুগ্ধ হয় না।

"বুড়ী ছুঁয়ে ফেলা"—মায়ার রাজ্য অতিক্রম করা—ত্রিগুণাতীত হওয়া।

৪৭৮। "একবার পরশমণিকে ছুঁয়ে সোনা হও; সোনা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটিতে পোঁতা থাক, মাটি থেকে তোলবার সময় সেই সোনাই থাকবে।"

"সোনা"—আত্মা।

দেহ থেকে 'ষোল আনা' আত্মা একবার কৃপা করে মুক্ত হ'লে, তিনি আর পুনরায় দেহেতে মেশেন না।

ব্রহ্মবিদ্যা একবার লাভ হ'লে, তার বিনাশ নেই—শ্রীভগবানের কৃপায় হয়—শ্রীভগবান কৃপা করেছেন।

৪৭৯। "তাই দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুল্‌তে হয়।"

"দুধ"—শরীরের শোণিত।

"নির্জনে"—একলা।

"দই পেতে"—দেহের রক্ত যখন সমতাগুণযুক্ত হয়—রক্ত স্থির, বায়ু স্থির।

"মন্থনদণ্ড"—জাগ্রত কুণ্ডলিনী—তিনি স্বয়ং ক্রিয়াশীলা।

"মাখন"—সহস্রারে আত্মা সংকলন ও দর্শন।

কুণ্ডলিনী দেহ মন্থন করে সহস্রারে আত্মারূপ ধারণ করেন—"তখন মড়ার খুলিতে সাপের বিষটা পড়ে গেল।"

পঁচিশ বছরের মধ্যে যদি মাখন উঠলো, তবেই মাখন পাওয়া যায়—তা নইলে আর নয়। "ষোল আনা দিলে তবে ষোল আনা পাওয়া যায়।" ষোল আনা দেহ দান করলে তবে মাখন—আত্মা সৃষ্ট হয়।

দেহের ষোল আনা—পূর্ণ যৌবন—২৫ বছর বয়স। ঠাকুর এই হিসাব রেখে গেছেন। "মা বাপের কাছে জোর করলে—মা বাপে পরামর্শ করে দু-তিন বছর আগে হিস্যে ফেলে দেন।" ঠাকুরের দু-তিন বছর আগে হয়েছিল—অর্থাৎ ২২।২৩ বছরে। ২২।২৩এ দুই তিন যোগ করলে হবে ২৪।২৫।

আরও ঠিক হিসাব ২৪ বছর ৮ মাস। ১২ বছর ৪ মাসে সচ্চিদানন্দ-গুরু লাভ, আর ২৪ বছর ৮ মাসে আত্মা সাক্ষাৎকার।

দেহেতে এক একটি স্তর সাধন হতে ১২ বছর ৪ মাস সময় লাগে।

১২ বছর ৪ মাস অন্তর জগন্নাথের কলেবর বদলায়।

৪৮০। "........হেঁটমুখ হইয়া রহিয়াছেন।"

কুণ্ডলিনী উর্ধ্বগতি হয়ে ঘাড়ের কাছে শেষ গ্রন্থি ভেদ করলে গ্রন্থি শ্লথ হয়ে যায়—তার লক্ষণ হেঁটমুণ্ড।

৪৮১। "আমি আগে বাসা পাকড়ে........"

শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করে। শ্রীভগবানের কৃপা হ'ল সচ্চিদানন্দগুরু লাভ—আত্মা বরণ করেছেন। এটি হ'ল প্রথমাংশ। এই কৃপা যখন পূর্ণ হবে, তখন দেহ থেকে স্বস্বরূপ বেরিয়ে এসে বলবেন, "তোর ওপর ভগবানের কৃপা আছে।"

৪৮২। "তল্পীতল্পা রেখে........"

এই দেহই বোঝা। আত্মা ষোল আনা নিঃসৃত হ'লে—এই দেহ-বোঝা নেমে যায়—অর্থাৎ আত্মা ও দেহ পৃথক হয়।

৪৮৩। "ঘরে চাবি দিয়ে........"

সহস্রারে 'অর্ঘ্যপুট' বা 'কাকীমুখ' সৃষ্টি হয়। এই 'কাকীমুখে' প্রবেশ করে বাইরে আসা।

৪৮৪। "নিশ্চিন্ত হ'য়ে........"

জীবন্মুক্ত হয়ে। আত্মা সাক্ষাৎকারের পর যখন 'আমি আত্মা' এই জ্ঞান হয়—তখন সগুণে জীবন্মুক্ত অবস্থা—এটি প্রথম স্তর। জীবন্মুক্তির দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুভূতি—ছায়ামূর্তি দেহ থেকে বেরিয়ে এসে সামনে নাচে আর বলে,—"আমি মুক্ত হয়েছি"। এ সমস্ত ব্যষ্টির অনুভূতি।

জগৎ-ব্যাপিত্বই (Universalism) মুক্তি লাভের প্রকৃত প্রমাণ।

৪৮৫। "এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি।"

শ্রীভগবানের লীলা দেখে বেড়ান—'নিকষা'।

৪৮৬। "এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল।"

'ফোয়ারা' দেখতে পাওয়া যায়। এ খুব বড় অবস্থা নয়—এ ষোল

আনা নয়। বয়স হয়ে গেলে ষোল আনা নয়—আংশিক। তাই ঠাকুর ছোট ছেলেদের অত 'মেলানি' দিতেন।

৪৮৭। "........কিন্তু নিষ্কাম কর্ম বড় কঠিন।"

নিষ্কাম কর্ম হয় না।

৪৮৮। "ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম অনায়াসে করা যায়।"

ঠাকুর যা করতেন—ভক্তি-ভক্ত নিয়ে থাকা আর ঈশ্বরীয় কথা বলা। তবে ঠাকুরের আর একটি কথা আছে,—"কেরাণী জেলে গেল, বেড়ি পরল, মুক্ত হ'ল, তারপর কি সে ধেই ধেই করে নেচে বেড়াবে? না, আর একটা কেরাণীগিরি কাজ যোগাড় ক'রে—অপর পাঁচজনে যেমন থাকে—সেই রকম থাকবে।"

'কেরাণী'—যিনি লেখেন। অন্তর্যামী ঈশ্বর মানুষের অন্তরে থেকে তার কর্ম দেখছেন অর্থাৎ গুপ্ত চিত্র গ্রহণ করছেন—চিত্রগুপ্ত।

'জেলে গেল'—দেহেতে আবদ্ধ হওয়া। "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

'বেড়ি পরল'—'আমি'রূপ বেড়ি।

'মুক্ত হ'ল'—দেহ আত্মা পৃথক হয়ে গেল।

'তারপর কি সে ধেই ধেই করে নেচে বেড়াবে'—মুক্ত হওয়ার কথা প্রচার করে বেড়াবে।

'না আর একটা কেরাণীগিরি কাজ যোগাড় করে অপর পাঁচজনে যেমন থাকে সেই রকম থাকবে'—সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। এই পরাবিদ্যা—বিদ্যার জন্য, ভোগের জন্য নয়।

সৎপথে খেটে খাওয়া। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম মাইনে পেতেন, পরে 'পেন্সিল্' (pension) খেতেন। ঠাকুর যুগের আদর্শ জীবন যাপন করে গেছেন—'যুগাবতার'। জয় রামকৃষ্ণ!

৪৮৯। "সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করে।"

যদৃচ্ছালাভ। রামের ইচ্ছায় যা আসে তাইতেই সন্তুষ্ট,—তবে রামের ইচ্ছা আগে জানতে হয়।

৪৯০। "........তাদের সঞ্চয় করতে নাই।"

সঞ্চয় তাদের হয় না—'বাপে ধরেছে', বেচালে পা পড়ে না।

৪৯১। "ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আসলে........"

মহাবায়ু যখন সামনে (front) বুকের ভিতর দিয়ে দেহকে তোলপাড় ক'রে সহস্রারে গিয়ে সমাধিস্থ হন। 'প্রেম ভগবানকে বাঁধবার রজ্জুস্বরূপ।' দড়ার মতন তলপেট থেকে ওঠে—এমন কি কাছে কেউ থাকলে সেও দেখতে পায়। যাঁর এই প্রেম হয়, তিনি মনে করলেই এই অবস্থা লাভ করেন দেহের মধ্যে। আবার অপরেও দেখতে পায়—হাতের চেটোয় আমলকী—ষোল আনা ব্রহ্মবিদ্যা।

৪৯২। "গোপন ইচ্ছা........"

সাধকের হয়।

পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী—অষ্টপাশ খুলে গিয়েছে—তাঁর গোপন ইচ্ছা নেই।

৪৯৩। "প্রথমে স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা, সেইরূপ নিষ্ঠা যদি ঈশ্বরেতে হয়, তবে ভক্তি হয়।"

কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে ভালবাসা—এও এক প্রকার সূক্ষ্ম আত্মিক স্ফুরণ—এতে চিত্তশুদ্ধি হয়। এই চিত্তশুদ্ধি না হ'লে ভক্তিলাভ হয় না। দেহেতে সচ্চিদানন্দগুরু উদয় না হ'লে চিত্তশুদ্ধি হয় না।

'ভক্তিলাভ হওয়া'—'মানুষ-রতন'কে দেহেতে পাওয়া। আত্মা দেহেতে যোগমূর্তি ধারণ ক'রে উদয় না হওয়া পর্যন্ত সমস্তই বিচারাত্মক। ধর্ম হ'ল অনুভূতি।

৪৯৪। "শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন।"

জীবকটির হয় না।

৪৯৫। "ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়।"

লয়, সমাধি বা দশা।

৪৯৬। "........তারপর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক হয়। বায়ু স্থির হয়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে, সে বাক্যশূন্য হয়, ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায়।"

উন্মনা সমাধি।

৪৯৭। "চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল।"

এই প্রেম হওয়ার পরে বস্তুলাভ।

প্রেম হ'লে মন সহস্রারে আবদ্ধ হয়, কিন্তু আবার নেমে আসে, নিজের দেহ ও জগৎ ভুল হয়ে যায়। এটি 'বিদেহ' অবস্থার পূর্বাভাস।

৪৯৮। "অর্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধেছিল, কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না।"

"তীর ছোঁড়া"—কুণ্ডলিনী জাগরণ। কুণ্ডলিনী তীরের গতিতে সহস্রারে চলেছেন—এ খুব পাকা অবস্থায় হয়। বেদের—'কপিবৎ'।

৪৯৯। "এরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।"

নিশ্বাস বন্ধ হয়—পড়ে না।

৫০০। "ঈশ্বর দর্শনের একটি লক্ষণ, ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্‌গর্‌ ক'রে উঠে মাথার দিকে যায়।"

যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে তাঁর সামনে এই কথা—ঈশ্বর দর্শনের কথা—বললে, দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর মহাবায়ু গর্‌গর্‌ করে বুকে আঘাত করতে করতে মাথার দিকে উঠে যাচ্ছে। ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণমাত্র দেহেতে প্রকাশ পাবে—তা নইলে তাঁর ঈশ্বর দর্শন হয় নি।

৫০১। "তখন যদি সমাধি হয়, শ্রীভগবানের দর্শন হয়।"

মহাবায়ু গর্‌গর্‌ করে উঠে সহস্রারের ঢাকা সরিয়ে দেবে আর সহস্রার দর্শন হবে।

২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ

শ্রীজয়গোপাল সেনের বাড়ী

৫০২। "তাঁকে জেনে এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে সংসারের কার্য্য কর।"

এই হ'ল ঠাকুরের 'আট আনা'। ঈশ্বরকটী, নিত্যসিদ্ধ, অবতার ব্যতীত ষোল আনা হয় না। আগে তাঁকে জানতে হয়—তিনি যদি কৃপা করে জানান তবে। তারপর ব্যবহারিক জীবন। সাধারণ জীবনে ঈশ্বরের আংশিক স্ফুরণ। পূর্ণ স্ফুরণ হবার হ'লে অন্যরকম যোগাযোগ হয়।

"তাঁকে জানা"—শ্রীভগবান দর্শন; পরে 'আমি দেহ নই আমি আত্মা'—এই জানা।

৫০৩। "যতক্ষণ তাঁকে না জানা যায়, ততক্ষণ মিথ্যা।"

প্রথম জানা—আত্মার মধ্যে জগৎ—বিশ্বরূপ।

দ্বিতীয় জানা—এই জগৎ আমার স্বরূপ। "ঊর্ণনাভ নিজের ভিতর থেকে জাল বার করে আর তাতেই থাকে"।

'ঊর্ণনাভ'—আমি—ব্রহ্ম।

এই জগৎকে আমি আমার ভিতর থেকে বিক্ষেপ করে এই জগতেই আছি।

৫০৪। "তাঁকে জেনে সংসার করলে অনিত্য নয়।"

সান্ত্বনা মাত্র, স্তোক বাক্য। তোমাদের এসব হবে না—শ্রীভগবানকে ডাক, তাঁকে জান—তারপর আর কিছু। সপ্তমভূমিতে মন গেলে লয় হয়ে যাবে।

৫০৫। "তাঁকে যদি লাভ করতে পার, সংসার অসার ব'লে বোধ হবে না।"

সমস্তই 'তিনি' অর্থাৎ সমস্তই 'আমি' (দ্রষ্টব্য—৩৮৫ নং ব্যাখ্যা)।

৫০৬। "ছেলেদের খাওয়াবে, যেন গোপালকে খাওয়াচ্ছ।"

বাৎসল্য ভাব। ঠাকুরের 'রামলালা'। গোপালের মা'র 'গোপাল' ঠাকুরের 'রামলালা'—নিগমে। নির্গুণে লয় হবার পর অবতরণের সময়

অবতারের রূপ দর্শন হয়। শুকদেবের হয়েছিল। শুকদেব 'জড়' সমাধিতে নিমগ্ন। সমাধি ভাঙে না। পরীক্ষিৎকে ভাগবত শোনাতে হবে। দেবতারা নারদকে পাঠালেন। নারদের হরিগুণগান শুনে, শুকের সমাধি ভাঙল। দেহেতে অশ্রু, পুলক, কম্পন, ইত্যাদি দেখা দিল, আবার রূপদর্শনও হ'ল। গোপালের মা'র 'গোপাল'—আগমে,—প্রেমতনুর গোপাল মূর্তি হওয়া। এর পরে আত্মাসাক্ষাৎকার হয়। "আত্মার দর্শন হলে সব সন্দেহ যায়।" বলরাম বাবুর বাড়ী। গোপালের মা ঠাকুরের কাছ থেকে বাড়ীর ভিতর যাচ্ছেন, যাবার সময় স্বামিজীকে (পরমারাধ্য স্বামী বিবেকানন্দকে) জিজ্ঞাসা করলেন,—"বাবা, আমার কি হয়েছে, না বাকী আছে?" আত্মাসাক্ষাৎকার হ'লে এ সংশয় জাগতো না—এ প্রশ্ন মনে উঠতো না।

৫০৭। "পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখবে ও সেবা করবে।"

দুই ভাবের সংমিশ্রণ—দাসভাব ও বাৎসল্যভাব। এরূপ সাধনকে 'সহজিয়া' বলে। সত্যই এ অতি সহজ ও মাধুর্যময় সাধন। তবে এ ষোল আনা নয়, মাত্র কারণশরীরের লীলা।

স্বপ্নে স্বর্গগত বাপ-মাকে দেখলে বুঝতে হবে বেদের আদিপুরুষ ও আদ্যাশক্তি দর্শন।

৫০৮। "তাঁকে জেনে সংসার করলে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না।"

কাম উপে যায়। 'যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম'—রাম এলে কাম থাকে না। 'রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।' কাম দেহ ছেড়ে গিয়েছে, তার লক্ষণ—তিনি যেমনি 'কাম' কথাটি উচ্চারণ করবেন, অমনি মহাবায়ু দেহ তোলপাড় ক'রে, সামনে দিয়ে বুকে আঘাত ক'রে, সহস্রারে উঠে যাবে—হয়ত সমাধিও হতে পারে। 'কাম' এই কথা উচ্চারণের দরুণ পাছে দেহেতে সংস্কার জাগে—তাই শ্রীভগবান তখনি দেহে প্রকাশ পান—তাঁর শ্রীমন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করেন। 'কালীনামে দাওরে বেড়া ফসলে তছরূপ হবে না।'

৫০৯। "বিষয়ী লোকেরা তাদের চিনতে পারে না।"

শ্রীভগবান না দেখিয়ে দিলে, সাধুকে চিনতে পারা যায় না। শ্রীভগবান দেখিয়ে দেন—দেহস্থ আত্মা সাধুর রূপ ধরে ভক্তের হৃদয়ে উদয় হন—সচ্চিদানন্দ গুরু। অবশ্য এই সচ্চিদানন্দগুরুর অনেক ক্রম আছে। (দ্রষ্টব্য—১ম ভাগের ১৪৮ নং ব্যাখ্যা।)

৫১০। "মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, তাঁকে লাভ করবার জন্য চেষ্টা করতে হয়।"

বিবিদিষা আশ্রয় করতে বলছেন। মন্দের ভাল—কৃপাময় শ্রীভগবান হয়ত কৃপা করতে পারেন।

৫১১। "যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু।"

'জড়' সমাধির লক্ষণ। সাধুর সামনে একবার ঈশ্বরের নাম করলেই সমাধি হয়ে যাবে। "একবার ওঁ বললে যাঁর সমাধি হয়, তাঁরই পাকা।" সাধুকে শ্রীভগবান ভক্তের অন্তরে দেখিয়ে দেন।

ঈশ্বর আছেন কোথায় ?

মানুষের হৃদয়ে। "মানুষে বেশী প্রকাশ"—The highest manifestation of God is in man. সাধু ঈশ্বরত্ব লাভ করেছেন। মানুষের হৃদয়ে সেই সাধুর মূর্তি রূপধারণ ক'রে ফুটে ওঠে। তবেই জানতে পারা যায়—ইনি সাধু—শ্রীভগবান—সচ্চিদানন্দ। "স যোগী ময়ি বর্ত্ততে"—ব্যষ্টির সাধনে যিনি সচ্চিদানন্দগুরুরূপে উদয় হন।

জগৎ-ব্যাপিত্বে হাজার হাজার নর, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অন্ত্যজ, উচ্চবর্ণ সকলেই দেখবে—ইনিই জগদ্‌গুরু (Universalle-La-Homme),—অবশ্য জীবিত অবস্থায়। মৃত জগদ্‌গুরু হয় না।

"মানুষ-গুরু মন্ত্র দেন কানে, জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।"

'কানে'—বাইরে।

'প্রাণে'—অন্তরে—ষষ্ঠভূমিতে—আজ্ঞাচক্রে। অবশ্য বাণী 'নাদ' থেকে আসে। আজ্ঞাচক্র—প্রকাশের পথ।

৫১২। "যিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, তিনিই সাধু।"

ঠাকুরের জীবন। এতদূর এ জগতে গড়াবে না। এখন যদি

শ্রীভগবান কারো জীবনে এরূপ ঐশ্বর্য দেন, লোকে ভাববে—এ ছল। তবে স্থূল লক্ষণ আছে—তিনি কারুর কিছু নেবেন না। লোকে দিতে এলে বলবেন,—"আমি কারুর কিছু লই না।"

ঠাকুরকে এক মাড়োয়ারী ভক্ত দশ হাজার টাকা দিতে চাইলেন। ঠাকুর নিলেন না। কেন? সেই দশ হাজার টাকা ত' দান করে দিতে পারতেন—'জগদ্ধিতায়'। না, সাধুর গ্রহণ নিষেধ—অপরিগ্রহ। "জগতের কল্যাণ ঈশ্বর করেন"। "ও যারা করবে তারা অন্য থাকের লোক", অর্থাৎ সাধু নয়, সমাজ কর্মী।

৫১৩। "........সর্বদাই তাদের অন্তরে থাকেন।"

"সন্ন্যাসী নারীর ছবি পর্যন্ত দেখবে না।"

"অন্তরে" কথাটির দুটি অর্থ।

প্রথম—'অন্তরে' মানে—দূরে। সাধুর কাছে নারী আসবে না।

দ্বিতীয়—'অন্তরে' মানে—দেহের ভিতরে। সহস্র সহস্র নারী তাঁকে বাইরে না দেখে তাদের অন্তরে, ঘরে বসে দর্শন করবে। এমন কি সুদূর আমেরিকায়—দশ হাজার পাঁচ শত মাইল দূরে থেকেও দেখবে। একে 'মহাযোগ' বলে। সাধু—কুটীচক, বহূদক—সাধক।

৫১৪। "সাধু সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন।"

"চিন্তা"—ধারণা—সপ্তমভূমি—সমাধি।

সহজিয়া সমাধি—ধ্যান-সমাধি নয়—ব্যষ্টি।

৫১৫। "ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কথা কন না।"

পঞ্চমভূমি ও ষষ্ঠভূমির মধ্যে বাচ্ খেলান।

৫১৬। "........তাদের সেবা করেন।"

ভক্তি ও জ্ঞান দান করেন। মহাপ্রভু ভক্তিদান করে গিয়েছেন; ঠাকুর 'ভক্তি ও জ্ঞান' দুই দান করে গিয়েছেন। অন্নদান, বিদ্যাদান—নিকৃষ্ট দান। আর এর উপর আছে আত্মদান। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁর চিন্ময়রূপ দেখে তাদের অন্তরে ও বাইরে (দ্রষ্টব্য—১ম ভাগের নিবেদন।)

৫১৭। "যতদিন চারা, ততদিন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়।"

সূক্ষ্মভাবে কুণ্ডলিনীর জাগরণ—এই অবস্থায় গুপ্তভাবে থাকা।

৫১৮। "গাছের গুঁড়ি মোটা হ'লে আর বেড়ার দরকার নাই।"

মহাবায়ু জাগরণ হ'লে আর লুকিয়ে রাখা যায় না। একেই বলে—প্রেম হওয়া—"প্রেম ভগবানকে বাঁধবার রজ্জুস্বরূপ।"

৫১৯। "........তখন হাতী বেঁধে দিলেও গাছ ভাঙ্গবে না।"

"হাতী"—মন। যোগীর মন দেহেতে আবদ্ধ—মন আর বাইরে যায় না। ব্রহ্মবিদ্যার বিনাশ হয় না।

৫২০। "তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গ, হাতে আঠা জড়াবে না।"

চৈতন্যলাভ করে কখন বিজ্ঞানময় কোষে, কখনও বা আনন্দময় কোষে থাক, তাহলে মায়ায় কখনও বদ্ধ হতে হবে না।

৫২১। "যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু।"

এটি হ'ল নিগমের বিবেক—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—বিজ্ঞানীর অবস্থা।

শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদে—'আমি একাই আছি—'নাম-রূপ উড়িয়ে দিয়ে। "অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোঽসি" (Individualism)! মনুষ্যজাতি যখন একজন জীবিত লোককে অন্তরে দেখে সে কথা প্রকাশ করে তখন—বহুত্বে একত্ব! বাইরে বহু কিন্তু ভিতরে এক,—এই হ'ল প্রকৃত বিবেক। এখানে নাম-রূপ উড়িয়ে দেবার দরকার নেই।

৫২২। "বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়।"

আগমের বিবেক উদয় হয় সপ্তমভূমিতে। ঈশ্বর সৎ আর সমস্ত অসৎ—এই বিবেক। ঈশ্বরকে জানা—আত্মার সাধন।

৫২৩। "মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়।"

"নিবৃত্তি"—সচ্চিদানন্দগুরু লাভের পর দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি হয়—তখন দেহেতে যোগ আরম্ভ হয়েছে, মন স্থির হয়েছে, নিবৃত্তির সূচনা। সূক্ষ্মভাবে কুণ্ডলিনী জেগেছেন, মন—লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি ছেড়েছে,—ষোল আনা এ রকম যদি কারো হয়, তিনি দক্ষিণ দিকের তলপেটের নীচে প্রাণময় কোষ দেখেন—

তাঁর মন অন্নময় কোষ ছেড়ে প্রাণময় কোষে পরিণত হয়েছে। আত্মা কৃপা করে দেহ থেকে মুক্ত হয়েছেন।

"বিবেক"—চতুর্থভূমিতে মন এলে চারিদিকে জ্যোতিদর্শন হয়, আর সাধক বলেন, 'এ কি! এ কি!' এই বিবেকের সূত্রপাত! দেহ ছাড়া আমার ভিতর আর একটা যেন কি আছে, আর একটা যেন কি আছে! পূর্ণ বিবেক হ'ল—পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান—চুপ্। তারপর তত্ত্বজ্ঞানে 'তুমি!' অবশ্য এসব অনেক দূরের কথা। দেহের মধ্যে সাধকের অনুভূতির দ্বারা নিবৃত্তি ও বিবেকের সৃষ্টি হয়। দেহের আভ্যন্তরিক অবস্থার পরিবর্তন হয়।

"নিবৃত্তি"—ক্রমমুক্তি। দেহেতে যত আত্মার প্রকাশ—তত নিবৃত্তি।

৫২৪। "তখন মনের বেড়াতে যেতে সাধ হয়, কালী কল্পতরুমূলে!"

মন বেড়াতে চলেছে; পঞ্চমভূমি, ষষ্ঠভূমি, সপ্তমভূমির শেষ সীমানায়—কল্পতরু। এই কল্পতরুর অপর নাম অমৃতবৃক্ষ—আমগাছ। যুবা আমগাছ,—তেজ আর সৌন্দর্য যেন চারিদিক দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে—গাছের নীচের ডালে ছোট আম—আর উঁচু ডালে খুব বড় আম। এই হ'ল পূর্ণাঙ্গ অনুভূতি। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে—এই আমগাছের উল্লেখ আছে—কিন্তু বড় রূপক।

এই কল্পতরুর দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুভূতি—প্রথমে প্রদীপের আলো, দ্বিতীয়—রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, তারপর কল্পতরু। একসঙ্গে পর পর তিনটি দেখতে পাওয়া যায়।

৫২৫। "·······চার ফল কুড়িয়ে পাবে।"

কুড়াতে হয় না—আপনা হতে হাতে আসে। আর চার ফল নয়—এক ফল,—খোসা ছাড়ান এক প্রকাণ্ড আম। উন্মত্তের ন্যায় দ্রষ্টা তাতে কামড় দেন, আর খেতে থাকেন—নাক জুবড়ে খান, তবুও আঁটি পান না। এর বহু পরে খোসা ও আঁটি খেতে পান—চুষে খান। ঐ আঁটি হ'ল—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—ফেলে দেন।

৫২৬। "বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়।"

এই হ'ল পূর্ণ অবতারতত্ত্ব—এক অবতার আছেন, আর সমস্ত—

ঈশ্বর-মায়া-জীব-জগৎ—তাঁর ভিতর, সগুণ—নির্গুণ—তাঁর ভিতর, একা তিনি আছেন (Cosmic Man of Jainism)। মা যশোমতীর কোলে শ্রীকৃষ্ণ ঘুমুচ্ছেন, হঠাৎ হাই তুললেন—যশোমতী দেখলেন সমস্ত বিশ্ব-সংসার শ্রীকৃষ্ণের গালের ভিতর—সেখানেও যশোমতী কৃষ্ণ কোলে করে আছেন।

ভূষণ্ডী রামের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পালাচ্ছে। যেখানে যাচ্ছে, সেইখানেই রাম। কোথাও রাম তাড়কা বধ করছেন, কোথাও রাম হরধনু ভঙ্গ করছেন, কোথাও রাম রাবণ বধ করছেন—আর একদিক দিয়ে, রামের হাত ভূষণ্ডীকে ধরবে বলে চলেছে। ভূষণ্ডী দেখল রামের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। ভূষণ্ডী ধরা দিল। রাম ভূষণ্ডীকে টপ্ করে নিজের গালে ফেলে দিলেন। ভূষণ্ডী চোখ চেয়ে দেখল, সে যে গাছে বসতো, সেই গাছের ডালে বসে আছে,—সব জড়িয়ে এক।

৫২৭। "অনুলোম বিলোম........"

'অনুলোম'—নির্গুণ অবস্থা ও 'বিলোম'—পূর্ণ অবতারত্ব। এর অপর নাম 'নিত্যলীলা'।

৫২৮। "ঘোলেরই মাখন........"

দেহ থেকে আত্মা।

৫২৯। "........মাখনেরই ঘোল"

আত্মা থেকে নির্গুণত্ব, আবার নির্গুণ থেকে অবতারত্ব।

৫৩০। "যদি ঘোল হয়ে থাকে তো মাখনও হয়েছে।"

যদি ষোল আনা সচ্চিদানন্দগুরু লাভ হয়ে থাকে, তাহলে আত্মা সাক্ষাৎকার ও পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে।

৫৩১। "যদি মাখন হ'য়ে থাকে, তাহলে ঘোলও হয়েছে।"

নির্গুণ থেকে অবতারত্ব।

৫৩২। "আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে।"

সূক্ষ্ম থেকে স্থূল—দুই-ই একের অবস্থা—আবার দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত—ইতি হয় না। নিত্য-লীলা, লীলা-নিত্য—ক্রমাগত—মাঝখানে একটুও ফাঁক

নেই—ওতপ্রোত—একসঙ্গে বিজড়িত। (The Absolute is identical with the phenomenal world).

৫৩৩। "যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা ; যাঁরই লীলা, তাঁরই নিত্য।"

নির্গুণ থেকে সগুণ সচ্চিদানন্দগুরু—আবার সচ্চিদানন্দগুরু থেকে চুপ্ হওয়া পর্যন্ত—নির্গুণ।

৫৩৪। "তিনি তুএক জনেতে অহংকার একেবারে পুঁছে ফেলেন !"

'তু'—এটি মাত্রা মাত্র—অর্থাৎ একজনের—ঠাকুরের।

জগৎ-ব্যাপী না হ'লে অহংকার যায় না।

'দ্বিতীয়' জ্ঞান যার আছে তার অহং যায় নি। আমি একা অবতার নই, জগতের প্রত্যেকটি মানুষই 'আমি'—তখন অহংকার করবার দ্বিতীয় নেই। "One is all and all is One"—ঈশ্বরতত্ত্ব ও সদ্‌বিদ্যাতত্ত্ব—কাশ্মীরী শৈববাদ (Kashmir Shaivism)।

৫৩৫। "ঈশ্বর দর্শনের পরও তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, তিনি 'দাস আমি' রেখে দেন।"

পাকা আমি—অবতারলীলা। এটি হ'ল ভক্তিবাদ বা দ্রাবিড়ী (Dravidian) কিংবা সেমাইটিক (Semitic) কৃষ্টি। ব্যষ্টিতে আবদ্ধ।

বেদান্তে অবতার নেই, আছে জগৎ-ব্যাপিত্ব। যাজ্ঞবল্ক্য উষিষ্টাকে যা বলছেন তার ইংরাজি অনুবাদে—"Your Soul is the inner-self of all beings."

"Self"—একটি জীবন্ত মানুষের মূর্তি।

"Universal Self"—"In the beginning there was Self alone in the shape of a person." (The Bibles of the World.)

৫৩৬। "যে মনে বিষয় বাসনা নাই, সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়।"

আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানা যায়—শেষে বোধ মাত্র। আত্মাই একমাত্র শুদ্ধ (Pure, Moral)।

৫৩৭। "........ঠিক কে জানবে ?"

চৌদ্দ পোয়া শরীরে ঈশ্বরের সব ঐশ্বর্য বিকাশ হয় না। যে সময়ে যা দরকার, সেইটুকু প্রকাশ পায়।

৫৩৮। "মানুষের কি শক্তি আছে ?"

"তুমি হাজার চেষ্টা কর, তিনি কৃপা না করলে কিছু হবে না।"

'কৃপা'—আপনা হতে হওয়া।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—শ্রুতি।

১৫ই জুন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ

সুরেন্দ্রের বাড়ী

৫৩৯। "সখি ! হয় প্রাণবল্লভকে আমার কাছে নিয়ে আয়........

নিগম—'মানুষ-রতন'—প্রাণবল্লভ।

৫৪০। "নয় আমাকে সেখানে রেখে আয়।"

আগম—আদ্যাশক্তির ব্রহ্মে পরিবর্তিত হওয়া—সমাধি। আগম ব্রহ্মবিদ্যা, কিন্তু অবতারতত্ত্ব ব্রহ্মবিদ্যার পার। দ্রাবিড়ী কৃষ্টি—শ্রবণ, মনন, কীর্তন করলেই 'মানুষ-রতন'কে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। 'মানুষ-রতন' পূর্ণলীলা—আবার এই লীলা থেকে যখন নিত্যে যায় তখন উৎকট বিরহ—যেমন শ্রীমতীর—শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাবার পর, মহাপ্রভুর—কৃষ্ণবিরহে ছট্ ফট্ করছেন—কখনও সমুদ্রের কূল—কখনও বা চটক পাহাড়ে ছুটচেন।

"সখি ! তাঁর কাছে লয়ে গিয়ে তুই আমাকে কিনে নে।" 'সখি'—দেহ—আদ্যাশক্তি—এখন প্রিয়বস্তু, কারণ এই আদ্যাশক্তি শ্রীকৃষ্ণরূপে কারণশরীরে মূর্ত হয়েছিলেন—দেহ কৃষ্ণ-মন্দির। আবার সেই কৃষ্ণরূপ ধারণ কর—আমি দেখি। ভক্ত লীলা চান।

৫৪১। "আমি তোমার দাসী হব।"

আমি বিলাস করব—আমি ও তুমি—দ্বৈতবাদ।

৫৪২। "তুই তো কৃষ্ণপ্রেম শিখায়েছিলি।"

'বিশাখা দেখাল চিত্রপটে।' এই কৃষ্ণ-দরশনে কৃষ্ণ 'প্রিয়'। সচ্চিদানন্দ-

গুরু আত্মাসাক্ষাৎকার করালে, তবে 'অস্তি, ভাতি, প্রিয়।' "না দেখ্‌লে ভালবাসবি কাকে ?"

৫৪৩। "প্রাণবল্লভ........"

প্রাণের ঈশ্বর—সার বস্তু—কারণশরীর—কৃষ্ণমূর্তি—ইষ্টের রূপ—পরে আত্মা।

৫৪৪। "সখি! যমুনার জল আনতে আমি যাব না। কদম্বতলে প্রিয়সখাকে দেখেছিলাম, সেখানে গেলেই আমি বিহ্বল হই।"

"পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়!"

নিত্য থেকে লীলায় আসতে চাওয়া,—হচ্ছে না—তাই উৎকট বিরহ।

৫৪৫। "আমার কানু অনুগত তনু।"

জন্মাবধি দেহের গঠন এরকম—আপনা হতে দেহেতে আত্মিক স্ফুরণ হয়।

৫৪৬। "সপ্তমদ্বার পারে রাজা বৈঠত, তাঁহা কাঁহা যাওবি নারী।"

নারীর দেহে কুণ্ডলিনীর গতি—ষষ্ঠভূমি—কারণশরীর—ইষ্টমূর্তি। সহস্রারে আত্মা—সপ্তমভূমি—রাজা। নারীর গতি সেখানে নেই। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার কথা শুনেছিলেন; ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হ'লে শুনতে হ'ত না। গোপালের মা'র 'গোপাল'—আত্মাসাক্ষাৎকার হয় নি। তিনি নিজেই সে প্রমাণ রেখে গেছেন—'বাবা, আমার কি হয়েছে, না বাকী আছে?' —এই সংশয়! মাহেশে রথযাত্রায় ভূতে ভূতে গোপাল দর্শন—আংশিক,—ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট মাত্র।

"যথা যথা আঁখি যায় তথা কৃষ্ণ স্ফুরায়"

চোখে কৃষ্ণমূর্তি—(ছান্দোগ্য)—যেদিকে চাইছে সেদিকে কৃষ্ণ।

৫৪৭। "রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়।"

"আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ।"

"রাধে"—আদ্যাশক্তি।

"গোবিন্দ"—ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম—রূপ নয়, ব্রহ্ম—আত্মা।

৫৪৮। "এ ছোকরাটি বড় সরল।"

ঋজু দেহ। ঋজু দেহে সহজে আত্মিক স্ফুরণ হয়। নিরঞ্জন মহারাজের দেহ সোজা ছিল—ছবি দেখলে বুঝতে পারা যায়।

৫৪৯। "সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না।"

পূর্বপুরুষের সংস্কার—আংশিক নিত্যসিদ্ধ।

৫৫০। "কপটতা পাটোয়ারী এসব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।"

"কপটতা পাটোয়ারী"—অবিদ্যাশক্তি—পাশ। যে শরীরে কপটতা পাটোয়ারী, সেখানে আত্মিক স্ফুরণ হয় না।

৫৫১। "আহা, গোপীদের কি অনুরাগ!"

এই অনুরাগে দেহ লাল হয়ে ওঠে, আর রক্ত ঊর্দ্ধমুখী হয়—যোগের লক্ষণ দেহে ফুটে বেরোয়। রাজযোগযুক্ত দেহে আত্মা নিঃসৃত হবার সময় এই লক্ষণ দেহেতে প্রকাশ পায়। এই রাজযোগ আপনা হতে হয়।

৫৫২। "তমাল দেখে একেবারে প্রেমোন্মাদ।"

শুকনো দেশলাইয়ের কাঠি—দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

৫৫৩। "শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের ঝাঁঝে শুকিয়ে যেতো—জল হতে না হতে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতো।"

অন্তরে কৃষ্ণ মূর্তি ধারণ করবার আগেই নিরাকারে লয় হত।

৫৫৪। "কখনও কখনও তাঁর ভাব কেউ টের পেত না। সায়ের দীঘিতে হাতী নামলে কেউ টের পায় না।"

লীলা থেকে নিত্য—'কৃষ্ণগন্ধ গায়ে নাই, কৃষ্ণকথা মুখে নাই'। এই হ'ল 'বিবর্ণ'—দেহেতে অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণের একটি লক্ষণ। সাদা ফ্যাকাশে কিংবা ঈষৎ কাল। অন্তরে কি হচ্ছে বাইরে বুঝতে পারা যায় না।

৫৫৫। "তাঁকে ভালবাসতে হবে।"

মন একাঙ্গী হবে—হনুমান বার, তিথি, নক্ষত্র ও সব কিছু জানে না—এক রাম চিন্তা করে।

কপিবৎ মহাবায়ু যখন সহস্রারে যায় তখন এই ভালবাসা। বেদমতে

পাঁচ প্রকার সমাধির এক প্রকার সমাধি। ধর্ম রাজযোগের উপর স্থিতিলাভ করে, আর যোগের বিভূতি দেহেতে প্রকাশ পায়।

৫৫৬। "তার জন্য ব্যাকুল হতে হবে।"

কুণ্ডলিনী জাগরণ ও হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হওয়া। মন যখন চতুর্থভূমি ও পঞ্চমভূমির মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়ে আসে—তখন এই ব্যাকুলতা।

৫৫৭। "........তা তুমি যে পথেই থাক।"

আপনি হিন্দু হন, বৌদ্ধ হন, মুসলমান হন, খৃষ্টান হন, পারসী হন—দেহের মধ্যে আত্মা সাক্ষাৎকার—বাইরে কোথাও নয়।

৫৫৮। "........তখন তিনি কেমন, নিজেই জানিয়ে দেবেন।"

'আত্মা' যদি কৃপা করে সাধন ক'রে জানিয়ে দেন, তবে জানতে পারা যায়।

তখন সাকারে বিশ্বাস হবে, নিরাকারে বিশ্বাস হবে—আবার মানুষের ভিতর তিনি অবতীর্ণ হয়ে 'মানুষ-রতন' হন, এতেও বিশ্বাস হবে। না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এই যোল আনা সাধন—শ্রীভগবানের লীলা—(বেদান্তের সাধন বা বিদেহ সাধন হ'লে)—তবে যোল আনা বিশ্বাস—পূর্ণাঙ্গ ধারণা।

৫৫৯। "যদি পাগল হতে হয়, তবে ঈশ্বরের জন্য পাগল হও।"

পাগল হতেই হয়—তা নইলে বস্তুলাভ হয় না। এ হল দ্রাবিড়ী কৃষ্টি—'উন্মাদবৎ'।

৫৬০। "রাম অধ্যক্ষ! তবেই হয়েছে।"

"রাম"—এক—অস্তি—নির্গুণ—নির্গুণে লীলা নেই।

৫৬১। "বড় স্পষ্টবক্তা, কারুকে ভয় করে কথা কয় না।"

অভী—পাশ খুলে যাওয়া—ব্যবহারিক লক্ষণে প্রকাশ পায়।

৫৬২। "........আর দেখো খুব মুক্তহস্ত।"

'লোকটা ধার্মিক হয়েছে মানে কি জানিস্? লোকটা উদার হয়েছে।'

৫৬৩। "........নাম ব্রহ্মের পূজা হয়।"

জপ থেকে নির্গুণ অবস্থা।

"শিকলের পাব ধরে ধরে গিয়ে নোঙর পাওয়া।"

৫৬৪। "এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত।"

অহংকারের জাহাজ।

৫৬৫। "এমন জায়গায় ডিঙ্গি টিঙ্গি আসতে পারে।"

সপ্তমভূমিতে ডিঙ্গি যায়—এ দেখতে পাওয়া যায়। 'ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ডাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন জন?' 'অহং'—নিম্নাঙ্গে জাহাজ। যত উর্দ্ধে যাচ্ছে ততই 'অহং' নাশ হচ্ছে। শেষে সপ্তমভূমিতে 'ডিঙে'—বোধমাত্র—ক্রমমুক্তিবাদ।

৫৬৬। "........এ যে একেবারে জাহাজ!"

'সুতোয় আঁশ থাকলে ছুঁচের ভেতর যায় না।' অহংকার লেশমাত্র থাকলে, আত্মাসাক্ষাৎকার হয় না। জাহাজ সপ্তমভূমিতে যায় না—যায় ডিঙে।

৫৬৭। "তবে একটা কথা আছে। এটা আষাঢ় মাস।"

শ্রীভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন—প্রেমের বন্যা—'জগাই মাধাই উদ্ধার'।

৫৬৮। "আমি করছি, এটি অজ্ঞান থেকে হয়।"

ঈশ্বর আছেন এ জানে না, তাই 'আমি কর্তা'—এই মনে হয়।

শ্রীভগবান দর্শন না হ'লে শ্রীভগবান যে আছেন তা মনে হয় না—"খুড়ী জেঠীর ভগবান"—বিচারাত্মক।

৫৬৯। "হে ঈশ্বর, তুমি করছ—এইটি জ্ঞান।"

শুধু জ্ঞান নয়—তত্ত্বজ্ঞানে বিজ্ঞানীর অবস্থা। "গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে—জানবে সেও ভগবানের ইচ্ছা।" "রামের ইচ্ছা।"

এই হ'ল দ্রাবিড়ী কৃষ্টি ('বসানো শিব'—Hypothesis—Dravidian, Semitic or Non-Aryan Cult)। এর পরিণতি—প্রেমোন্মাদ, ভক্তি উন্মাদ আর জ্ঞানোন্মাদ,........উন্মাদ!

সনাতন ধর্ম ('পাতাল ফোঁড়া শিব'—ঋষিদের ধর্ম—Aryan Cult—'আত্মা যাকে বরণ করে তার হয়') জগৎ-ব্যাপী করে। যাঁর দেহেতে আত্মা প্রকাশ পাবে তাঁকে অসংখ্য নরনারী অন্তরে দর্শন ক'রে একত্ব প্রচার করবে। স্বামিজীর—"One and Oneness."

৫৭০। " 'আমি' 'আমি' করলে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবে।"

যতদিন দেহকে 'আমি' বোধ—ততদিন উপর্যুপরি যন্ত্রণা—যন্ত্রণার শেষ নেই।

৫৭১। "যখন ধুনুরীর তাঁত তোয়ের হয়, তখন ধোন্‌বার সময় তুঁহু তুঁহু বলে।"

"ধুনুরী"—সচ্চিদানন্দগুরু।

"তাঁত"—কুণ্ডলিনী—সুষুম্না—সোজা চলেছে।

সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপায় কুণ্ডলিনী জাগরণ, আত্মাসাক্ষাৎকার, ব্রহ্মজ্ঞান—পরে তত্ত্বজ্ঞান—তবে নিস্তার—জীবন্মুক্ত অবস্থা। প্রকৃত জীবন্মুক্ত অবস্থা হচ্ছে—জগৎ-ব্যাপিত্ব—Universalism.

৫৭২। "যদি কারুর অহংকার গিয়ে থাকে, তার অবশ্য ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।"

যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে—ষোল আনা—তাঁর দেহেতে কাম থাকে না। তাঁর সামনে 'কাম' বললে—তাঁর দেহে রামের প্রকাশ হয়। রামের প্রকাশ—মহাবায়ু কপিবৎ সহস্রারে উঠে যাবে,—দেহটা টকাং করে নড়ে উঠবে, মুখমণ্ডল স্ফীত হবে,—দাঁড়ানো ছবিতে সমাধি অবস্থায় ঠাকুরের যেমন দেখতে পাওয়া যায়, আর সমাধিস্থ হবে,—তা 'ভাব' সমাধিও হতে পারে, আবার 'জড়' সমাধিও হতে পারে।

৫৭৩। "পরশমণি ছুঁলে লোহা সোনা হয়ে যায়।"

আত্মাসাক্ষাৎকারের পর—আমি আত্মা—সগুণ ও নির্গুণ—এ দুই অবস্থা।

৫৭৪। "লোহার তরোয়াল সোনার তরোয়াল হয়ে যায়।"

চৈতন্য সাক্ষাৎকার ও চৈতন্যময় হয়ে যাওয়া।

তখন তাঁর চৈতন্যময় চিন্ময় রূপ সকলে অন্তরে দর্শন করে।

৫৭৫। "তরোয়ালের আকার থাকে, কারু অনিষ্ট করে না।"

দেহ থাকে। "অহং ব্রহ্মাস্মি"। তিনি একাই আছেন, অদ্বৈতম্। 'কারুর'—এ প্রশ্ন ওঠে না।

৫৭৬। "সোনার তরোয়ালে মারা কাটা চলে না।"

নিষ্ক্রিয়—দেহ চিন্ময়—'সাধুর দেহ চিন্ময়'। এই চিন্ময় দেহ জগৎব্যাপী হয়। তাঁকে নরনারী ভিতরে দেখে আর বলে,—চিন্ময় দেহের প্রমাণ দেয়।

৫৭৭। "তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে।"

সংস্কার—প্রারব্ধ। মন শুদ্ধ হ'লে এসব কিছু কিছু অনুভূতি হয়—তবে বুঝতে পারা যায়। কোন কোন ভাগ্যবান লোক সাধন অবস্থায় প্রারব্ধ দেখতে পান—ছবির মতন দেখতে পাওয়া যায়। শুদ্ধ মনেও অতীতের কথা জাগে। আবার স্বপ্নেও বহু পুরাতন কালের অতীত জীবন দেখতে পাওয়া যায়। 'ম' আর 'রা'—দেহের মধ্যে আত্মা—আত্মার মধ্যে জগৎ।

৫৭৮। "........তা তুমি ইচ্ছা কর আর না কর।"

যা হবার তা হয়েই আছে। বিশ্বরূপ দর্শনের আগে—কাল (Time) ও স্থান (Space) সম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কাটে—ক্রমাগত ভবিষ্যৎ দেখায়। কাল কি হবে, আজ রাত্রে দেখা গেল—এই রকম ক্রমাগত হতে লাগল। তখন বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়—হবে কোথায়—ও ত' হয়েই আছে।

৫৭৯। "তবে একেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব তাঁর, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।"

তিনি একত্ব দান (বিক্রি নয়—'আমি কারুর কিছু নিই না') করেন।

৫৮০। "ভক্তিযোগ........"

ভক্তির দ্বারা দেহেতে যে যোগ হয়। যোগ—পরিবর্তন। এই ভক্তি-যোগে ইষ্টসাক্ষাৎকার—এই হল তন্ত্রের 'মন্ত্রযোগ'। এর শেষ—সবিকল্প সমাধি,—নির্বিকল্প হয় না। ভক্তিযোগে কুণ্ডলিনী সহস্রারে অবস্থান করতে পারেন না—নেমে আসেন। একমাত্র রাজযোগে নির্বিকল্প সমাধি—'চিৎ-স্বরূপ-ভাবঃ'—আর জগৎ সে কথা জানিয়ে দেয়। একেই 'জগৎ-ব্যাপী' বলে।

৫৮১। "........নারদীয় ভক্তি"

সর্বত্যাগীর ভক্তি—যেমন ঠাকুর ও মহাপ্রভুর ভক্তি। তবু মহাপ্রভুর ভক্তিতে যথেষ্ট বিবিদিষার লক্ষণ আছে, কিন্তু ঠাকুরের ভক্তিতে বিবিদিষা বলে কোনও বস্তু নেই। মহাপ্রভু প্রসাদ খান কলার পাতে, আর তরকারি কলার বাসনায়—ইচ্ছা ক'রে ধাতুর দ্রব্য স্পর্শ করেন না। ঠাকুরের ইচ্ছা হয় ধাতুদ্রব্য ব্যবহার করেন, কিন্তু ব্যবহার ত' দূরের কথা, ছোঁবার পর্যন্ত জো নেই—হাত বেঁকে যাবে, ঝন্‌ঝন্ কন্‌কন্ করবে।

মহাপ্রভু গম্ভীরা থেকে নবদ্বীপে আসবেন—সকলে তাঁকে দেখতে আসতে পারবে—শুধু আসবেন না দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,—তাই হ'ল।

জয়রামবাটী থেকে মাঠাকরুণ দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর একথা শুনে, গঙ্গার ধারে গিয়ে, হাতজোড় করে বলছেন—"তুমি এসেছ, তুমি এসেছ! মথুর নেই, তোমায় আদর যত্ন কে করবে?"

প্রকৃত নারদীয় ভক্তির আরম্ভ—সচ্চিদানন্দগুরু লাভ থেকে। মধ্য স্তর—যখন আত্মা ও দেহ পৃথক হয়। আত্মা দেহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'লে সন্ন্যাসী হয়। আর সর্বোচ্চ স্তর—অবতারতত্ত্বের 'মানুষ-রতন'—যিনি দেহের মধ্যে ভক্তের রূপ ধরে হরিনাম করেন।

৫৮২। "........ওলা মিছরির পানা"

ব্রহ্মানন্দ।

৫৮৩। "........চিটে গুড়ের পানা।"

বিষয়ানন্দ।

৫৮৪। "জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।"

ভক্তিলাভ—স্বস্বরূপ দর্শন—"বাবু, সচ্চিদানন্দ লাভ না হ'লে কিছুই হ'ল না।" এ হ'ল ব্যষ্টি। জগৎ-ব্যাপী হ'লে তবে প্রকৃত ঈশ্বরলাভ।

৫৮৫। "তাঁকে লাভ হ'লে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্তা—আমরা অকর্তা।"

ব্রহ্মজ্ঞানের পর তত্ত্বজ্ঞান—ব্যষ্টিতে (individualism)।

"অকর্তা" জ্ঞান বিচারাত্মক। প্রকৃত অকর্তা জ্ঞান জগৎ-ব্যাপিত্বে।

৫৮৬। "কাঠুরে, ব্রহ্মচারী ও 'এগিয়ে পড়ো'........ইত্যাদি।"

"ব্রহ্মচারী"—সচ্চিদানন্দগুরু।

"কাঠ"—স্থূল।

"চন্দনের গাছ"—সূক্ষ্ম শরীর।

"রূপার খনি"—কারণশরীর।

"সোনার খনি"—সহস্রার।

"হীরে"—ব্রহ্মজ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান—চৈতন্য সাক্ষাৎকার—অবতরণ লীলা ইত্যাদি।

৫৮৭। "তাঁকে দর্শন হবে।"

জ্ঞানীর অবস্থা।

৫৮৮। "ক্রমে তাঁর সঙ্গে আলাপ কথাবার্তা হবে।"

বিজ্ঞানীর অবস্থা।

৫৮৯। "দেখ,—প্রতাপ, অমৃত, এসব শাঁখ বাজে।"

কোন কোন দেহে কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন—বীণার মধুর ঝঙ্কার ক'রে—অর্থাৎ 'নাদে'—শব্দে। এই রকম শরীরে কুণ্ডলিনী যখন পঞ্চমভূমিতে, তখন শঙ্খের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রতাপ, অমৃত—এঁদের কিছু ভক্তিলাভ হয়েছে। "পাঞ্চজন্য হৃষীকেশ" (গীতা)।

৫৯০। "রস-স্বরূপ........"

পঞ্চরস বা ভাব।

"পঞ্চরস"—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই পঞ্চরসের আশ্রয় ক'রে ঈশ্বরের কৃপায় শ্রীভগবান লাভ ও ব্রহ্মজ্ঞান। আবার ব্রহ্মজ্ঞানের পর এই পঞ্চরসের পূর্ণ আস্বাদন। পঞ্চরসের পূর্ণ স্ফূরণ ঠাকুরের একাধারে যে রকম দেখা গিয়েছে, এর আগে সে রকম দেখা যায় নি।

আগমের পঞ্চরস—কাঁচা। নিগমের পঞ্চরস—পাকা। "তলপেটে কোটি পদ্ম"—চণ্ডীদাস। নিগমের পঞ্চরস হ'ল তলপেটে।

৫৯১। "এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও।"

ছড়ানো মন কুড়িয়ে নিয়ে এসে দেহেতে আবদ্ধ কর—সাধন কর।

'তুমি আনন্দে ত্রিবেণী স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে'। মূলাধার থেকে সুষুম্নার মধ্য দিয়ে সহস্রারে আত্মায় পরিবর্তিত হও।

৫৯২। "একজনের পাহাড়ের ওপর একখানি কুঁড়ে ঘর ছিল,........" ইত্যাদি।

"কুঁড়ে ঘর"—দেহ।

"ঝড় এলো"—সময় হল—কাল।

"পবনদেব"—বাইরে ঝড়।

"হনুমান"—দেহের মধ্যে মহাবায়ু।

"লক্ষ্মণ"—জীবাত্মা।

"রাম"—এক—ব্রহ্মজ্ঞান।

"যা শালার ঘর"—জীবন্মুক্ত অবস্থা।

৫৯৩। "এখন ডুব দাও।"

সমাধি—মীন হয়ে সচ্চিদানন্দ সাগরে তলিয়ে যাওয়া আবার ভাসা—'টাপুর টুপুর—টাপুর টুপুর'—বরফের চাঁই জলের ওপর।

৫৯৪। "মনে করো না যে বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর কল্লে মানুষ পাগল হয়ে যায়।"

'চৈতন্যকে চিন্তা করে কেউ অচৈতন্য হয় না'।

৫৯৫। "মানুষ অমর হয়।"

মৃত্যু ধ্রুব। জন্ম-মৃত্যু রহস্য ভেদ হ'লে—অজ, নিত্য। অমর হবার প্রমাণ এখনও জগতে পাওয়া যায় নি—তবে হওয়া সম্ভব। মানুষের দেহেতেই এই অমরত্ব লুকিয়ে আছে। তাই ঋষিদের প্রার্থনা—"মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।"

৫৯৬। "........দয়া।"

সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।

৫৯৭। "শুকদেব, নারদ, এঁরা দয়া রেখেছিলেন।"

তাই জ্ঞান, ভক্তি দান করেছিলেন। ভক্তিদান, জ্ঞানদান—উৎকৃষ্ট দান। অন্নদান, বিদ্যাদান—নিকৃষ্ট দান।

৫৯৮। "যাঁরা মহাশয়ের কাছে আছেন, তাঁদের ক্রমে উন্নতি হচ্ছে ?"

ঠাকুর এ কথার জবাব দিলেন না। এর মানে—দৃষ্টি নিজেতে আবদ্ধ কর, অপরেতে নয়। আর তাছাড়া, তুমি এসব বুঝতে পারবে না ; নিষ্কামী শুদ্ধ মন হ'লে বুঝতে পারতে।

৫৯৯। "আমি বলি যে, সংসার কর্তে দোষ কি ?"

যাদের ষোল আনা হবে না—তাদের। সংসারে তাঁরা বদ্ধ হন না যাঁদের ষোল আনা,—নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকটি, অবতারাদি।

চৈতন্যদেব বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু সে ত্যাগ দেখাবার জন্য—কি করে ত্যাগ করতে হয়—এই শিক্ষা। ঠাকুরের বিবাহ হয়েছিল—নারীর মধ্যে দেবত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য—আদর্শ নরনারী—'কামগন্ধ নাহি তায়'।

এ সব ব্যষ্টির কথা। জগৎ-ব্যাপিত্বে এ সব প্রশ্ন ওঠে না।

৬০০। "এই জগতের ব্যাপারের পেছনে যে একটা মহাশক্তি আছে একথা অনেককেই মান্‌তে হয়েছে।"

ইউরোপের—জগতের বাইরে শ্রীভগবান—এই ধারণা। ঠাকুরের 'ম' আর 'রা' ; আগে 'ম'—ঈশ্বর—আত্মা ; পরে 'রা'—আত্মার মধ্যে জগৎ।

ইউরোপের লোকের দেহের গঠন, জলবায়ু, এরকম যে দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হন না। ইউরোপে এমন কোনলোক নেই, যাঁর আত্মাসাক্ষাৎকার হয়েছে। তাঁরা বাইরে শ্রীভগবানকে খোঁজেন—অবশ্য যাঁরা খোঁজেন তাঁরা।

৬০১। "লুচি খাই নাই মনে হ'লে আবার আসবার ইচ্ছা হবে।"

যতক্ষণ প্রবৃত্তি, ততক্ষণ যন্ত্রণা। শ্রেয় নিবৃত্তি।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

॥ মতামত ॥

এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি মতামত ঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ও সংস্কৃত বিভাগের অধিকর্তা ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, এম্. এ., পি. আর. এস্., পি-এইচ্. ডি., কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় বলেন—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বাণীর যৌগিক ব্যাখ্যা—"ধর্ম ও অনুভূতি" নামক গ্রন্থখানি আমি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থে যোগবিভূতি ও যৌগিক অনুভূতির যে বিচিত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা হিন্দুধর্ম ও দর্শনের অনুমোদিত সত্য। এই পরম ও চরম সত্যই 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' প্রভৃতি উপনিষদের বাণীতে ঘোষিত হইয়াছে। উপনিষদ বলিয়াছেন, '—ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'। গিরিকুন্তলা সাগরমেখলা এই বিশাল বিচিত্র ধরিত্রীর প্রতি অণুপরমাণুতে ঈশ্বর বিরাজমান। ঈশ্বর স্বীয়লীলা প্রকট করিবার জন্য জীবদেহ ধারণ করেন এবং ঈশ্বরানুগৃহীত জীবকে তাঁহার বিচিত্র লীলা দেখাইয়া থাকেন। জীবের দৃষ্টিতে যখন ভগবৎবিগ্রহ ফুটিয়া উঠে, কর্ণে সত্যের অমৃতবাণী ধ্বনিত হয়, তখনই অঘটন-ঘটন পটীয়সী মায়ার নাগপাশ ছিন্ন হয়, জীবের প্রকৃত শিব দর্শন হয়। এই দর্শনের জন্যই জীবের অন্তরের আকুতি অনাদিকাল হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

হে জগৎপোষক সূর্য্য! তুমি তোমার হিরণ্ময় আবরণ উন্মোচন কর, আমরা তোমার প্রকৃতরূপ দর্শন করিব, সত্যধর্মা হইব এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ করিব। এই সত্যের জ্যোতির্ম্ময় রূপের কথা বিচিত্র ছন্দে এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের ব্যাখ্যাচ্ছলে উপদিষ্ট হইয়াছে। অনুভূতিতেই ধর্মের বিকাশ, অনুভূতি ব্যতীত ধর্ম প্রাণহীন। শ্রুতির সূত্রে পুষ্ট না হইলে অনুভূতিও সত্য দর্শনের সহায়ক হয় না। গ্রন্থখানি স্বল্পায়তন হইলেও ইহার প্রতিপাদ্য তত্ত্ব স্বল্পপরিসর নহে। বেদ, পুরাণ, গীতা, উপনিষদ ও বিভিন্ন হিন্দু দর্শনের অনুমোদিত তত্ত্বের সহিত ইহার নাড়ীর যোগ অবিচ্ছেদ্য। অনুসন্ধিৎসু পাঠক শ্রদ্ধার সহিত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে

গ্রন্থোক্ত রহস্য অনুধাবন করিতে পারিবেন। জীব যে সত্য-শিব-সুন্দরেরই প্রতিচ্ছবি "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্" এই মহাসত্য প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইবেন।

যুগান্তর—গ্রন্থটির মূল উপজীব্য—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথামৃতের যৌগিক রূপ। গ্রন্থকারের যৌগিক ব্যাখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর অমৃতত্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই।...গ্রন্থকার আত্মা সাক্ষাৎকার, বেদান্তের সাধন ও অবতারত্ব সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা কোন পুস্তকের উদ্ধৃতি নহে, উপলব্ধিসম্পন্ন মহাপুরুষের স্বীয় অভিজ্ঞতার কথা।